খ্রীস্টিয়ান
বিশ্বাসের ভিত্তি

শিষ্যত্বের একটি শক্তিশালী ভিত্তির জন্য অনুশীলন বই

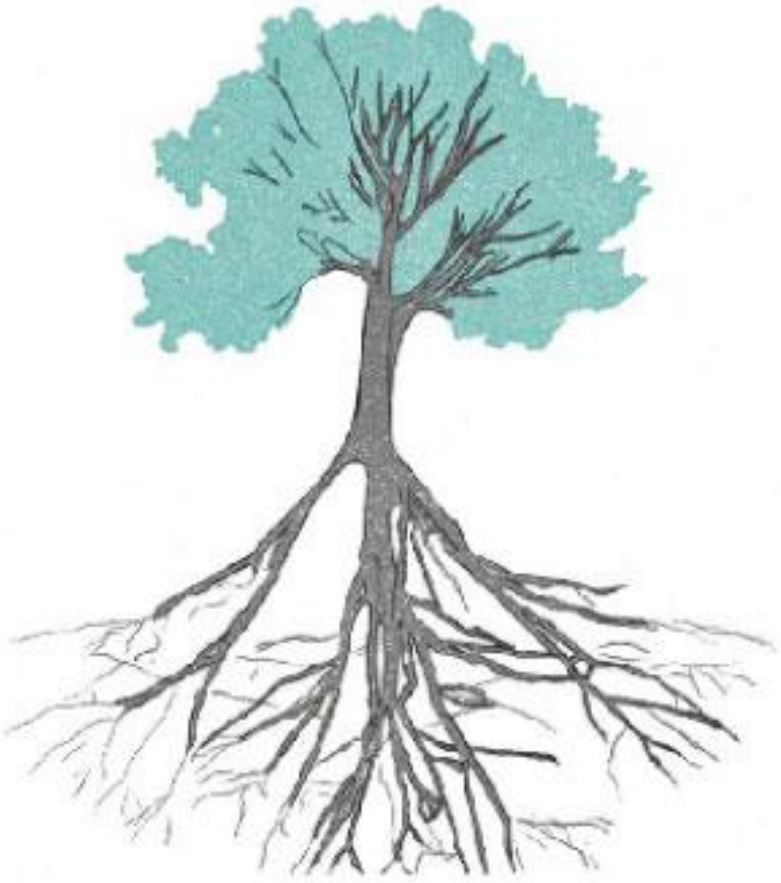

FDM WORLD

Craig Caster

Christian Foundational Truths in Bengali

এফ ডি এম. ওয়ার্ল্ড এর অন্যান্য বই সমূহ

ক্রেইগ কাস্টার দ্বারা পরিচালিত বিবাহ মন্ত্রকের একটি সিরিজ

ক্রেইগ কাস্টার দ্বারা পরিচালিত অবিভাবকত্ব মন্ত্রকের একটি সিরিজ

ক্রেইগ কাস্টার দ্বারা পরিচালিত কিশোর কিশোরীদের বোঝার একটি সিরিজ

সমস্ত এফ ডি এম ওয়ার্ল্ড এর অনুশীলন বই গুলি সতন্ত্র অধ্যায়নের জন্য, ছোট দল গুলির জন্য, শিষ্যের সরঞ্জাম হিসাবে এবং পরামর্শ পরিসেবার জন্য সুপারিশ করা হয়।

দয়া করে নোট করুন: আসল অনুশীলন বই থেকে সমস্ত ফাঁকা পৃষ্ঠা মুছে ফেলা হয়েছে। কিছু পৃষ্ঠা ও নম্বর এই কারনে বিলুপ্ত করা হয়েছে ।

পারিবারিক শিষ্যত্বের মন্ডলী

ফোন: (৬১৯)৫৯০-১৯০১

ইমেইল: ইনফো@এফ ডি এম.ওয়ার্ল্ড

ওয়েভ সাইট: ডব্লিউ ডব্লিউ ডব্লিউ. এফ ডি এম.ওয়ার্ল্ড, ডব্লিউ ডব্লিউ ডব্লিউ. ডিসাইপেলশিপ ওয়ার্ক বুকস্ .কম

খ্রীস্টিয়ান বিশ্বাসের ভিত্তি: ক্রেইগ কাস্টার দ্বারা সংকলিত শিষ্যত্বের একটি শক্তিশালী ভিত্তির জন্য অনুশীলন বই
আই এস বি এন ৯৭৮- ১-৭৩৩১০৪৫-৫-৫

মুদ্রন এবং বৈদ্যুতিক সংস্করন কপিরাইট@২০২১, ক্রেইগ কাস্টার দ্বারা। সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত। ০৬২৩২০২১ পুনঃ সংস্করন।

এই বইয়ের প্রকল্পে আমার সাথে কাজ করার জন্য আমার পুত্র জাস্টিনকে বিশেষ ধন্যবাদ

অন্যথায় উল্লেখ করা না থাকলে সমস্ত শাস্ত্রের উদ্ধৃতিগুলো নিউ কিং জেমস্ সংস্করন থেকে নেওয়া হয়েছে(আর) টমাস নেলসনের কপিরাইট(সি) ১৯৮২ অনুমতি দ্বারা ব্যবহারিত। সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত।

কে জে ভি চিহ্নিত শাস্ত্রের উদ্ধৃতিগুলো কিং জেমস্ সংস্করন, ১৯৮৭ মুদ্রন থেকে নেওয়া হয়েছে। উন্মুক্ত এলাকা ।

দ্য লকম্যান ফাউন্ডেসন কতৃক এন এ এস বি হিসাবে চিহ্নিত ধর্ম গ্রন্থের উদ্ধৃতিগুলি নিউ আমেরিকান স্ট্যান্ডার্ড বাইবেল, কপি রাইট (সি) ১৯৬০, ১৯৬২, ১৯৬৩,১৯৬৮, ১৯৭১,১৯৭২,১৯৭৩,১৯৭৫,১৯৭৭,১৯৯৫ থেকে নেওয়া হয়েছে। অনুমতি দ্বারা ব্যবহৃত।

উপরে সংরক্ষিত কপিরাইটের অধীনে অধিকার সীমাবদ্ধ করে না, এই প্রকাশনার কোনও অংশই মুদ্রিত বা ইবুক বিন্যাসে, বা অন্য কোনও প্রকাশিত উদ্ভুততা পুনরুৎপাদন, সংরক্ষন বা পুনরুদ্ধার পদ্ধতিতে প্রবর্তন; বা কোনও রুপে বা যে কোন উপায়ে সঞ্চারিত হতে পারে অর্থাৎ (বৈদ্যুতিক, যান্ত্রিক, ফটোকপি, রেকর্ডিং বা অন্যথায়) প্রকাশকের পূর্ব লিখিত অনুমতি ব্যতিত নিষিদ্ধ।

সূচি পত্র

শিষ্যদের কাছে লেখকের চিঠি ---------- Vii

অধ্যায় - ১
যীশু খ্রিস্টই পুত্র ---------- ১

অধ্যায় - ২
ঈশ্বরের পিতৃত্ব ---------- ১৭

অধ্যায় - ৩
পবিত্র আত্মা ---------- ৩৩

অধ্যায় - ৪
আধ্যাত্মিক বৃদ্ধি এবং পারিপক্কতা ---------- ৪৫

অধ্যায় - ৫
ক্ষমা এবং পুনর্মিলন ---------- ৬৩

অধ্যায় - ৬
আধ্যাত্মিক যুদ্ধ ---------- ৮৩

অধ্যায় - ৭
মৃত্যু এবং শেষকাল ---------- ১০৯

সারমর্ম ---------- ১৩৮
পরিশিষ্ট (ক)
প্রতিদিন ঈশ্বরের সাথে ঘনিষ্টতা বিকাশ ---------- ১৩৯

পরিশিষ্ট (খ)
প্রস্তাবিত বইগুলি ---------- ১৪১

পরিশিষ্ট (গ)
শব্দকোষ ---------- ১৪৩

লেখক পরিচিতি ---------- ১৫১

শিষ্যদের কাছে লেখকের চিঠি

প্রিয় শিষ্য,

দুবছর পূর্ন সময়ের পরিচর্যায়, আমি নিজেকে পরামর্শ দিয়েছিলাম যে খ্রিষ্টিয়ানদের সংখ্যার দ্বারা আমি প্রতিদিনের অস্তিত্ববান ভক্তিমূলক জীবন এবং মৌলিক বাইবেলের সত্যের নিস্কলুষিতা পেয়েছি। সকালে প্রার্থনা সভার পরে আমার কর্মীদের সাথে আমার উদ্বেগগুলি ভাগ করে নেওয়ার পরে, আমার সচিব জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি কেন এমন কোনও ভক্তি লিখবেন না যা তাদের সাহায্য করবে?"

সন্দেহের প্রশ্নে আমার মাথা প্লাবিত: সময়টি কোথায় পাব? কে পড়বে? আমি কি ভক্তি লেখার যোগ্য? আমি কখনও বিদ্যালয় বাইবেল কলেজে পড়িনি এবং সবে মাত্র উচ্চ বিদ্যালয় থেকে স্নাত্মক হয়েছি।

আমি যখন প্রার্থনা করতে শুরু করেছিলাম, দিক নির্দেশনা চেয়েছিলাম,প্রভু আমার হৃদয়কে বাইবেলের সত্যগুলি গ্রহন করে নেওয়ার জন্য প্রভাবিত করেছিলেন যা আমাকে তাকে জানা ও বিশ্বাস করার জন্য আধ্যাত্মিক ভিত্তি তৈরী করেছিল। এই সত্যগুলিতে বোধগোম্যতা এবং বিশ্বাসের অভাব শয়তানকে আমাদের মনে প্রতারনা, বিভ্রান্ত করতে এবং প্ররোচিত করার জন্য ঈশ্বরকে এবং আমরা তার সন্তান হিসাবে আমরা কে , সেই সর্ম্পকে সন্দেহ এবং সন্দেহকে প্রলুব্ধ করার জন্য একটি সরাসরি পথ দেয়।

এ বিষয়টি মাথায় রেখে, আমার কর্মিদের ধারাবাহিক উৎসাহ এবং সহায়তার পাশাপাশি, আমি এই অনুশীলন বইটি তৈরীর প্রক্রিয়াটি দিয়ে শুরু এবং পরিশ্রম করেছি এবং এখন, বিশ বছর পরে, আমি আশ্চর্য হয়েছি যে ঈশ্বর কিভাবে এই ভক্তি ব্যবহার করে বিশ্বজুড়ে হাজার হাজার জীবনকে প্রভাবিত করেছেন।

খ্রীষ্টেতে,

পালক ক্রেইগ কাস্টার।

অধ্যায় -১

যীশু খ্রীস্ট-ই পুত্র

আমি ষষ্ঠ শ্রেনী পর্যন্ত ক্যাথলিকে যোগ দিয়েছি। যতক্ষন না আমি মনে করতে পারি, আমি সর্বদা ঈশ্বরকে পৃথিবীর স্রষ্টা হিসাবে বিশ্বাস করেছি। আমি আরও বিশ্বাস করেছিলাম যে যীশু নামে তাঁর এক পুত্র ছিল, কিন্তু আমি যীশুর জন্মের কারন সম্পর্কে কিছুটা অন্ধকারে ছিলাম। ঈশ্বর কি তাঁকে সৃষ্টি করেছিলেন? কুমারী মারিয়া দ্বারা কি তাঁর জীবন শুরু হয়েছিল?

ষষ্ঠ শ্রেণীর পরে, আমি ধর্মীয় প্রভাবগুলিতে খুব বেশী মনোযোগ দিই নি। আমি ঈশ্বর বা যীশু সম্পর্কে ভাবতে চাইনি কারন আমার মনে হয়েছিল তারা আমাকে পছন্দ করে না। আমি বেঁচে থাকতে চেয়েছিলাম এবং আমি বেঁচে ছিলাম এবং মনের সুখে থাকার চেষ্টা করেছিলাম,এটা আমার জীবনের একটি অন্ধকার সময় ছিল। একুশ বছর বয়সে আমি যীশু খ্রিস্টকে আমার প্রভু ও ত্রানকর্তা হিসাবে গ্রহন করেছি। আমি বাইবেল অধ্যায়ন করতে শুরু করি এবং পরিপক্ক খ্রিস্টান বিশ্বাসী দ্বারা শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়েছিলাম, যার কাছ থেকে আমি খ্রীস্ট সম্পর্কে এবং কেন তিনি এই পৃথিবীতে এসেছিলেন সেই সম্পর্কে আত্মিক সত্য শিখেছি।

পাঠ -১ , যীশু খ্রিস্ট কে ?

যীশু খ্রিস্টের পরিচয় সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত রয়েছে। কেউ কেউ তাঁকে মহান নবী, শিক্ষক বা মানবতাবাদী বলে বিশ্বাস করেন যিনি মরে গিয়ে আবার বেঁচে উঠেছিলেন। একটি রহস্যময়ী চরিত্র হিসাবে প্রাচীন বইয়ের পাতা থেকে পাওয়া যায়। তাঁর পরিচয় সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত জানার পরে, যীশু তাঁর অনুগামীদের এই প্রশ্নটি দিয়ে সম্বোধন করেছিলেন "তোমরা কী বল আমি কে?"(মথি ১৬: ১৫ তম পদ)। আপনি কিভাবে প্রতিক্রিয়া জানাতে পারেন ?

খ্রীষ্টিয় বিশ্বাস কেবলমাত্র যীশুর পরিচয়ের উপর বিদ্যমান এবং পবিত্র শাস্ত্রগুলি কেবল তাঁর স্থান যেখানে তাঁর পরিচয় প্রকাশিত হয়েছিল। আপনার পুরো জীবনটি তাঁকে বিশ্বাস করে এবং তাঁর দ্বারাই রূপান্তরিত হবে।

যীশু - আমাদের স্রষ্টা:

আমি এটি নিরাপদ বলে মনে করি যে (আদি পুস্তক ১: ১, এ বর্নিত "আদিতে ঈশ্বর আকাশ মন্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টি করিলেন") বেশীরভাগ লোকেরা বিশ্বাসী হিসাবে সৃষ্টিকে ঈশ্বরের সাথে যুক্ত করে। যদি আমি বলি যে যীশু মহাবিশ্বের সৃষ্টিতে ভূমিকা রেখেছিলেন ? তাতে কি আপনি অবাক হবেন ?

আপনি যীশুর বিষয়ে যা শিখেছেন তা সংক্ষেপে লিখুন।

কলসীয় ১: ১৬ পদ: (" স্বর্গে ও পৃথিবীতে যাহা কিছু দৃশ্য কি অদৃশ্য আছে, সিংহাসন হউক, কি প্রভুত্ব হউক, কি আধিপত্য হউক, কি কর্তৃত্ব হউক, সকলই তাঁহার দ্বারা ও তাঁহার নিমিত্ত সৃষ্ট হইয়াছে" ।)

ইব্রীয়; ১: ১০ পদ: ("আর, "হে প্রভু, তুমিই আদিতে পৃথিবীর ভিত্তিমূল স্থাপণ করিয়াছ, আকাশ মন্ডলও তোমার হস্তের রচনা।")।

এই পদগুলিতে, আমরা যীশু কে তাহা শিখেছি, বাস্তবে, সৃষ্টিতে, তিনি একটি বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেছিলেন। তিনি পবিত্র ত্রিত্বের একটি সমান অংশ এবং প্রথম থেকেই রয়েছেন। যীশু তাঁর নিজের মধ্যে এবং সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন।

এরপরে আমরা দেখতে পাব যে তাঁর সৃষ্টির সাথে তাঁর জড়িততার সূচনা হয়নি। সবকিছুর জন্য তাঁর অবিচ্ছিন্ন রক্ষনাবেক্ষনের প্রয়োজন।

যীশু আমাদের ধৈর্য্যশীলতা:

ইব্রীয় ১: ৩ পদ অনুসারে, (" তিনি তাঁহার প্রতাপের প্রভা ও তত্তের মুদ্রাঙ্ক, এবং আপণ পরাক্রমের বাক্য ধারণ কর্তা হইয়া পাপ ধৌত করিয়া ঊর্ধ্বলোকে মহিমার দক্ষিণে উপবিষ্ট হইলেন।") যীশু কী ভাবে সমস্ত বিষয় একসাথে রেখেছেন ?

খ্রিষ্টই কেবল সমস্ত বিষয়ে জ্ঞানী ও শক্তিশালী স্রষ্টা নন, তিনি বিশ্বস্ততার সাথে তাঁর সৃষ্টি বজায় রেখেছেন। তিনি পৃথিবীতে তাঁর সময় শুরুর আগে, সময়কালে এবং পরে জীবন চালিয়ে যাচ্ছেন। তিনি, এই মূহুর্তে, স্বর্গে তাঁর সিংহাসনে বসে আছেন, পিতার ডান দিকে, এবং মহা বিশ্বকে ধরে রেখেছেন।

যেন জীবনের স্রষ্টা ও তত্তাবধায়ক হওয়া যথেষ্ট নয়। যীশু চুড়ান্ত মূল্যও প্রদান করেছিলেন এবং সমগ্র জগতের মুক্তিদাতা ও ত্রানকর্তা হয়েছিলেন।

স্থায়ীত্ব - সমর্থন, সাহায্য বজায় রাখা।
মুক্তিদাতা - অর্থ প্রদানের মাধ্যমে পুনরুদ্ধার করতে মুক্তি পণ, মুক্তি বা বন্দি দশা বা শর্ত থেকে উদ্ধার বা পুনরুদ্ধার কারী।

যীশু আমাদের মুক্তিদাতাঃ

তীত ২:১৪, (" ইনি আমাদের নিমিত্তে আপনাকে প্রদান করিলেন, যেন মূল্য দিয়া আমাদিগকে সমস্ত অধর্ম হইতে মুক্ত করেণ, এবং আপনার নিমিত্ত নিজস্ব প্রজাবর্গকে, সৎক্রিয়াতে উদ্যোগী প্রজাবর্গকে সূচি করেণ।") এবং **কলসীয় ১:১৩-১৪ ,** (" তিনি আমাদিগকে অন্ধকারের কত্তৃত্ব হইতে উদ্ধার করিয়া আপণ প্রেমভূমি পুত্রের রাজ্যে আনয়ন করিয়াছেন; ইঁহাতেই আমরা মুক্তি, পাপের মোচণ,প্রাপ্ত হইয়াছি।") পদগুলিতে আমাদের মুক্তির বিষয়ে কী বলে ?

প্রায় দুই হাজার বছর আগে, যীশু উপযুক্ত ত্যাগের স্বার্থে তাঁর সৃষ্টির মধ্যে থাকতে স্বেচ্ছায় তাঁর স্বর্গীয় সিংহাসন ত্যাগ করেছিলেন। তিনি মানবতা মুক্ত করতে এবং আমাদের মূল উদ্দেশ্যতে পুনরায় মিলনের জন্য এটি করেছিলেন।

পাঠ - ২ ঃ আমাদের কেন মুক্তিদাতার দরকার ছিল ?

মানবতার মূল বিষয়টিতে অন্তর্নিহীত কিছু ভুল আছে এর প্রমান পেতে আপনাকে খুব বেশী দূরে তাকানোর দরকার নেই। আমি নিজের হৃদয় দেখে যথেষ্ট প্রমান খুঁজে পাই। নিজের দিকে তাকালে আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন ? সমস্যার মূলটি খুঁজে বের করতে শুরুতে ফিরে আসি।
সমস্ত বিষয়টি এদেন বাগানে শুরু হয়েছিল - তৈরী করা স্বর্গ যেখানে মানব জাতীর এবং প্রকৃতি নিখুঁত ভাবে মিলিত হয়েছিল। এটি এমন একটি সময় ছিল যখন স্রষ্টা তাঁর সৃস্টির সাথে নিখুঁত অংশীদারিত্বের সাথে চলছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা কেবল এই কল্পরাজ্য কল্পনা করতে পারি কারন কিছু ভয়াবহ ভুল হয়ে গেছে।
আদি পুস্তক ১:২৬ পদ পড়ি। ("পরে ঈশ্বর কহিলেন, আমরা আমাদের প্রতিমূর্তিতে আমাদের সাদৃশ্যে মনুষ্য নির্মান করি; আর তাহারা সমুদ্রের মৎসদের উপরে, আকাশের পক্ষিদের উপরে, পশুগণের উপরে, সমস্ত পৃথিবীর উপরে, ও ভূমিতে গমণশীল যাবতীয় সরীসৃপের উপরে কর্তৃত্ব করুক")। প্রথম নির্মিত মানুষটি কার চিত্র প্রকাশ করেছিল ?

আমাদের শর্তাদি লক্ষ্য করুন, যা প্রকাশ করে, ঈশ্বর প্রথম মানুষ সৃষ্টিতে যীশুর সাথে কাজ করেছেন, যাকে পরবর্তীকালে আদম নাম দেওয়া হয়েছে।
আদি পুস্তক ২:১৫ - ১৭ পদটি পড়ি। (" পরে সদাপ্রভু ঈশ্বর আদমকে লইয়া এদনস্থ উদ্যানের কৃষিকর্ম ও রক্ষার্থে তথায় রাখিলেন। আর সদাপ্রভু ঈশ্বর আদমকে এই আজ্ঞা দিলেন, তুমি এই উদ্যানের সমস্ত বৃক্ষের ফল সচ্ছন্দে ভোজণ করিবে; কিন্তু সদসদ্ - জ্ঞানদায়ক যে বৃক্ষ তাহার ফল ভোজন করিও না, কেননা যেদিন তাহার ফল খাইবে,সেই দিন মরিবেই মরিবে।") ঈশ্বর আদমকে কোনটি নিষেধ করেছিলেন ? তিনি অবাধ্য হলে কি হবে ?

আদি পুস্তক ২:১৮ - ২২ পদটি পড়ি। ("আর সদাপ্রভু ঈশ্বর কহিলেন, মনুষ্যের একাকী থাকা ভাল নয়, আমি তাহার জন্য তাহার অনুরূপ সহকারিণী নির্মান করি। আর সদাপ্রভু ঈশ্বর মৃত্তিকা হইতে সকল বন্য পশু ও আকাশের সকল পক্ষী নির্মাণ করিলেন; পরে আদম তাহাদের কি কি নাম রাখিবেন তাহা জানিতে সেই সকলকে তাঁহার নিকটে আনিলেন। তাহাতে আদম যে সজিব প্রাণীর যে নাপম রাখিলেন, তাহার সেই নাম হইল। আদম যাবতীয় গৃহ পালিত পশুর ও খেচর পক্ষীর ও যাবতীয় বণ্য পশুর নাম রাখিলেন, কিন্তু মনুষ্যের জন্য তাঁহার অনুরূপ সহকারীণী পাওয়া গেল না। পরে সদাপ্রভু ঈশ্বর আদমকে ঘোর নিদ্রায় মগ্ন করিলে তিনি নিদ্রিত হইলেন; আর তিনি তাঁহার একখানি পঞ্জর লইয়া মাংস দ্বারা সেই স্থান পূরণ করিলেন। সদাপ্রভু ঈশ্বর আদম হইতে গৃহীত সেই পঞ্জরে একজন স্ত্রী নির্মান করিলেন ও তাঁহাকে আদমের নিকট আনিলেন")। আদমকে এই আদেশ দেওয়ার পরে ঈশ্বর তাকে একটি সহচারীনি সরবরাহ করেছিলেন, পরে তার নাম হবা দেওয়া হয়। এখন **আদি পুস্তক ১:২৮ পদটি পড়ুন** ("পরে ঈশ্বর তাহাদিগকে আশির্বাদ করিলেন;ঈশ্বর কহিলেন, তোমরা প্রজাবন্ত ও বহুবংশ হও, এবং পৃথিবী পরিপূর্ণ ও বশীভূত কর, আর সমুদ্র মৎসগনের উপরে আকাশের পক্ষীগণের উপরে, এবং ভূমিতে গমনশীল যাবতীয় জিবজন্তুর উপরে কর্তৃত্ব কর" ।) এবং তাঁর প্রতিমূর্তি বহনকারীদের জন্য ঈশ্বরের নির্দেশাবলীগুলি লিখুন।

ঈশ্বর হবাকে আদমের স্ত্রী হওয়ার জন্য তৈরী করেছিলেন এবং তিনি আদমকে তাঁর সমস্ত সৃষ্টির প্রতি বিশ্বস্ততার সাথে মনোনিবেশ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। সব কিছু নিখুঁত ছিল; কিন্তু তার পরে শয়তান একটি সর্পের মূর্তি ধারন করে তার মধ্যে প্রবেশ করেছিল, যেমনটি আদি পুস্তক ৩ অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ আছে। সে চোরের মত এসেছিল, আদম ও হবার জন্য ঈশ্বর যা চেয়েছিলেন তা চুরি করতে,হত্যা করতে, ধ্বংস করতে **(যোহন ১০:১০ পদে;** "চোর আইসে, কেবল যেন চুরি, বধ ও বিনাশ করিতে পারে; আমি আসিয়াছি যেন তাহারা জীবণ পায় ও উপচয় পায়")। শয়তানের প্রথম কৌশল ছিল হবাকে ঈশ্বরের মঙ্গলকে সন্দেহ করতে প্ররোচিত করা।
আদি পুস্তক ৩:১ পদে, ("সদাপ্রভু ঈশ্বরের নির্মিত ভূচর প্রাণীদের মধ্যে সর্প সর্বাপেক্ষা খল ছিল। সে ঐ নারীকে কহিল, ঈশ্বর কি বাস্তবীক বলিয়াছেন, তোমরা এই উদ্যানের কোন বৃক্ষের ফল খাইও না ?") শয়তান হবাকে কি জিজ্ঞাসা করেছিল ?

আদি পুস্তক ৩: ২ - ৩ পদে; ("নারী সর্পকে কহিলেন, আমরা এই উদ্যানস্থ বৃক্ষ সকলের ফল খাইতে পারি; কেবল উদ্যানের মধ্যস্থানে যে বৃক্ষ আছে তাহার ফলের বিষয় ঈশ্বর বলিয়াছেন তোমরা তাহা ভোজন করিও না, স্পর্ষও করিও না, করিলে মরিবে"। হবা কী ভাবে সাড়া দিয়েছিল ?

মনে রাখবেন যে হবার আদমকে সৃষ্টি করার আগে যে আদেশ দেওয়া হয়েছিল সে সম্পর্কে তিনি অবগত ছিলেন। মনে হবে যে আদম হবার সাথে এই আদেশটি ভাগ করে নিয়েছিল, ঈশ্বরের সতর্কতার গুরুত্বকে তাঁর স্ত্রী বিশ্বস্ত ভাবে ভাগ করে নিয়ে ঈশ্বরের সতর্কতার গুরুত্ব বুঝতে পেরেছিল।
শয়তান **আদি পুস্তক ৩: ৪ পদে,** ("তখন সর্প নারীকে কহিলেন, কোন ক্রমে মরিবে না") হবাকে কি মিথ্যা বলেছিল ?

আদি পুস্তক ৩:৫ পদে,("কেননা ঈশ্বর জানেন,যে দিন তোমরা তাহা খাইবে সেই দিন তোমাদের চক্ষু খুলিয়া যাইবে, তাহাতে তোমরা ঈশ্বরের সদৃশ হইয়া সদসদ-জ্ঞান প্রাপ্ত হইবে।") সে ফলটি খেয়ে ফেললে, কি ঘটবে বলেছিল শয়তান ?

আদি পুস্তক ৩: ৬ পদে,("নারী যখন দেখিলেন,ঐ বৃক্ষ সুখাদ্যদায়কও চক্ষুর লোভজনক,আর ঐ বৃক্ষ জ্ঞানদায়ক বলিয়া বাঞ্চনীয়,তখন তিনি তাহার ফল পাড়িয়া ভোজন করিলেন। পরে আপনার মত নিজ স্বামীকে দিলেন, আর তিনিও ভোজন করিলেন")। হবা ফল সম্পর্কে লোভনীয় কি খুঁজে পেয়েছিলেন ?

সে কি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ?

হবা যখন আদমকে ফল প্রদান করল তখন আদম কি বললেন ?

প্রথম মহিলা মিথ্যার রাজাকে বিশ্বাস করেছিল এবং তার সৃষ্টিকর্তার মঙ্গল সম্পর্কে সন্দেহ করেছিল এবং প্রথম ব্যাক্তি অবাধ্যতার পথ অনুস্মরন করে কিছুই বললেন না। আদম তার আদেশগুলি মান্য করার জন্য ঈশ্বরের নির্দেশনা মানতে বার্থ হয়েছিলেন।
আদম এবং হবা শয়তানের মিথ্যা প্রলোভনে বিশ্বাস করেছিল এবং ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করেছিল, এই সম্পর্কে ঈশ্বর যে সতর্কগুলি দিয়েছিলেন এবং এর ফলে যে পরিনতি হওয়ার কথা বলেছিলেন, আদম এবং হবার অবাধ্যতার ফলে মানব জাতীর বাকী অংশকে সেই পাপের জন্যই মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করেছিল:

ঈশ্বর এবং তাঁর প্রতিচ্ছবি গ্রহনকারীদের মধ্যে সাহচার্য্য ভেঙ্গে গেছে - **(আদিপুস্তক ৩:৮ - ১০,**"পরে তাঁহারা সদাপ্রভু ঈশ্বরের রব শুনিতে পাইলেন,তিনি দিবাবসানে উদ্যানে গমনাগমন করিতেছিলেন; তাহাতে আদম ও তাঁহার স্ত্রী সদাপ্রভু ঈশ্বরের সম্মুখ হইতে উদ্যানস্থ বৃক্ষসমূহের মধ্যে লুকাইলেন। তখন সদাপ্রভু ঈশ্বর আদমকে ডাকিয়া কহিলেন, তুমি কোথায়? তিনি কহিলেন, আমি উদ্যানে তোমার রব শুনিয়া ভীত হইলাম, কারণ আমি উলঙ্গ, তাই আপনাকে লুকাইয়াছি")।
ঈশ্বর মানব জাতীকে এদেন বাগান থেকে বহিষ্কার করেছিলেন **(আদি পুস্তক ৩: ২৩-২৪,**"এই নিমিত্ত সদাপ্রভু ঈশ্বর তাঁহাকে এদনের উদ্যান হইতে বাহির করিয়া দিলেন, যেন তিনি যাহা হইতে গৃহীত, সেই মৃত্তিকাতে কৃষিকর্ম করেন। এই রূপে ঈশ্বর মনুষ্যকে তাড়াইয়া দিলেন, এবং জীবনবৃক্ষের পথ রক্ষা করিবার জন্য এদনস্থ উদ্যানের পূর্বদিকে করূবগনকে ও ঘূর্ণায়মান তেজোময় খর্গ রাখিলেন")।
অবাধ্যতার শাস্তি মৃত্যু **আদি পুস্তক ৫: ৫ পদ,**(" সর্বসুদ্ধ আদমের নয়শত ত্রিশ বৎসর বয়স হইলে তাঁহার মৃত্যু হইল্")।

আদমের পাপ মানব জাতীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। **(রোমীয় ৫: ১৭-১৯)**।" কারন সেই একের অপরাধে যখন সেই একের দ্বারা মৃত্যু রাজত্ব করিল, তখন সেই আর এক ব্যাক্তি অর্থাৎ, যীশু খ্রীস্ট দ্বারা, যাহারা অনুগ্রহের ও ধার্মিকতা দানের উপচয় পায়, তাহারা কত অধিক নিশ্চিতরূপে জীবনে রাজত্ব করিবে।
মানবতা তাদের পুনরুদ্ধারের কোন উপায় ছাড়াই আশা হারিয়েছিল । (**ইফিষীয় ২: ১২ পদ**)। "স্মরণ কর, তৎকালে তোমরা ছিলে খ্রীস্ট বিহীন,ইস্রায়েলের প্রজাধীকারের বহিঃস্থ, এবং প্রতিজ্ঞাযুক্ত নিয়মগুলির অসম্পর্কীয়; তোমাদের আশা ছিল না, আর তোমরা জগতের মধ্যে ঈশ্বরবিহীন ছিলে।
আমরা ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে তৈরী হয়েছিলাম, তা হ'ল, আমরা যুক্তি ও যুক্তিবাদী চিন্তা ভাবনা এবং আবেগ অনুভব করতে ও ভালবাসা অনুভব করতে হৃদয়ে সক্ষমতা ধারন করি। ঈশ্বর আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা দিয়েছেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা আমাদের স্রষ্টাকে অস্বিকার করার জন্য আমাদের স্বাধীন ইচ্ছার উপহারটি ব্যাবহার করেছি।

ঈশ্বর মানব জাতীকে পর্যবেক্ষন করতে করতে যা দেখিয়েছিলেন তা সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করুন।

আদি পুস্তক ৬:৫ পদ,("আর সদাপ্রভু দেখিলেন,পৃথিবীতে মনুষ্যদের দুষ্টতা অত্যাধিক, এবং তাহাদের অন্তঃকরণের চিন্তার সমস্ত কল্পনা নিরন্তর কেবল মন্দ")।

যাত্রা পুস্তক ৩২: ২২ পদ,("হারোণ কহিলেন, আমার প্রভুর ক্রোধ প্রজ্জ্বলিত না হউক। আপনি লোকদিগকে জানেন যে তাহারা দুস্টতায় আসক্ত")।

গীত সংহীতা ৫৩: ১ - ৩ পদ,("মূঢ় মনে মনে বলিয়াছে,'ঈশ্বর নাই'। তাহারা নষ্ট, তাহারা ঘৃণার্হ অধর্ম করিয়াছে;সৎকর্ম করে, এমন কেহ নাই। ঈশ্বর স্বর্গ হইতে মনুষ্য -সন্তানদের প্রতি নিরীক্ষন করিলেন, দেখিতে চাহিলেন,বিবেচক কেহ আছে কিনা, ঈশ্বরের অন্বেষণকারী কেহ আছে কি না। সকলে বিপথে গিয়াছে, একসঙ্গে বিকারপ্রাপ্ত হইয়াছে, সৎকর্ম করে, এমন কেহ নাই, একজনও নাই")।

মানব জাতি আশাহীন ভাবে পাপে হারিয়ে গেছে শুরু থেকেই। আমরা আমাদের সৃষ্টিকর্তার কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছি এবং তাঁর কাছ থেকে স্বাধীনতার সন্ধান করেছি। গর্বের সাথে আমাদের দেহের শেষ ইচ্ছাটি পূর্ণ করেছি। আজকের দিনে কিছুই পরিবর্তন হয়নি। ঈশ্বরের প্রতি আমাদের অবাধ্যতা, আমাদের জীবনের সমস্ত যন্ত্রনা ও বেদনার কারন হয়ে থাকে।

পাপ কি ?

ঈশ্বরের বিরুদ্ধে কোনটি অপরাধ।
নিজেকে সৃষ্টিকর্তার উপরে তুলে ধরা।
ঈশ্বরের কোন আজ্ঞা অমান্য করা।
কারও জীবনে নিজেকে বা নিজের জায়গায় চুড়ান্ত কর্তৃত্ব হিসাবে স্থাপন করা ।

মূল সত্য
যীশু হলেন আমাদের জীবনের স্রষ্টা।
তিনি মানবজাতিকে মুক্তি দিতে পৃথিবীতে এসেছিলেন।

আপনি আপনার নিজের জীবন এবং আপনার চারপাশের পৃথিবীর দিকে তাকানোর সাথে সাথে আপনি কি মানবতার বিষয়ে ঈশ্বরের মূল্যায়নের সাথে একমত হন এবং মুক্তির জন্য আমাদের একমাত্র কাছে ফিরে আসতে চান ?

পাঠ ৩ - আমরা কি ভাবে মুক্তি পেলাম।

খ্রীষ্টের ক্রুশঃ

কিভাবে যীশু খ্রীষ্ট পাপের অবস্থা থেকে মানবজাতির মুক্তি দাবি করেছিলেন? উত্তরের জন্য বাইবেলের নীচের শাস্ত্রপদগুলি পড়ুন।

ইফিষীয় ১:৭ পদ "(যাঁহাতে আমরা তাঁহার রক্ত দ্বারা মুক্তি, অর্থৎ অপরাধ সকলের মোচন পাইয়াছি; ইহা তাঁহার সেই অনুগ্রহ-ধন অনুসারে হইয়াছে")।

১ম পিতর ১: ১৮-১৯; ("তোমরা ত জান,তোমাদের পিতৃপুরুষগণের সমর্পিত অলীক আচার- ব্যবহার হইতে তোমরা ক্ষয়নীয় বস্তুদ্বারা, রৌপ্য বা স্বর্ণ দ্বারা, মুক্ত হও নাই, কিন্তু নির্দোষ ও নিষ্কলঙ্ক মেষশাবকস্বরূপ খ্রীস্টের বহুমূল্য রক্ত দ্বারা মুক্ত হইয়াছ")।

রোমানরা ক্রুশবিদ্ধ করে মৃত্যুর পরিকল্পনা করেছিল, যা সর্বনিম্ন অপরাধীদের জন্য সবচেয়ে সাধারণ নির্যাতনের নিত্যকর্ম। এটি একটি লজ্জাজনক এবং বেদনাদায়ক ধীর মৃত্যুদন্ড ছিল। বাইবেল শিক্ষা দেয় যে যীশুর অনেক সহকর্মী ইহুদিরা তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছিল,তাঁর বন্ধুরা তাঁকে ত্যাগ করেছিল এবং ধর্মীয় ও রাজ্য সাশনকারী নেতারা তাঁর নিন্দা করেছিল। তাঁকে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা হয়েছিল এবং তাঁর পিঠে চাবুক দ্বারা আঘাত করা হয়েছিল যার মধ্যে ধাতব টুকরো ছিল। রোমান প্রহরীরা তাঁর দাড়ি টেনে ধরে তাঁর মুখে থুথু ফেলছিল। তখন তাঁরা তাঁকে উলঙ্গ করে এনে তাঁর পোশাকের জন্য জুয়া খেলেছিল।

আমাদের স্রষ্টা যীশুকে ক্রুশে জীবিত অবস্থায় পেরেক মারা হয়েছিল এবং সেখানে তাঁকে ঝুলানো হয়েছিল, ছয়টি যন্ত্রনাদায়ক ঘন্টা। তাঁর ক্রুশে প্রথম তিন ঘন্টা,বহু পথচারীরা তাঁকে উপহাস করেছিলেন,অন্যরা ভয়াবহতায় কেঁদেছিলেন। চূড়ান্ত তিন ঘন্টা চলাকালীন, পৃথিবীর পাপ তাঁর উপরে চাপায় আকাশটি কালো হয়ে গিয়েছিল। সেই দিন,দুই হাজার বছর আগে, আমাদের পাপগুলি তাঁর মধ্যে প্রবেশ করানো হয়েছিল (**মথি ২৬:৩ ;** ("তখন প্রধান যাজকেরা ও লোকেদের প্রাচীনবর্গ কায়াফা নামক মহাযাজকের প্রাঙ্গণে একত্র হইল"); **২৭:৫৬ পদঃ** ("তাঁহাদের মধ্যে মগ্দলীনী মরিয়ম,যাকোবের ও যোষির মাতা মরিয়ম, এবং শিবদিয়ের পুত্রদের মাতা ছিলেন")।

যিশাইয় ৫৩:৩-৬ পড়ুন। ("তিনি অবজ্ঞাত ও মনুষ্যদের ত্যাজ্য, ব্যাথার পাত্র ও যাতনা পরিচিত হইলেন; লোকে যাহা হইতে মুখ আচ্ছাদন করে,তাহার ন্যায় তিনি অবজ্ঞাত হইলেন, আর আমা তাঁহাকে মান্য করি নাই। সত্য,্আমাদের যাতনা সকল তিনিই তুলিয়া লইয়াছেন, আমাদের ব্যাথা সকল তিনি বহন করিয়াছেন; তবু আমরা মনে করিলাম, তিনি আহত,ঈশ্বরকর্তৃক প্রহারিত ও দুঃখার্ত। কিন্তু তিনি আমাদের অধর্মের নিমিত্ত বিদ্ধ, আমাদের অপরাধের নিমিত্ত চূর্ণ হইলেন; আমাদের শান্তিজনক শাস্তি তাঁহার উপরে বর্তিল,এবং তাঁহার ক্ষত সকল দ্বারা আমাদের আরোগ্য হইল। আমরা সকলে মেষগণের ন্যায় ভ্রান্ত হইয়াছি, প্রত্যেকে আপন আপন পথের দিকে ফিরিয়াছি; আর সদাপ্রভু আমাদের সকলের অপরাধ তাঁহার উপরে বর্তাইয়াছেন;)। ভবিষ্যদ্বানী করা মশীহ সম্বন্ধে ভাববাদী যিশাইয় কি বলেছিলেন তা সংক্ষিপ্ত করুন ও লিখুন।

আপনি কি বিশ্বাস করতে পারেন যে যিশাইয় ক্রুশে আমাদের পাপের জন্য মারা যাওয়ার ছয়শত বছর আগে এই কথাগুলো বলেছিলেন ? তাঁকে ত্রানকর্তা হিসাবে দেখিয়ে, যিশুর মৃত্যু এই ভবিষ্যদ্বানীর পরিপূর্ণতা ছিল।

মূল সত্য

আমাদের পাপের কারণে আমরা ঈশ্বরের কাছে ঋণী যা আমরা দিতে পারি নি। যিশু আমাদের মুক্তি দিয়েছিলেন এবং তাঁর রক্তকে ক্রুশের উপরে ঢেলে দিয়ে আমাদের ঋণ পরিশোধ করেছিলেন।

যোহন ১৯:৩০পদ পড়ুন ("সিরকা গ্রহন করিবার পর যীশু কহিলেন, 'সমাপ্ত হইল'; পরে মস্তক নত করিয়া আত্মসমর্পন করিলেন")। মৃত্যুর আগে যিশুর বলা চূড়ান্ত কথাগুলো কি ছিল ?

যীশু খ্রিষ্ট ক্রুশে মুক্তির কাজ শেষ করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পরে, আরিমাথিয়ার জোসেফ তাঁকে একটি সমাধিতে রাখেন যেখানে তিনি তিন দিন অবস্থান করেন। দেখা যাক এরপরে কী ঘটেছিল।

যীশুর পুনরুত্থান

যোহন ২০ অনুসারে, ঈশ্বরের পুত্র যীশু খ্রিষ্ট মৃতদের মধ্য হইতে জীবিত হয়েছিলেন! **১ করিন্থীয় ১৫:১৭ পদ** পড়ুন ("আর খ্রিষ্ট যদি উত্থাপিত না হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তোমাদের বিশ্বাস অলীক, এখনও তোমরা আপন আপন পাপে রহিয়াছ।") ।এবং কেন তাঁর পুনরুত্থান এত গুরুত্বপূর্ণ তা শিখুন। এটি যা বলে তা নথিভুক্ত করুন।

প্রেরিত পৌল করিন্থীয়দের বোঝার জন্য অনুরোধ করেছিলেন যে খ্রিষ্টের পুনরুত্থান ব্যতীত পাপের ক্ষমা বা ঈশ্বরের সাথে অনন্ত জীবনের প্রতিশ্রুতি থাকতে পারে না।

রোমীয় ৪:২৫ পদ পড়ুন ("সেই যীশু আমাদের অপরাধের নিমিত্ত সমর্পিত হইলেন, এবং আমাদের ধার্মিক গণনার নিমিত্ত উত্থাপিত হইলেন")। কেন যীশুকে মৃতদের মধ্য থেকে জীবিত করা হয়েছিল ?

যীশু তাঁর মৃত্যুতে আমাদের পাপ নিজের উপর নিয়েছিলেন । তাঁর পুনরুত্থান তাঁর ধার্মিকতা এবং ঈশ্বরের সাথে অনন্ত জীবনের উপহার প্রকাশ করেছিলেন। যীশু মৃত্যুকে জয় করেছিলেন, প্রমান করেছিলেন যে তিনি উপযুক্ত ত্যাগস্বীকার করেছিলেন এবং ঈশ্বর তাঁর জীবনকে আমাদের বিকল্প হিসাবে গ্রহন করেছিলেন।

ন্যায্যতা-দোষ বা দোষ থেকে মুক্ত আচরণ; ধার্মিক হিসাবে আচরন করা; পাপের শাস্তি থেকে মুক্ত।

যীশু কেন ক্রুশে গেলেন ?

মূল সত্য

খ্রিষ্টান বিশ্বাসের জন্য যীশু খ্রিষ্টের পুনরুত্থান এতটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি না থাকলে যীশু একজন সাধারণ মানুষের মতই মরে যেতেন। তাঁর সন্তানদের জন্য অনন্ত জীবনের প্রতিশ্রুতি শূন্য হবে,এবং তিনি ঈশ্বর হবেন না।

এটি একটি সাধারণ প্রশ্ন। ঈশ্বরকে রাখাল দায়ুদ তাঁর একটি গীতে অনুরূপ কিছু জিজ্ঞাসা করেছিলেন। ঈশ্বরের গৌরবতা এবং শক্তি এবং তিনি যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তা বিবেচনা করার পরে দায়ুদ তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন,"মানুষ কি এমন যে আপনি তাঁকে স্মরণ করছেন ?" **(গীতসংহিতা ৮: ৩-৪ পদ,**"আমি তোমার অঙ্গুলি-নির্মিত আকাশ-মন্ডল, তোমার স্থাপিত চন্দ্র ও তারকামালা নিরীক্ষণ করি, [বলি,] মর্ত্য কি যে , তুমি তাহাকে স্মরণ কর? মনুষ্য-সন্তান বা কি যে , তাহার তত্ত্বাবধান কর?")।

যিশু কেন স্বেচ্ছায় ক্রুশে গিয়েছিলেন ?

রোমীয় ৫:৭-৮ পদ("বস্তুতঃ ধার্মিকের নিমিত্ত প্রায় কেহ প্রান দিবে না, সজ্জনের নিমিত্ত হয়ত কেহ সাহস করিয়া প্রাণ দিলেও দিতে পারে। কিন্তু ঈশ্বর আমাদের প্রতি তাঁহার নিজের প্রেম প্রদর্শন করিতেছেন; কারণ আমরা যখন পাপী ছিলাম, তখন ও খ্রিষ্ট আমাদের নিমিত্ত প্রাণ দিলেন")।

যোহন ৩:১৬ পদ (" কারণ ঈশ্বর জগতকে এমন প্রেম করিলেন যে , আপনার একজাত পুত্রকে দান করিলেন, যেন, যে কেহ তাঁহাতে বিশ্বাস করে, সে বিনষ্ট না হয়, কিন্তু অনন্ত জীবন পায়")।

এটা কি সহজ হতে পারে ? এটা যদিও আমরা তাঁর ভালবাসার গভীরতার এবং তিনি যে মূল্য আমাদের উপরে রেখেছেন তা পুরোপুরি বুঝতে পারি না, এটি ঈশ্বরের সীমাহীন করুনা ও করুনার স্পষ্ট এবং চিরন্তন প্রমান,যা তিনি আমাদের দান করেছেন।

অনুশীলনী ৪ – অনুগ্রহ দ্বারা সংরক্ষিত

ঈশ্বরের পৃথিবীতে প্রতিটি পাপ সর্ম্পকে তার ন্যায় বিচার বাড়ানোর অধিকার ছিল, তবে পরিবর্তে তিনি করুনা বাড়িয়ে দেন। **ইফিষীয় ২:১-৯** পড়ুন (" আর যখন তোমরা আপন আপন অপরাধে ও পাপে মৃত ছিলে, তখন তিনি তোমাদিগকেও জীবিত করিলেন; সেই সকলেতে তোমরা পূর্বে চলিতে, এই জগতের যুগ অনুসারে, আকাশের কর্তৃত্বাধিপতির অনুসারে, যে আত্মা এখন অবাধ্যতার সন্তানগণের মধ্যে কার্য করিতেছে, সেই আত্মার অধিপতির অনুসারে চলিতে । সেই লোকদের মধ্যে আমরাও সকলে পূর্বে আপন আপন মাংসের অভিলাষ অনুসারে আচরণ করিতাম, মাংসের ও মনের বিধি ইচ্ছা পূর্ণ করিতাম এবং অন্য সকলের ন্যায় স্বভাবতঃ ক্রোধের সন্তান ছিলাম। কিন্তু ঈশ্বর , দয়াধনে ধনবান বলিয়া, আপনার যে মহা প্রেমে আমাদিগকে প্রেম করিলেন, তৎপ্রযুক্ত আমাদিগকে, এমনকি ,অপরাধে মৃত আমাদিগকে, খ্রিষ্টের সহিত জীবিত করিলেন- অনুগ্রহেই তোমরা পরিত্রান পাইয়াছ- এবং তিনি খ্রিষ্ট যীশূতে আমাদিগকে তাঁহার সহিত উঠাইলেন ও তাঁহার সহিত স্বর্গীয় স্থানে বসাইলেন;উদ্দেশ্য এই, খ্রিষ্ট যীশুতে আমাদের প্রতি প্রদর্শিত তাঁহার মধুরভাব দ্বারা যেন তিনি আগামী যুগপর্যায়ে আপনার অনুপম অনুগ্রহ-ধন প্রকাশ করেন। কেননা অনুগ্রহেই, বিশ্বাস দ্বারা তোমরা পরিত্রান পাইয়াছ; এবং ইহা তোমাদের হইতে হয় নাই, ঈশ্বরেরই দান; তাহা কর্মের ফল নয়, যেন কেহ শ্লাঘা না করে")। আপনি যা শিখেছেন তার সংক্ষিপ্ত বিবরন দিন।

ঈশ্বরের অনুগ্রহ ও করুনা অদৃশ্য ও অপ্রাপ্ত এবং যীশুর জীবন ,মৃত্যু এবং পুনরুত্থানে ব্যক্তিত্ব। এটি প্রতিদিন সকালে নতুন এবং তার অবিরাম ভালবাসা অবিচ্ছিন্ন প্রমান সরবরাহ করে। তাকে আরও বেশি ভালবাসতে আমাদের করার মত কিছুই নেই এবং তাকে আমাদের কম ভালবাসার জন্য আমরা কিছুই করতে পারি না। তার করুনা ঈশ্বরের কাছ থেকে আমাদের উপযুক্ত চিরস্থায়ী বিচ্ছেদ রোধ করে। তার অনুগ্রহ খ্রীষ্টের মৃত্যু ও পুনরুত্থানের মাধ্যমে মুক্তি উপহার দেয়।

অনুগ্রহ এমন একটি উপহার যা আমাদের প্রাপ্য নয়, কেবল দয়া আমাদের প্রাপ্য। ঈশ্বর তাঁর ধার্মিক বিচারের পরিবর্তে , সকলকে পরিত্রানের প্রস্তাব দেন।

করুণা – শাস্তি দ্বারা ক্ষতির কারন থেকে রক্ষা- সহনশীলতা; সহানুভুতি বা ক্ষমা অনুশীলন করার স্বভাব; বাঁচতে বা সাহায্য করতে ইচ্ছুক; সমবেদনা বা অনুগ্রহ হিসাবে বিবেচিত।

অনুগ্রহ– ঐশ্বরিক অনুগ্রহহীন; ঈশ্বরের একটি অতি প্রাকৃত, বিনামূল্যে উপহার যীশু খ্রীষ্টের গুনাবলির মাধ্যমে তাদের পুনরুত্থানের জন্য মানব জাতিকে দান করেছিল; ঐশ্বরিক ভালবাসা; অনুতপ্ত পাপীর জন্য ক্ষমা।

উদ্ধার কি ?

পাপের শক্তি এবং প্রভাব থেকে সরানো। অন্ধকার এবং হতাশা থেকে মুক্তি।ঐশ্বরিক বিচার থেকে ঐশ্বরিক ভাবে উদ্ধার। মত্যু এবং শাশ্বত দূর্দশা থেকে মুক্তি।

রোমীয় ৬:২৩ পদে (" কেননা পাপের বেতন মৃত্যু; কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহ-দান আমাদের প্রভু যীশু খ্রিষ্টতে অনন্ত জীবন")। পরিত্রানকে কিভাবে ব্যাখ্যা করা হয় ?

রোমীয় ১০: ১৩ পদ অনুসারে (" কারণ 'যে কেহ প্রভুর নামে ডাকে সে পরিত্রাণ পাইবে'")। কে রক্ষা পেয়েছে ?

---

১ যোহন ২:২ পড়ুন।("আর তিনিই আমাদের পাপার্থক প্রায়শ্চিত্ত, কেবল আমাদের নয়, কিন্তু সমস্ত জগতেরও পাপার্থক")। যীশু কার পাপের জন্য মারা গেল ?

---

১ তিমথীয় ২: ৪-৬ পড়ুন। ("তাঁহার ইচ্ছা এই, যেন সমুদয় মানুষ পরিত্রান পায়,ও সত্যের তত্ত্বজ্ঞান পর্যন্ত পৌঁছিতে পারে। কারণ একমাত্র ঈশ্বর আছেন; ঈশ্বরের ও মনুষ্যদের মধ্যে একমাত্র মধ্যস্থও আছেন, তিনি মনুষ্য খ্রীষ্ট যীশু, তিনি সকলের নিমিত্ত মুক্তির মূল্যরূপে আপনাকে প্রদান করিয়াছেন; এই সাক্ষ্য যথাসময়ে দাতব্য")। ঈশ্বর কাকে বাঁচাতে চায় ?

যীশু খ্রিষ্ট সমগ্র মানব জাতির পাপের জন্য মারা গিয়েছিলেন। তিনি আমাদের সকলকে তাঁর দিকে আহ্বান করার এবং বিচার ও মৃত্যুর হাত থেকে তাঁর পরিত্রান পাওয়ার জন্য কামনা করেন।

অনুশীলনী ৫ – আমরা কিভাবে রক্ষা পাব ?

আমাদেরকে অবশ্যই জানতে হবে কিভাবে পরিত্রান পাব। সমস্ত মিথ্যা ধর্মই শিক্ষা দেয় যে কেবল কাজের দ্বারা যে কেউ ঈশ্বরের অনুগ্রহ পেতে পারে এবং তার সাথে অনন্ত জীবন লাভ করতে পারে। ভাল জীবন যাপন করা , অন্যকে ভাল বাসতে এবং নিয়মিত মন্ডলীতে যোগদান করা ঈশ্বর আমাদের গ্রহন করেন না। নিম্ন লিখিত শাস্ত্র পদগুলি থেকে আপনি যা শিখেন তা লিখেন।

যোহন ১৪: ৬ পদ ("যীশু তাহাকে বলিলেন, আমিই পথও সত্য ও জীবন; আমা দিয়া না আসিলে কেহ পিতার নিকটে আইসে না")।

প্রেরিত ৪: ১২ পদ ("আর কাহারও কাছে পরিত্রান নাই; কেননা আকাশের নিচে মনুষ্যদের মধ্যে দত্ত এমন আর কোন নাম নাই,যে নামে আমাদেগকে পরিত্রান পাইতে হইবে")।

১ম যোহন ৫: ১২ পদ ("পুত্রকে যে পাইয়াছে, সে সেই জীবন পাইয়াছে, ঈশ্বর পুত্রকে যে পায় নাই, সে সেই জীবন পায় নাই")।

মূল সত্য

ঈশ্বরের অনুগ্রহ এবং যীশুর বলিদান ব্যাতিত মানবজাতীর পক্ষে পাপের শাস্তি থেকে রক্ষা পাওয়ার আর কোনও উপায় নাই। খ্রীষ্টের ক্রুশকে প্রত্যাখ্যান করা পরিত্রানের একমাত্র উপায়কে প্রত্যাখ্যান করা। যীশুকে বিশ্বাস না করা হল ঈশ্বরের সামনে হতাশ ও হারিয়ে যাওয়া।

ঈশ্বরের সাথে একটি ব্যাক্তিগত সম্পর্ক বিশ্বে প্রসারিত, তবে কেবল তার শর্তাদি। ঈশ্বর যীশুকে ক্রুশে বিদ্ধ করেন এবং যীশুতেবিশ্বাসীহয়েতারদ্বারাবিনামূল্যে সম্পর্ক স্থাপনের ব্যবস্থা করেছিলেন। আমরা কিভাবে পরিত্রানের উপহার লাভ করব ?ঈশ্বরের দূর্দান্ত পরিত্রানের উপহার পাওয়ার বিষয়ে এই শাস্ত্রপদগুলি থেকে আপনি যা শিখেন তা লিখুন।

মার্ক ১: ১৫ ("তোমরা মন ফিরাও, ও সুসমাচারে বিশ্বাস কর।")

এই অবধি, ইহুদিরা শিক্ষা দিয়েছিল যে আইন ও কাজের মাধ্যমে কেউ ঈশ্বরের সাথে অনন্ত জীবন পেতে পারে। তখন যীশু অনুতাপ শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। পরিত্রানের আগে সুসামচারে যখন অনুশোচনা ব্যাবহার করা হয় তখন তার মানে হল যীশু খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাসের মাধ্যমে ক্রুশের মধ্য দিয়ে মুক্তির পক্ষে বাঁচা। বিশ্বাস পরিবর্তন করা পাপ প্রতিশ্রুতি বদ্ধ। যীশু শিখিয়ে ছিলেন সুসমাচারে বিশ্বাস করার অর্থ, যীশু খ্রীষ্টের কাজ হল মুক্তির সুসংবাদ প্রচার করা।

অনুশোচনা-(গ্রীক) কারোও মন পরিবর্তন করা।

প্রেরিত ১৬: ৩০-৩১ ("এখন আমরা জানি, আপনি সকলই জানেন, কেহ যে আপনাকে জিজ্ঞাসা করে, ইহা আপনাপর আবশ্যক নয়; ইহাতে আমরা বিশ্বাস করিতেছিযে, আপনি ঈশ্বরের নিকট হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছেন। যীশু তাঁহাদিগকে উত্তর করিলেন,এখন বিশ্বাস করিতেছ ? ")।

সুসমাচারের সুসংবাদ টি হল যীশু খ্রীষ্টকে বিশ্বাস করা। আমরা আমাদের কাজগুলি, কতগুলি পাপ স্মরন করি, কতটা আন্তরিক ভাবে আমরা আমাদের পাপগুলির জন্য অনুশোচনা করছি বা চারটি আধ্যাত্মিক নিয়ম বোঝার ক্ষমতা নিয়ে রক্ষা পাই না। ক্রুশে দেওয়া এই পাপগুলির জন্য যে কোন ব্যক্তি অনুশোচনা বা দুঃখের মাত্রা প্রদর্শন করতে তাদের সমস্ত পাপ মনে রাখতে পারে না। আমরা যেমন শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়েছি এবং ঈশ্বরের বাক্য অধ্যায়ন করছি, আমরা শিখেছি যে সকলেই পাপ করেছে এবং খ্রীষ্টের ক্রুশের মধ্য দিয়ে তাদের উদ্ধার প্রয়োজন। সকলকে অধ্যাত্মিক ভাবে বৃদ্ধি পেতে এবং তার প্রতিমূর্তিতে রুপান্তরিত করতে শিখতে হবে।

যীশু আমাদেরকে রক্ষা করতে এবং তার সাথে অনন্ত জীবনের উপহার গ্রহনের জন্য সমস্ত কাজ করেছিলেন। যীশু খ্রীষ্টকে প্রভু ও ত্রানকর্তা হিসাবে বিশ্বাস করা অবশ্যই তুচ্ছ করা উচিত নয়। সৃষ্টির উদ্দেশ্য এবং তাঁর কারন কিভাবে আমরা মুক্তি পেয়েছি। যীশুকে বিশ্বাস করা মানে বাইবেলের যীশুকে বিশ্বাস করা।

মূল সত্য
ঈশ্বরের পরিত্রানের প্রস্তাব তাদের জন্য যারা ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসী।

অনেক খ্রীষ্টিয়ান লোক বিশ্বাসের গভীর তাত্মিক নীতিগুলো বুঝতে পারেনি। তবুও তারা যখন যীশুতে বিশ্বাস করেছিল, তারা সেই মূহুর্তে তাদের পরিত্রানে সুরক্ষিত হয়েছিল। গভীর বিশ্বাসের পরে আসে যীশুকে প্রভু ও ত্রানকর্তা রুপে বিশ্বাস করা,কারন যা কেবল মাত্র পবিত্র আত্মার মধ্যেই বাস করে এবং পরিত্রানের পরে ঘটে যায়, তারা তাদের জীবনে এই নীতিগুলি বুঝতে এবং তাদের কাজ শুরু করতে পারে।

যোহন ৩:১৬ পদ (" কারণ ঈশ্বর জগতকে এমন প্রেম করিলেন যে , আপনার একজাত পুত্রকে দান করিলেন, যেন, যে কেহ তাঁহাতে বিশ্বাস করে, সে বিনষ্ট না হয়, কিন্তু অনন্ত জীবন পায়")।

আপনার ত্রানকর্তাকে গ্রহন করার জন্য বিশ্বাসের একটি সহজ প্রার্থনা করুন:প্রভুযীশু, আমি বিশ্বাস করি আপনি ঈশ্বরের পুত্র। আমার পাপ ক্ষমা করুন। আমার জন্য ক্রুশে মারা যাবার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আমার ত্রানকর্তা এবং প্রভু হন। আপনার অনুগ্রহে ও করুনার জন্য এবং আমাকে অনন্ত জীবন দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আমার জীবনকে নিয়ন্ত্রন করুন এবং আমাকে ব্যক্তি এবং শিষ্য করুন যেভাবে আপনি চান। যীশু নামে এই প্রার্থনা করি। আমেন।

মূল সত্য
আমরা যীশু খ্রীষ্টকে যখন বিশ্বাস করি তখন আমাদের চিরস্থায়ী জীবন হয়।

আপনারা স্রষ্টা দ্বারা লালিত এবং প্রিয়। আপনি যখন তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেন আপনি আপনার অতীতের পাপগুলি থেকে পরিষ্কার হয়ে খ্রীষ্টের সাথে একটি নতুন জীবনে ন্যায় সংঙ্গত যুক্ত হন।

যে তাঁহাতে বিশ্বাস করে, তাহার বিচার করা যায় না; যে বিশ্বাস না করে, তাঁহার বিচার হইয়া গিয়াছে, যেহেতু সে ঈশ্বরের এক জাত পুত্রের নামে বিশ্বাস করে নাই। (যোহন ৩: ১৮ পদ)।

নিন্দিত- (গ্রীক, ক্রিনো) বিচার করার জন্য, বিচারের জন্য তলব করা হয়েছে যে কারো মামলা খতিয়ে দেখা হতে পারে এবং তাদের উপর রায় দেওয়া যেতে পারে।

যারা ঈশ্বরের বাক্য বা যীশু খ্রীষ্টকে বিশ্বাস করে না তাদের পরিনতি বর্ণনা কর।

সুসংবাদটি হল যীশু খ্রীষ্টকে যারা বিশ্বাস করে, তাদের বিচার করা হবে না।

অনুশীলনী ৬ - এটি বিশ্বাসীদের জন্য কী বোঝায় ?

বিশ্বাসীরা ন্যায়সঙ্গত হয়

নিচের শাস্ত্রপদগুলি থেকে কি শিখেছেন তা সংক্ষেপে লিখুন।

রোমীয় ৩: ২৩-২৬ পদ পড়ুন। "কেননা সকলেই পাপ করিয়াছে এবং ঈশ্বরের গৌরব-বিহীন হইয়াছে- উহারা বিনামূল্যে তাঁহারই অনুগ্রহে, খ্রীষ্ট যীশুতে প্রাপ্য মুক্তি দ্বারা, ধার্মিক গণীত হয়। তাঁহাকেই ঈশ্বর তাঁহার রক্তে বিশ্বাস দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত বলিরূপে প্রদর্শণ করিয়াছেন; যেন তিনি আপন ধার্মিকতা দেখান-কেননা ঈশ্বরের সহিষ্ণুতায় পূর্বকালে কৃত পাপ সকলের প্রতি উপেক্ষা করা হইয়াছির- যেন এক্ষণে যথাকালে আপন ধার্মিকতা দেখান, যেন তিনি নিজে ধার্মিক থাকেন, এবং যে কেহ যীশুতে বিশ্বাস করে, তাহাকেও ধার্মিক গননা করেন।"

প্রেরিত ১৩: ৩৮-৩৯,("অতএব, হে ভ্রাতৃগণ, তোমরা জানিও,এই ব্যক্তির দ্বারা পাপের মোচন তোমাদিগকে জ্ঞাত করা যাইতেছে; আর মোশির ব্যবস্থাতে তোমরা যে সকল বিষয়ে ধার্মিক গণিত হইতে পারিতে না, যে কেহ বিশ্বাস করে, সে সেই সকল বিষয়ে এই ব্যক্তিতেই ধার্মিক গণিত হয়")।

কলসীয় ২: ১৩-১৪ পদ পড়ুন ("আর ঈশ্বর তোমাদিগকে, অপরাধে ও তোমাদের মাংসের ত্বকছেদে মৃত তোমাদিগকে. তাঁহার সহিত জীবিত করিয়াছেন, আমাদের সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করিয়াছেন;আমাদের প্রতিকূল বিধিবদ্ধ হস্তলেখ্য আমাদের বিরুদ্ধ ছিল, তাহা মুছিয়া ফেলিয়াছেন এবং ক্রুশে পেরেক বিদ্ধ করিয়া দূর করিয়াছেন।")। ঈশ্বর আমাদের পাপের জন্য কি করেছিলেন ?

---

২ করিন্থীয় ৫:২১ পদ অনুসারে, (" যিনি পাপ জানেন নাই, তাঁহাকে তিনি আমাদের পক্ষে পাপস্বরূপ করিলেন, যেন আমরা তাহাতে ঈশ্বরের ধার্মিকতাস্বরূপ হই") । পাপীরা যখন খ্রিষ্টের কাছে আত্মসমর্পন করে তখন তারা কি হয়ে যায় ?

ক্রুশের উপর কি ঘটেছিল ?

আমাদের সমস্ত পাপ খ্রিষ্টের উপরে রাখি। পরিবর্তে, তাঁর ধার্মিকতা আমাদের উপরে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে।একজন নির্দোষ তাঁর শাস্তি পেয়েছে। দোষী মুক্তি পেয়েছে।

মূল সত্য
আমরা যখন যীশু খ্রিষ্টের কাছে আমাদের জীবন আত্মসমর্পন করি তখন আমাদের পাপ ক্ষমা হয় এবং খ্রিষ্টে আমরা ধার্মিক হই।

বিশ্বাসীরা আবার জন্মগ্রহন করে ?

যোহন ৩:১-৮ পড়ুন ("ফরীসীদের মধ্যে এক ব্যক্তি ছিলেন তাহার নাম নিকদিম;তিনি যিহুদীদের একজন অধ্যক্ষ। তিরি রাত্রিকালে যীশুর নিকটে আসিলেন, এবং তাঁহাকে কহিলেন, রব্বি, আমরা জানি, আপনি ঈশ্বরের নিকট হইতে আগত গুরু; কেননা আপনি এই যে সকল চিহ্ন-কার্য সাধন করিতেছেন, ঈশ্বর সহবর্তী না থাকিলে এই সকল কেহ করিতে পারে না। যীশু উত্তর করিয়া তাঁহাকে কহিলেন সত্য সত্য আমি তোমাকে বলিতেছি, নুতন জন্ম না হইলে কেহ ঈশ্বরের রাজ্য দেখিতে পায় না। নীকদিম তাঁহাতে কহিলেন, মনুষ্য বৃদ্ধ হইলে কেমন করিয়া তাহার জন্ম হইতে পারে? সেকি দ্বিতীয়বার মাতার গর্ভে প্রবেশ করিয়া জন্মিতে পারে? যীশু উত্তর করিলেন, সত্য সত্য, আমি তোমাকে বলিতেছি,যদি কেহ জল এবং আত্মা থেকে না জন্মে, তবে সে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। মাংস হইতে যাহা জাত, তাহা মাংসই; আর আত্মা হইতে যাহা জাত, তাহা আত্মাই। আমি যে তোমাকে বলিলাম, তোমাদের নুতন জন্ম হওয়া আবশ্যক, ইহাতে আশ্চর্যজ্ঞান করিও না। বায়ু যেদিকে ইচ্ছা করে, সেদিকে বহে, এবং তুমি তাহার শব্দ শুনিতে পাও; কিন্তু কোথা হইতে আইসে, আর কোথায় চলিয়া যায় তাহা জান না; পবিত্র আত্মা হইতে জাত প্রত্যেক জন সেইরূপ")। ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করার জন্য যিশু নিকোদিমকে কি করতে বলেছিলেন ?

ইফিষীয় ২: ১-৫পদ পড়ুন। তিনি যখন তাঁর অনুগ্রহে আমাদের বাঁচান তখন খ্রীষ্ট আমাদের জন্য কী করেন ?

পুনরায় জন্মগ্রহন–নবায়ন; আধ্যাত্মিক জীবন পেয়েছে।
অনাদি- চিরন্তন; শুরু বা শেষ; নিরবধি; অসীম সময়কাল।

বিশ্বাসীদের চিরজীবনের উপহার দেওয়া হয় । যোহন ৩:১৬ পদ (" কারণ ঈশ্বর জগতকে এমন প্রেম করিলেন যে , আপনার একজাত পুত্রকে দান করিলেন, যেন, যে কেহ তাঁহাতে বিশ্বাস করে, সে বিনষ্ট না হয়, কিন্তু অনন্ত জীবন পায়") । এবং **যোহন ১১:২৫-২৬ পদ**("যীশু তাহাকে কহিলেন, আমি পুনরুত্থান ওজীবন; যে কহে আমাতে বিশ্বাস করে সে মরিলেও জীবিত থাকিবে; আর যে কেহ জীবিত আছে, এবং আমাতে বিশ্বাস করে , সে কখনোও মরিবে না; ইহা কি বিশ্বাস কর ?") । এ এর দুর্দান্ত প্রতিশ্রুতি পড়ুন এবং আপনি যা শিখেছেন তা সংক্ষেপে লিখুন।

১ম যোহন ৫: ১১-১৩ পদ ("আর সেই সাক্ষ্য এই যে, ঈশ্বর আমাদিগকে অনন্ত জীবন দিয়াছেন. এবং সেই জীবন তাঁহার পুত্রের মধ্যে আছে। পুত্রকে যে পাইয়াছে, সে সেই জীবন পাইয়াছে, ঈশ্বর পুত্রকে যে পায় নাই, সে সেই জীবন পায় নাই । তোমরা যাহারা ঈশ্বরের পুত্রের নামে বিশ্বাস করিতেছ, আমি তোমাদিগকে এই সকল কথা লিখিলাম, যেন তোমরা জানিতে পার যে, তোমরা অনন্ত জীবন পাইয়াছ")।
তারপর ১২ তম পদটি নিজের ভাষায় পুনরায় লিখুন।

প্রত্যেকে শারীরিক মৃত্যুবরণ করে এমন বাস্তবতার কারণে আমাদের পক্ষে অনন্ত জীবনের উপহারটি বোঝা কঠিন। খ্রিষ্টান হিসাবে যদিও আমাদের বাহ্যিক দেহ অসুস্থতা, বার্ধক্য বা দুর্ঘটনার কারনে মারা যায়, আমাদের আত্মারা অমর এবং কখনও মরবে না। আসলে আমাদের পুনরুত্থিত করা হবে এবং একটি নতুন স্বর্গীয় দেহ দেওয়া হবে যা কখনো অসুস্থতা, বার্ধক্য বা মৃত্যুর মুখোমুখি হবে না।

১ করিন্থীয় ১৫:৩৫-৫৮ থেকে অনন্ত জীবন সম্পর্কে আপনি কি শেখেন ? তা নিচে লিখুন। (বাইবেলটি দেখুন)

যেহেতু আমাদের জীবনের জন্য ঈশ্বরের পরিকল্পনা অনন্তকাল জুড়ে বিস্তৃত, তাই আমাদের অস্থায়ী বিষয়গুলিতে সম্পূর্ণ পরিপূর্নতার জন্য প্রচেষ্টা বন্ধ করে দেওয়া উচিত। ঈশ্বর এই পৃথিবীতে আমাদের আশীর্বাদ করতে চান, তবুও আমাদের স্বর্গীয় পিতা এবং ত্রানকর্তা যীশু খ্রীষ্টের উপস্থিতিতে আমাদের চিরন্তন গন্তব্যে পৌছানো পর্যন্ত নিখুঁত সুখ ও সন্তুষ্টি অর্জন করা যায় না।

মূল সত্য
আমরা যখন খ্রিষ্টের কাছে আত্মসমর্পন করি তখন তিনি আমাদেও অনন্ত জীবনের মূল্যবান উপহার দেন।

ঈশ্বরের সাথে সহকারিতা পুনরুদ্ধার করা

যোহন ১৭:২০-২৩ পদ পড়ুন ("আর আমি কেবল ইহাদেরই নিমিত্ত নিবেদন করিতেছি, তাহা নয়, কিন্তু ইহাদের বাক্য দ্বারা যাহারা আমাতে বিশ্বাস করে , তাহাদের নিমিত্তও করিয়াছি; যেন তাহারা সকলে এক হয়; পিতঃ, যেমন তুমি আমাতে ও আমি তোমাতে, তেমনি তাহারাও যেন আমাদের মধ্যে থাকে; যেন জগত বিশ্বাস করে যে, তুমি আমাকে প্রেরণ করিয়াছ।আর তুমি আমাকে যে মহিমা দিয়াছ, তাহা আমি তাহাদিগকে দিয়াছি, যেন তাহারা এক হয়, যেমন আমরা এক; আমি তাহাদের মধ্যে ও তুমি আমাতে যেন তাহারা সিদ্ধ হইয়া এক হয়; যেন জগত জানিতে পায় যে তুমি আমাকে প্রেরণ করিয়াছ, এবং আমাকে যেমন প্রেম করিয়াছ, তেমনি তাহাদিগকেও প্রেম করিয়াছ")। এবং বিশ্বাসীদের জন্য যিশুর প্রার্থনা সংক্ষিপ্তসার করুন।

আমাদের পবিত্র স্রষ্টার সাথে সহযোগীতায় বেঁচে থাকার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছিল। আমরা তাঁর নিয়মকে অমান্য করেছি এবং তাঁর সামনে উপস্থিতির অযোগ্য হয়েছি; মৃত্যুদন্ডের সাথে আমরা তাঁর থেকে চিরকাল পৃথক হয়েছি । তাঁর ভালবাসার কারনে , যীশু খ্রীষ্ট ক্রুশে আমদের পাপের জন্য মূল্য দিয়েছেন । তিনি মারা গেলেন যাতে আমরা বাঁচতে পারি। তিনি উত্থিত হয়েছিলেন যাতে আমরা তাঁর ধার্মিকতায় নতুন জীবন পেতে পারি। খ্রীষ্টের যোগ্যতা বলেই আমরা এখন যোগ্য। স্রষ্ঠার সাথে আমাদের সহযোগীতা পুনরুদ্ধার করা হয়েছে কারন এর জন্য যীশু খ্রীষ্টের মৃত্যু এবং পুনরুত্থানই যথেষ্ট।

আপনার প্রতি খ্রীষ্টে ভালবাসা, আপনার পাপের জন্য তাঁর উৎস্বর্গ এবং আপনার সাথে ব্যক্তিগত সর্ম্পক রাখার আকাঙ্খা সর্ম্পকে আপনি এই অধ্যায়ে যা শিখেছেন সেগুলি প্রতিবিম্বিত করতে কয়েক মূহুর্ত সময় নিন। কোন পাঠ আপনার বিশ্বাসের উপর সবচেয়ে উল্লেখ যোগ্য প্রভাব ফেলেছে ? প্রভাবটি বর্ননা করুন।

আপনি একজন শিষ্য হিসাবে আপনার পথে প্রথম অধ্যায়টি সম্পন্ন করেছেন এবং খ্রীষ্টান হিসাবে আমাদের বিশ্বাসের মূল ভিত্তি যীশু খ্রীষ্টের মতবাদগত সত্যগুলি শিখেছেন। আমি আপনাকে এটি চালিয়ে যেতে উৎসাহ দিই! পরবর্তী অধ্যায়ে, আপনি আপনার স্বর্গীয় পিতা হিসাবে ঈশ্বরের সাথে বেঁচে থাকার অর্থ কি সেই সর্ম্পকে শিখবেন।

অধ্যায় -২

ঈশ্বরের পিতৃত্ব

বাবা কথাটা শুনলে মনে কি আসে? এই পৃথিবীর প্রত্যেকেরই একটি জৈবিক বাবা রয়েছে এবং প্রতিটি বাবাই অনন্য; সুতরাং এর অর্থ তার বাবার সাথে সবার অভিজ্ঞতা অনন্য। কিছু লোকের ভাল বাবা আছে যারা তাদের সন্তানদের ভালভাবে গড়ে তোলার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। কিছু লোক কেবল কঠোর পিতৃপুরুষদেরই জানেন যারা ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে অজ্ঞ, অক্ষম, এবং পিতামাতার কাছে অনিচ্ছুক। অন্যান্য লোকেরা দুর্বল বা নিষ্ক্রিয় পিতাকে জানেন, ঈশ্বরের বাক্য তাদের বাচ্চাদের সরবরাহ করার নির্দেশ দেয় এমন প্রেমময় নেতৃত্বে এবং প্রশিক্ষনকে অগ্রাহ্য করে। কিছুলোক তাদের পিতাকে একেবারেই চিনে না কারন তারা তাদের দ্বায়িত্ব পুরোপুরি অবহেলা করেছিল এবং তাদের পরিবার কে ত্যাগ করেছিল এই অধ্যায়ে আমরা শিখব সত্য পিতৃত্ব কি?

পাঠ -১ আমাদের স্বর্গীয় পিতা

আপনার পার্থিব পিতার সাথে আপনার অবিজ্ঞতা যতই গুরুত্বপূর্ন হোক না কেন, বাইবেল আমাদের আশ্বাস দেয় যে আমরা একবার খ্রীষ্ট ও তার মুক্তির কাজকে বিশ্বাস করি ও গ্রহন করি, আমরা ঈশ্বর তাকে গ্রহন করি এবং তিনি আমাদের পিতা হয়ে যান। আপনি এই অধ্যায়ে শিখবেন যে আমাদের স্বর্গীয় পিতা একজন নিখুঁত পিতামাতা, তার ভালবাসা এবং যত্নের প্রতি বিশ্বস্ত, প্রশিক্ষনে দক্ষ, পথ নির্দেশে বুদ্ধিমান, সর্বদা উপলভ্য এবং আপনার পরিপক্কতার দিকে তুরতে প্রতিশ্রুতি বদ্ধ।

দত্তক গ্রহন- হিসাবে বা নিজস্ব হিসাবে গ্রহন; অনুমোদন; গ্রহন করতে; শিশু, উত্তরাধীকারি, বন্ধু বা নাগরিক হিসাবে সর্ম্পকের ক্ষেত্র বেছে নিতে।

ঈশ্বরের পরিবারে দত্তক নেওয়া

ধর্মীয় চেনাশুনা গুলিতে, মানব জাতির প্রায়শই ঈশ্বরের সন্তান হিসাবে অভিহিত হয়। আপনি জাযক বা অন্য ধর্মিয় নেতার কাছে শুনতে পেয়েছেন, " আমরা সকলেই ঈশ্বরের সন্তান" তবে, বাইবেল স্পস্ট ভাবে শিক্ষাদেয় যে আমরা সকলেই ঈশ্বরের সৃষ্টি, ঈশ্বরের পিতৃত্ব সার্বজনীন নয়। নিম্ন লিখিত শাস্ত্রপদ গুলি পড়ুন এবং ঈশ্বরকে "পিতা" বলার অধিকার কার রয়েছে সে সর্ম্পকে আপনি কি শিখলেন তা নোট করুন ।

যোহন ১: ১২ পদ "কিন্তু যত লোক তাঁহাকে গ্রহণ করিল, সেই সকলকে,যাহারা তাঁহার নামে বিশ্বাস করে তাহাদিগকে, তিনি ঈশ্বরের সন্তান হইবার ক্ষমতা দিলেন"।

গালাতীয় ৩: ২৬ পদ "কেননা তোমরা সকলে, খ্রীষ্ট যিশুতে বিশ্বাস দ্বারা ঈশ্বরের পুত্র হইয়াছ"।

ইফিষীয় ২: ১৮-১৯ পদ "কেননা তাঁহারই দ্বারা আমরা রউভয় পক্ষের লোক এক আত্মায় পিতার নিকটে উপস্থিত হইবার ক্ষমতা পাইয়াছি। অতএব তোমরা আর অসম্পর্কীয় ও প্রবাসি নহ, কিন্তু পবিত্রগণের সহপ্রজা এবং ঈশ্বরের বাটীর লোক"।

বাইবেলে অপব্যায়ী পুত্রের গল্পে একজন পিতা হিসাবে ঈশ্বরের হৃদয়ের একটি স্পষ্ট প্রতিকৃতি সরবরাহ করে। আপনার বাইবেলে **লুক ১৫: ১১-২৪ পদ** পড়ুন এবং নিম্ন লিখিত প্রশ্নের উত্তর দিন।

(লুক ১৫: ১৮, ১৯ পদ) " আমি উঠিয়া আমার পিতার নিকটে যাইব, তাঁহাকে বলিব, পিতঃ, স্বর্গের বিরূদ্ধে এবং তোমার সাক্ষাতে আমি পাপ করিয়াছি; আমি আর তোমার পুত্র নামের যোগ্য নই; তোমার একজন মজুরের মত আমাকে রাখ"। অপব্যায়ী পুত্র কিভাবে তার বাবার কাছে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছিল ?

(লুক ১৫: ২০-২৪ পদ) "পরে সে উঠিয়া আপন পিতার নিকটে আসিল। সে দূরে থাকিতেই তাহার পিতা তাহাকে দেখিতে পাইলেন, ও করুণাবিষ্ট হইলেন, আর দৌড়াইয়া গিয়া তাহার গলা ধরিয়া তাহাকে চুম্বণ করিতে থাকিলেন। তখন পুত্র তাঁহাকে কহিল, পিতঃ, স্বর্গের বিরূদ্ধে ও তোমার সাক্ষাতে আমি পাপ করিয়াছি, আমি আর তোমার পুত্র নামের যোগ্য নই। কিন্তু পিতা আপন দাসদিগকে বলিলেন, শীঘ্র করিয়া সবচেয়ে ভাল কাপড়খানি আন, আর উহাকে পরাইয়া দেও, এবং ইহার হাতে অঙ্গুরী দেও ও পায়ে পাদুকা দেও; আর হৃষ্টপুষ্ট বাছুরটি আনিয়া মার; আমরা ভোজন করিয়া আমোদপ্রমোদ করি; কারণ আমার এই পুত্র মরিয়া গিয়াছিল, এখন বাঁচিল; হারাই গিয়াছিল, এখন পাওয়া গেল। তাহাতে তাহারা আমোদপ্রমোদ করিতে লাগিল"। কিভাবে পিতা তাহাকে গ্রহন করলেন ?

আমাদের প্রতি স্বর্গীয় পিতার ভালবাসার গভীরতা অবর্ণনীয়। তার পরিবারের গৃহিত সদস্য হিসাবে , আমরা তার অন্তহীন ভালবাসা, ধৈর্য্য এবং করুনার প্রাপক।

মূল সত্য

কেবলমাত্র যারা খ্রিষ্টের কাছে আত্মসমর্পন করেছেন তারা ঈশ্বরকে যথাযথভাবে তাদের পিতা হিসাবে সম্বোধন করতে পারেন। ঈশ্বর তাঁর পুত্রকে আমাদের মুক্ত করতে প্রেরণ করেছিলেন।

একজন পিতা জানেন

কারণ আমাদের স্বর্গীয় পিতাও আমাদের স্রষ্টা,তিনি আমাদের প্রত্যেককে স্বতন্ত্রভাবে জানেন এবং দায়ুদ ঈশ্বরের অন্তরঙ্গ জ্ঞান সম্পর্ককে গীতসংহীতায় লিখেছিলেন।

নীচের অংশগুলি সংক্ষিপ্ত করুন। ঈশ্বর আপনাকে কতটা ভাল জানেন।

গীতসংহিতা ৭১:৬ "গর্ভ হইতে তোমার উপরেই আমার নির্ভর; জননীর জঠর হইতে তুমিই আমার হিতৈষী; আমি সতত তোমারই প্রশংসা করি"।

গীতসংহিতা ১০৩: ১৩-১৪ " পিতা সন্তানদের প্রতি যেমন করুণা করেণ, যাহারা সদাপ্রভুকে ভয় করে,তাহাদের প্রতি তিনি তেমনি করুণা করেণ। কারন তিনিই আমাদের গঠন জানেন; আমরা যে ধূলিমাত্র , ইহা তাঁহার স্মরণে আছে"।

গীতসংহিতা ১৩৯:১-৬ "হে সদাপ্রভু তুমি আমাকে অনুসন্ধান করিয়াছ, আমাকে জ্ঞাত হইয়াছ। তুমিই আমার উপবেশন ও আমার উত্থানজানিতেছ, তুমি দূর হইতে আমার সঙ্কল্প বুঝিতেছ। তুমি আমার পথ ও আমার শয়ন তদন্ত করিতেছ, আমার সমস্ত পথ ভালরূপে জান। যখন আমার জিহ্বাতে একটি কথাও নাই,দেখ, সদাপ্রভু, তুমি উহা সমস্তই জানিতেছ। তুমি আমার অগ্রপশ্চাৎ ঘেরিয়াছ,আমার উপরে তোমার করতল রাখিয়াছ। এই জ্ঞান আমার নিকটে অতি আশ্চর্য, তাহা উচ্চ, আমার বোধের অগম্য"।

গীতসংহিতা ১৩৯:৭-১২, "আমি তোমার আত্মা হইতে কোথায় যাইব ? তোমার সাক্ষাৎ হইতে কোথায় পলাইব ? যদি সর্গে গিয়া উঠি,সেখানে তুমি;যদি পাতালে শয্যা পাতি,দেখ, সেখানেও তুমি। যদি অরুণের পক্ষ অবলম্বন করি,যদি সমুদ্রের পরপ্রান্তে বাস করি,সেখানেও তোসার হস্ত আমাকে চালাইবে,তোমার দক্ষিন হস্ত আমাকে ধরিবে।যদি বলি আঁধার আমাকে ঢাকিয়া ফেলিবে,আমার চারিদিকে আলোক রাত্রি হইবে,বাস্তবিক অন্ধকারও তোমা হইতে গুপ্ত রাখে না,বরং রাত্রি দিনের ন্যায় আলো দেয়;অন্ধকার ও আলোক উভয়ই সমান"।

গীতসংহিতা ১৩৯:১৩-১৮; "বস্তুতঃ তুমিই আমার মর্ম রচনা করিয়াছ; তুমি মাতৃগর্ভে আমাকে বুনিয়াছিলে। আমি তোমার স্তব করিব, কেননা তুমি ভয়াবহরূপে ও আশ্চর্যরূপে নির্মিত;তোমার কর্ম সকল আশ্চর্য, তাহা আমার প্রাণ বিলক্ষণ জানে। আমার দেহ তোমা হইতে লুক্কায়িত ছিল না,যখন আমি গোপনে নির্মিত হইতেছিলাম, পৃথিবীর অধঃস্থানে শিল্পিত হইতেছিলাম।তোমার চক্ষু আমাকে পিণ্ডাকার দেখিয়াছে,তোমার পুসাতকে সমস্তই লিখিত ছিল,যাহা দিন দিন গঠিত হইতেছিল,যখন সেই সকলেরএকটিও ছিল না। হে ঈশ্বর, আমার পক্ষে তোমার সঙ্কল্প সকল কেমন মূল্যবান। তাহার সমষ্টি কেমন অধিক।গননা করিলে তাহা বালুকা অপেক্ষা বহুসংখ্যক হয়; আমি যখন জাগিয়া উঠি,তখনো তোমার নিকটে থাকি"।

ঈশ্বর আপনাকে জন্মগ্রহন করার আগেই জানতেন এবং মাতৃগর্ভে আপনাকে অনন্যভাবে তৈরী করেছিলেন। তিনি আপনার পিতামাতাকে বেছে নিয়েছেন এবং আপনার জীবনের পরিস্থিতিটি আনন্দিত হোক বা কঠিন হোক না কেন। যদিও আপনি তাঁকে চিনেন বা স্বীকার নাও করতে পারেন, তিনি আপনাকে নিজের দিকে টেনে নিয়েছেন। তিনিই আপনার স্রষ্টা, যিনি তাঁকে জানার আগে আপনাকে জানতেন এবং আপনি নিজেকে জানার চেয়ে তিনি আপনাকে আরো ভাল জানেন।

একজন পিতা যিনি প্রশিক্ষনপ্রাপ্ত

একজন প্রেমময় পিতা হিসাবে, ঈশ্বর তাঁর সন্তানদের দৃঢ় শক্তিশালী, স্বাস্থ্যকর, প্রাপ্তবয়স্ক করে গড়তে চান। তিনি আমাদের কাছে তাঁর চরিত্রটি প্রতিফলিত করতে চান, তাঁর উপর নির্ভর করে শক্তি ও দিকনির্দেশনার জন্য । খ্রিষ্টের কাছে আসার আগে ঈশ্বরের কাছ থেকে স্বতঃকেন্দ্রিক এবং পাপী আচরণে লিপ্ত হওয়ার অভ্যাসে আমরা আধ্যাত্মিক অনাথ ছিলাম। । যীশু খ্রিষ্টকে গ্রহন করার পরে, আমরা ঈশ্বরের পরিবারে গৃহীত হয়েছি এবং নতুন জীবন লাভ করি। কিন্তু নতুন খ্রিষ্টান হিসাবে আমরা এখনো নিজের শক্তির উপর নির্ভর করতে অভ্যস্ত। আমরা কতটা স্বাধীন, পাপী এবং অজ্ঞ সে সম্পর্কে আমরা সচেতন নই। কিন্তু ঈশ্বর তাঁর অসীম জ্ঞানের দ্বারা আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে কীভাবে এই বিষয়গুলি প্রকাশ করতে হয় তা জানেন।

ঈশ্বর আমাদের প্রত্যেককে নিবিড়ভাবে জানেন। তিনি জানেন যে কী আমাদের আনন্দ দেয় এবং কী আমাদের গভীর দুঃখ নিয়ে আসে। তিনি আমাদের প্রতিটি অনন্য স্বভাব-দুর্বলতা, শক্তি এবং আমাদের ব্যক্তিত্বের সীমাবদ্ধতা জানেন। তিনি এটাও জানেন যে আমরা প্রলোভনে পড়ি। একজন পিতা হিসাবে, ঈশ্বর আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে তাঁর ইচ্ছাকে কার্যকর করার সাথে সাথে আমাদের প্রত্যেককে আধ্যাত্মিকভাবে পরিপক্ক হওয়ার প্রশিক্ষন দিয়েছিলেন।

ঈশ্বর আমাদের যেমন ভালবাসেন,তবে তা অবিকল কারণ তিনি আমাদের ভালবাসেন এবং তিনি আমাদের এভাবে ছাড়বেন না। **২ করিন্থীয় ৩: ১৮ পদ;**"কিন্তু আমরা সকলে অনাবৃত মুখে প্রভুর তেজ দর্পনের ন্যায় প্রতিফলিত করিতে করিতে তেজ হইতে তেজ পর্যন্ত যেমন প্রভু হইতে, আত্মা হইতে হইয়া থাকে, তেমনি সেই মূর্তিতে স্বরূপান্তরীকৃত হইতেছি"। আমাদের চিত্র এ সম্পর্কে কী বলে ?

ঈশ্বর তাঁর গ্রহীত শিশুদের তাদের মধ্যে পারিবারিক সাদৃশ্য, প্রশিক্ষণ,শিক্ষা দেওয়ার ও নতুন করে দেওয়ার জন্য একটি নতুন কাজ শুরু করেন। তিনি তাঁর সন্তানদের তাঁর পবিত্রতায় অংশীদার হওয়ার এবং তাঁর পুত্রের আদরে রূপান্তরিত হওয়ার জন্য আকাঙ্খা করেন।

রূপান্তর - রূপ পরিবর্তন করতে; প্রকৃতি, স্বভাব, হৃদয় বা এর মতো পরিবর্তন করা।

পাঠ – ২ রূপান্তরের জন্য ঈশ্বরের সরঞ্জাম

যেমন একজন কুমোর একটি সুন্দর পাত্রে কাঁদা মাটির টুকরাকে আকৃতি বানাতে তার হাত এবং বিশেষ সরঞ্জামগুলি ব্যবহার করে ঈশ্বরও তেমনি ভাবে তার হাতকে এবং সরঞ্জামগুরিকে ব্যবহার করে আমাদের জীবনকে নতুন আকার দেন। আমরা যদি তার মৃদু, তবু দৃঢ় , স্পর্শের কাছে উপস্থিত হই তবে তিনি আমাদের অভ্যন্তরীন শক্তি এবং সৌন্দর্য্যের ক্ষেত্রে পুনরায় আকার দেবেন। আসুন ঈশ্বর তাঁর রূপান্তর পক্রিয়ার তিনটি প্রাথমিক সরঞ্জামগুলো দেখি।

বাইবেল

আমরা আমাদের বিশ্বাসের ভিত্তিগত সত্যগুলি শিখি এবং ঈশ্বরের বাক্যটি প্রতিদিন পড়া থেকে আমাদের বিশ্বাসের বৃদ্ধি লাভ করি। নিচের পদগুলি পড়ুন এবং শূন্যস্থান পূরন করুন।

গীতসংহিতা ১১৯: ১০৫। ঈশ্বরের বাক্য----------
ইব্রিয় ৪: ১২ পদ। ঈশ্বরের বাক্য----------
যিরমিয় ২৩ : ২৯পদ। ঈশ্বরের বাক্য এর মত----------
ইয়োব ২৩: ১২ পদ। ঈশ্বরের বাক্য এর চেয়ে মূল্যবান----------
ইফিষীয় ৫: ২৬ পদ । ঈশ্বরের বাক্য পবিত্র করে তোলে----------
১ম পিতর ২: ২পদ। ঈশ্বরের বাক্য----------
যোহন ৫: ৩৮-৪০ পদ। কেন যীশু ধর্মিয় ইহুদীদের তিরষ্কার করলেন ?

তোমরা যদি আমাতে থাক, এবং আমার বাক্য যদি তোমাদের মধ্যে থাকে, তবে তোমাদের যাহা ইচ্ছা হয়, যাচঞা করিও, তোমাদের জন্য তাহা করা যাইবে। ইহাতেই আমার পিতা মহিমান্বিত হন যে , তোমরা প্রচুর ফলে ফলবান হও আর তোমরা আমার শিষ্য হইবে। **(যোহন ১৫: ৭-৮ পদ)**

যীশু তার শিষ্যদের তাঁর ও তাঁর বাক্যে অবিচল থাকার নির্দেশ দিয়েছিলেন, তার শিক্ষায় নিজেকে নিমগ্ন করার জন্য আমরা কেবল বাক্যটি পড়তে বা বাইবেলের জ্ঞান অর্জন করতে পারি না। আমাদের লক্ষ্য অবশ্যই আরও ঘনিষ্ঠ ভাবে যীশু ও তার ইচ্ছা জানতে হবে, তার নির্দেশনা অনুস্মরন করতে হবে। আমরা তার বাক্যে অবিচল থাকব, আমরা যা চাইব তা প্রকাশ করবে, ফলে আমাদের জীবন স্বর্গীয় পিতার দ্বারা মহিমান্বিত হবে।

মেনে চলা – জমা দিতে, পলন না করে সহ্য করা, অবিরত থাকা বা স্থির থাকা।

মূল সত্য

ঈশ্বরের বাক্য একটি সরঞ্জাম যা আমাদের জীবনকে তিনি রুপান্তরিত করতে ব্যবহার করবেন।

পরীক্ষা এবং সমস্যা গুলি

ঈশ্বরের বাক্য আমাদের পরীক্ষা ও কঠিন পরিস্থিতি সর্ম্পকে কি বলে ?

যাকোব ১:২-৪;"হে আমার ভ্রাতৃগণ,তোমরা যখন নানাবিধ পরীক্ষায় পড়,তখন তাহা সর্বতভাবে আনন্দের বিষয় জ্ঞান করিও; জানিও তোমাদের বিশ্বাসের পরীক্ষাসিদ্ধতা ধৈর্য্য সাধন করে। আর সেই ধৈর্য্য সিদ্ধ কার্য্যবিশিষ্ট হউক, যেন তোমরা সিদ্ধ ও সম্পূর্ণ হও, কোন বিষয়ে তোমাদের অভাব না থাকে"।

---

১ পিতর ১:৬-৭;"ইহাতে তোমরা উল্লাস করিতেছ, যদিও অবকাশমতে অল্পকাল নানাবিধ পরীক্ষায় দুঃখার্ত হইতেছ, যেন, যে সুবর্ণ নশ্বর হইলেও অগ্নি দ্বারা পরীক্ষিত হয়, তাহা অপেক্ষাও মহামূল্য,তোমাদের বিশ্বাসের পরীক্ষাসিদ্ধতা যিশু খ্রীষ্টের প্রকাশকালে প্রশংসা, গৌরব ও সমাদরজনক হইয়া প্রত্যক্ষ্য হয়।

গীতসংহিতা ৬৬:১০-১২;"কেননা, হে ঈশ্বর,তুমি আমাদের পরীক্ষা করিয়াছ, রৌপ্য পোড় দিবার ন্যায় আমাদিগকে পোড় দিয়াছ; তুমি আমাদিগকে জালে ফেলিয়াছ,আমাদের কটিদেশ ভারগ্রস্থ করিয়াছ।তুমি আমাদের মস্তকের উপর দিয়া অশ্বারোহী মনুষ্যদিগকে চালাইয়াছ;আমরা অগ্নি ও জলমধ্য দিয়া গমণ করিয়াছি; তথাপি তুমি আমাদিগকে সমৃদ্ধি-স্থানে আনিয়াছ"।

আমাদের স্বর্গীয়পিতা আমাদের সমস্যাগুলি আমাদের স্বাধীনতা প্রকাশ করতে, আমাদের শিক্ষা দিতে, আমাদের বিশ্বাসকে পরিপক্ক করতে এবং আধ্যাত্মিক প্রাচুর্যের জায়গায় নিয়ে যাওয়ার জন্য ব্যবহার করেন। আমাদের পরীক্ষার মাঝেও আমাদের অবশ্যই তাঁর অনুগ্রহ, ভালবাসা এবং কোমল যত্নে বিশ্রাম নিতে হবে। আমরা যদি ঈশ্বরের দৃষ্টিকোন গ্রহন না করি, আমরা তাঁর অনুশাসনগুলিকে প্রত্যাখ্যান করব এবং জীবনের কষ্টগুলি ভঙ্গ করতে দেব।

আপনার জীবনের একটি পরিস্থিতি স্মরণ করুন, বর্তমান বা অতীতে, যখন প্রভু আপনাকে তাঁর নিকটে আনতে কঠিন বা বেদনাদায়ক পরিস্থিতি ব্যবহার করেছিলেন।

মূল সত্য
আমরা ইচ্ছুক হই, ঈশ্বর আমাদের তাঁর পুত্রের প্রতিমায় রূপান্তরিত করতে আমাদের পরীক্ষা করবেন।

অন্যান্য লোকেরা ঈশ্বর আমাদের জীবনে লোকদের পরামর্শ ও অভিজ্ঞতা উৎসাহ দেওয়ার জন্য রাখে, তাঁর প্রতি আমাদের আস্থা রাখতে আমাদের শিখিয়ে দিন। তিনি হতাশার মধ্যে লোকদের আস্থা রাখেন। নিম্নলিখিত পদে আপনি অন্যদের সম্পর্কে কি শিখেন ?

হিতোপদেশ ২৭:১৭;"লৌহ লৌহকে সতেজ করে,তদ্রূপ মনুষ্য আপণ মিত্রের মুখ সতেজ করে"।

রোমীয় ১: ১১-১২;"কেননা আমি তোমাদিগকে দেখিবার আকাঙক্ষা করিতেছি, যেন তোমাদিগকে এমন কোন আত্মিক বর প্রদান করি, যাহাতে তোমরা স্থিরীকৃত হও; অর্থাৎ যাহাতে তোমাদের ও আমার,উভয় পক্ষের, আন্তরীক বিশ্বাস দ্বারা তোমাদিগেতে আমি নিজেও সঙ্গে সঙ্গে আশ্বাস পাই।

গীতসংহিতা ৪১:৯-১২;"আমার যে মিত্র আমার বিশ্বাসপাত্র ছিল,ও আমার রুটি খাইত,সে আমার বিরুদ্ধে পাদমূল উঠাইয়াছে। হে সদাপ্রভু তুমি আমার প্রতি কৃপা কর,আমাকে উঠাও,যেন আমি উহাদিগকে প্রতিফল দিই। আমি ইহাতেই জানি যে,তুমি আমাতে প্রীত,কেননা আমার শত্রু আমার উপরে জয়ধ্বনি করে না,তুমি আমার সিদ্ধতায় আমাকে ধরিয়া রাখিয়াছ, এবং চিরতরে আপনার সাক্ষাতে স্থাপন করিয়াছ"।

২তিমথীয় ৪:১৬-১৭;"আমার প্রথম বার আত্মপক্ষসমর্থন কালে কেহ আমার পক্ষে উপস্থিত হইল না; সকলে আমাকে পরিত্যাগ করিল; ইহা তাহাদের প্রতি গণিত না হউক।কিন্তু প্রভু আমার নিকটে দাঁড়াইলেন,এবং আমাকে বলবান করিলেন,যেন আমা দ্বারা প্রচার-কার্য সম্পন্ন হয় এবং পরজাতীয় সকল লোক তাহা শুনিতে পায়; আর আমি সিংহের মুখ হইতে রক্ষা পাইলাম"।

আপনার বিশ্বাসে আপনাকে উৎসাহ করার জন্য ঈশ্বর আপনার জীবনে কাকে রেখেছেন ?

আপনার জীবনে কে আপনাকে ধৈর্যশীল এবং প্রেমময় হওয়ার প্রতিযোগিতা জানায় ?

পাঠ ৩- ঈশ্বরের শৃঙ্খলা

আপনি যখন শৃঙ্খলা শব্দটি মনে করেন, তখন কি মনে আসে ? এটি সাধারনত কোন শব্দ নয় যা প্রেম এবং লালন পালনের উষ্ণ অনুভূতি প্রকাশ করে। শৃঙ্খলা নিয়ে আমাদের বেশিরভাগ অভিজ্ঞতাই হতাশ বা রাগান্বিত পিতামাতার চিত্রের সাথে মিলিত হয়। শৃঙ্খলা কঠিন, অস্বস্তিকর এবং কখনো কখনো বেদনাদায়ক। এটি এমন কিছু নয় যে আমরা উন্মুক্ত অস্ত্র দিয়ে গ্রহন করি। তবুও, বাইবেল আমাদের বলে যে ঈশ্বর আমাদের শাসন করে।

ঈশ্বরের শৃঙ্খলা প্রচার করার জন্য এটি বিশেষভাবে জনপ্রিয় নয়। বেশিরভাগ লোকেরা বরং ঈশ্বরের প্রেম এবং ক্ষমা- ঈশ্বরের বৈশিষ্ট্যগুলিতে মনোনিবেশ করে যা আমাদের ভালো লাগায়। কিন্তু আমাদের প্রেমময়, স্বর্গীয় পিতা আমাদের সর্বদা ভাল লাগাতে আগ্রহী হন না। তিনি চান আমরাও তাঁর মত ভাল হয়ে উঠি।

> শৃঙ্খলা- শিখানো; স্ব - বা প্রদত্ত নিয়ন্ত্রনের মানের আনুগত্য প্রশিক্ষণ; নির্দেশনা এবং অনুশীলন দ্বারা বিকাশ।

ইব্রীয় ১২:৫-১১ পদ পড়ুন ।"আর তোমরা সেই আশ্বাস বাক্য ভুলিয়া গিয়াছ,যাহা পুত্র বলিয়া তোমাদের সহিত কথাবার্তা কহিতেছে, "হে আমার পুত্র প্রভুর শাসন তুচ্ছ করিও না,তাঁহার দ্বারা অনুযুক্ত হইলে ক্লান্ত হইও না।কেননা প্রভু যাহাকে প্রেম করেন, তাহাকেই শাসন করেন,যে কোন পুত্রকে গ্রহন করেন,তাহাকেই প্রহার করেন।"শাসনের জন্যই তোমরা সহ্য করিতেছ;যেমন পুত্রদের প্রতি,তেমনি ঈশ্বর তোমাদের প্রতিব্যবহার করিতেছেন;কেননা পিতা যাহাকে শাসন না করেন,এমন পুত্র কোথায় ? কিন্তু তোমাদের শাসন যদি না হয়- সকলেই ত তাহার ভাগী- তবে ত তোমরা জারজ,পুত্র নও। আবার আমাদের মাংসের পিতারা আমাদের শাসনকারী ছিলেন,এবং আমরা তাঁহাদিগকে সমাদর করিতাম; তবে যিনে আত্মা সকলের পিতা, আমরা কি অনেক গুন অধিক পরিমাণে তাঁহার বশীভূত হইয়া জীবন ধারণ করিব না ? উহারা ত অল্পদিনের নিমিত্ত, উহাদের যেমন বিহিত বোধ হইত, তেমনই শাসন করিতেন,কিন্তু ইনি হিতের নিমিত্তই করিতেছেন, যেন আমরা তাঁহার পবিত্রতার ভাগী হই। কোন শাসনই আপাততঃ আনন্দের বিষয় বোধ হয় না;কিন্তু দুঃখের বিষয় বোধ হয়, তথাপি তদ্দারা যাহাদের অভ্যাস জন্মিয়াছে, তাহা পরে তাহাদিগকে ধার্মিকতার শান্তিযুক্ত ফল প্রদান করে।

কে প্রভুকে অনুশাসন করেন (৬ পদ) ?

এই শৃঙ্খলা কী প্রমান করে (৮ পদ) ?

কেন তিনি আমাদের শাসন করেন (১০ পদ) ?

শৃঙ্খলা কী ফল দেয় (১১ পদ) ?

ঈশ্বর ধৈর্য্য সহকারে তাদের প্রতিস্থাপন করেন "ধার্মিকতার শান্তিপূর্ণ ফল" অবিচলিতভাবে সেই চিন্তাগুলি, দৃষ্টিভঙ্গি এবং ক্রিয়াকলাপগুলি মুছে ফেলেন যা তিনি পছন্দ করেন না,।

গালাতীয় ৫:২২-২৩ পদ পড়ুন;"কিন্তু আত্মার ফল প্রেম,আনন্দ, শান্তি, দীর্ঘসহিষ্ণুতা,মাধুর্য, মঙ্গলভাব,বিশ্বস্ততা,মৃদুতা, ইন্দ্রিয়দমন; এইপ্রকার গুনের বিরুদ্ধ ব্যবস্থা নাই"। এবং ঈশ্বর আমাদের জীবনে যে ফল উৎপন্ন করবেন তার তালিকা লিখুন।

ফিলিপীয় ১:৬ পদ পড়ুন এবং এটি কী বলে তা সংক্ষেপে বলুন।

আমাদের নিশ্চয়তা আছে যে ঈশ্বর আপনার জীবনকে তাঁর ভাল ফলে রূপান্তরিত করবেন। তিনি আপনাকে তাঁর ভাবমূর্তিতে রূপ দেওয়ার জন্য সক্রিয়ভাবে আপনার জীবনে কাজ করছেন। তবে আপনাকে অবশ্যই বুঝতে হবে, তিনি তাঁর কাজ যেমন করেন তেমন নিষ্ক্রিয় হয়ে আপনি দাড়াতে পারবেন না। রূপান্তরিত হতে সক্রিয়ভাবে তাঁর শৃঙ্খলা গ্রহন ও মেনে চলার দায়িত্ব আপনার রয়েছে।

ঈশ্বরের রূপান্তরের সরঞ্জামগুলি-বাইবেল,পরীক্ষাগুলি, অসুবিধাগুলি এবং অন্যান্য লোকেরা- পবিত্র আত্মার অন্তর্নিহিত শক্তি সহ, আমাদের পাপ প্রকৃতি, ঈশ্বরের ইচ্ছা সম্পর্কে আমাদের অজ্ঞতা এবং তাঁর কাছে আমাদের স্বাধীনতা প্রকাশ করে। এগুলি প্রকাশিত হিসাবে, আমাদের অবশ্যই আমাদের পাপের জন্য অনুশোচনা করে, আমরা যারা অন্যায় করেছি তাদের ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং আমাদের পাপী আচরণ থেকে দূরে সরে যাওয়ার মাধ্যমে তাঁর শৃঙ্খলা গ্রহন করতে হবে।এটি ঈশ্বরের অনুশাসনকে সহযোগিতা করার অর্থ এবং ঈশ্বরের ইচ্ছা রূপান্তর এবং আধ্যাত্মিক বৃদ্ধি লাভ করার একমাত্র উপায়। যদি আপনি ঈশ্বরের শৃঙ্খলা বজায় রাখতে অস্বীকার করেন,তবে আপনি তাঁর ঘৃণার যোগ্য হয়েছেন।

ঈশ্বর আপনাকে পুরোপুরি জানেন এবং আপনার জীবনের ক্ষেত্রগুলি সম্পর্কে তিনি অবগত আছেন তিনি রূপান্তরকরণ শেষ করেন নি। তবে পরিবর্তনের অভিজ্ঞতা অর্জন করতে আপনাকে অবশ্যই তাঁর রূপান্তরের পদ্ধতিগুলো মেনে নিতে হবে। তিনি তাঁর রূপান্তর সরঞ্জামের মাধ্যমে আপনার পাপ প্রকৃতিটি প্রকাশ করার সাথে সাথে আপনাকে অবশ্যই তাঁর কাছে পাপ স্বীকার করতে হবে, তাঁর ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। এটি ঈশ্বরের ইচ্ছা রূপান্তর এবং আধ্যাত্মিক বৃদ্ধি অভিজ্ঞতা লাভ করার একমাত্র উপায়। এটি একটি সক্রিয় অংশগ্রহন।

১ যোহন ২:৬ এবং ইফিষীয় **৫:১-৭** পদ থেকে আপনি কি শিখেছেন ? (বাইবেল পদটি দেখুন)

আপনার জীবনের এমন কিছু ক্ষেত্র রয়েছে (চিন্তাভাবনা, কথা বা কাজ) যা খ্রিষ্টের সাথে সাদৃশপূর্ণ নয় ? খ্রিষ্টের সদৃশতার অভাব যেমন ঈশ্বরের রূপান্তর সরঞ্জামের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়, তখন আপনাকে অবশ্যই প্রার্থনা, ঈশ্বরের বাক্য অধ্যয়ন এবং জবাবদিহি করার মাধ্যমে তাদের সক্রিয়ভাবে মৃত্যুবরন করাতে হবে।

রোমীয় ১২:১-২ এবং **ইফিষীয় ৫:১৭ পদ** থেকে আপনি কি শিখেছেন ? (বাইবেল পদটি দেখুন)

আপনি কি জানেন যে আপনার জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে ঈশ্বরের ইচ্ছা কী (তাঁর সাথে আপনার সম্পর্ক, আপনার স্ত্রী, সন্তান, পরিবার, বন্ধু-বান্ধব, আর্থিক এবং অন্যান্য)? আপনার অজ্ঞতা প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথে আপনাকে অবশ্যই অনুতাপ,প্রার্থনা , বাক্য অধ্যয়ন এবং আপনাকে শিথিল করার জন্য একজন শিষ্যের সন্ধানের মাধ্যমে আপনার জীবনের সমস্থ ভার এবং নিখুঁত ইচ্ছার জ্ঞানে সক্রিয় ভাবে সন্ধান করতে হবে।
রোমীয় ৬: ১-৪; যাকোব ১: ২২-২৫ এবং ১ম পিতর ১: ১৩-১৬ থেকে আপনি কি শিখতে পারেন ? (বাইবেল পদটি দেখুন)

আপনি কি নম্রভাবে ঈশ্বরের কর্তৃত্বের প্রতি অনুদান দিচ্ছেন, বা আপনি অর্ধামিক আচরন এবং অবাধ্যতাকে ক্ষমা করছেন ? আপনি কি আপনার নিজের অবস্থার উপর নির্ভর করেন নাকি আপনি তা মানবেন না ? যেহেতু ঈশ্বরের কাছ থেকে আপনার স্বাধীনতা তার রুপান্তরের সরঞ্জামের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে, আপনাকে অবশ্যই সক্রিয় ভাবে অনুতাপের মাধ্যমে তার কর্তৃত্বের কাছে নত স্বীকার করতে হবে এবং আপনার জীবনকে আনুগত্যের জন্য নম্রতা এবং যে শক্তি চেয়েছিলেন এবং তার জবাবদিহিতা সন্ধান করাও সহায়ক হতে পারে।

২য় পিতর ১: ৫-৯ পড়ুন এবং আপনি কি শিখেন তার সংক্ষিপ্ত বিবরন দিন। (বাইবেল পদগুলি দেখুন)

আপনার রুপান্তর করতে সময় লাগবে, তবে ঈশ্বর একজন ভাল, ধৈর্য্যশীল এবং বিশ্বস্ত পিতা। তিনি আপনকে দিয়ে যে কাজ শুরু করেছেন তা আপনাকে দিয়েই শেষ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

তবে , যদি আপনি ঈশ্বরের শৃঙ্খলা রক্ষা করতে অস্বীকার করেন,

তবে আপনি তার ক্রোধের মুখে পড়বেন।

ঘৃণা- মারাত্মক শাস্তি দেওয়া বা তিব্রতা সহ্য করা; পাপ বা দোষ সংশোধন এর শাস্তি। সংশোধনের উদ্দেশ্য।

ইব্রিয় ১২: ৬ পড়ুন। কেন ঈশ্বর তার ছেলেমেয়েদের ঘৃনা ও উৎস্বর্গ করেন ?

ঈশ্বর আপনাকে নিঃশর্ত ভাবে ভালবাসেন এবং আপনাকে অনেক পরিমানে আশির্বাদ করতে চান। তবে আপনি যদি তার শৃঙ্খলা গ্রহন করতে ইচ্ছুক না হন তবে তিনি আপনাকে যে আনন্দ ও শান্তি দিতে চান তা পাবেন না। পরিবর্তে, আপনি হতাশা, ভয়, অসন্তোষ, অসম্পূর্নতা এবং সন্দেহ অনুভব করবেন। আপনার জীবনে আত্মার ফলের অভাব হবে এবং দেহের ফলগুলি বহন করা শুরু করবে।

গালাতীয় ৫: ১৯-২১ পড়ুন এবং দেহের কয়েকটি ফলের তালিকা তৈরী করুন যা আপনার সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

আমরা যখন ঈশ্বরের অভাব অনুভব করি তখন আমাদের পক্ষে অন্য লোকদের বা আমাদের কষ্টকর পরিস্থিতির জন্য দোষ দেওয়া স্বাভাবিক। আমরা বিশ্বাস করি যে এটি একটি মিথ্যা যা শয়তান বা এমনকি আমাদের থেকেই এসেছে তাই আমাদের বিদ্রহের জন্য ঈশ্বরের শৃঙ্খলা বজায় রাখার ব্যক্তিগত দায়বদ্ধতা এড়াতে পারে। এটি ঈশ্বরকে তার সন্তানদের শাস্তি দিতে আনন্দিত করে না, তবে আমরা যদি সত্যবাদী হই তবে আমরা স্বীকার করতে পারি যে কখনও কখনও আমাদের উৎপাদন করতে, উদ্বুদ্ধ করতে আমাদের একটি পরিমাপ পরিমান প্রয়োজন। আপনার স্বর্গীয় পিতা আপনাকে মনোযোগ দিতে আপনার মধ্যে যে কাজ শুরু করেছেন তা শেষ করার জন্য আপনাকে যথেষ্ট ভালবাসে বলে স্বস্তি নিন।

পাঠ ৪ - ঈশ্বরের ব্যবস্থাপত্র যত্নের প্রতিশ্রুতি

আমাদের স্বর্গীয় পিতা পুরোপুরি তাঁর প্রতি উৎসর্গীকৃত জীবনের পুরো দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত। আমরা তাঁর নজরদারির যত্ন দ্বারা বেষ্টিত হই। নিম্নলিখিত পদগুলি পড়ুন এবং শূন্যস্থান পূরন করুন।

গীতসংহিতা ৯১:৪। আমাদের উপরে তাঁর----------।

২য় বিবরণ ৩৩:২৭। আমাদের অধীনে তাঁর----------।

গীতসংহিতা ৩৪:৭। আমাদের চারপাশ ঘিরে আছে----------।

ফিলিপীয় ৪:৬-৭। আমাদের হৃদয় ও মন রক্ষিত হয়----------।

আমাদের স্বর্গীয় পিতার কাছ থেকে আমরা যে ভালবাসা এবং যত্ন লাভ করি তা তাঁর উপস্থিতিতে, তাঁর ব্যবস্থা এবং তাঁর সুরক্ষা দেওয়ার প্রতিশ্রুতিতে স্পষ্ট।

ঈশ্বরের উপস্থিতির প্রতিশ্রুতি

নীচের শাস্ত্রপদগুলি পড়ুন এবং ঈশ্বরের অবিচ্ছিন্ন নৈকট্য সম্পর্কে আপনি যা শিখেন তা সংক্ষেপে লিখুন।

গীতসংহিতা ২৩:৪;"যখন আমি মৃত্যুচ্ছায়ার উপত্যকা দিয়া গমন করিব,তখনো অমঙ্গলের ভয় করিব না,কেননা তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গে আছ,তোমার পাঁচনী ও তোমার যষ্ঠি আমাকে সান্তনা করে"।

গীতসংহিতা ১২১:১-৫;"আমি পর্বতগনের দিকে চক্ষু তুলিব; কোথা হইতে আমার সাহায্য আসিবে ? সদাপ্রভু হইতে আমার সাহায্য আইসে, তিনি আকাশ ও পৃথিবীর নির্মানকর্তা। তিনি তোমার চরণ বিচলিত হইতে দিবেন না, তোমার রক্ষক ঢুলিয়া পড়িবেন না। দেখ, যিনি ইস্রায়েলের রক্ষক তিনি ঢুলিয়া পড়েন না, নিদ্রা যান না। সদাপ্রভুই তোমার রক্ষক,সদাপ্রভুই তোমার ছায়া, তিনি তোমার দক্ষিন পার্শ্বে"।

গীতসংহিতা ১৩৯:৭-১০;"আমি তোমার আত্মা হইতে কোথায় যাইব তোমার সাক্ষাৎ হইতে কোথায় পলাইব ? যদি স্বর্গে গিয়া উঠি,সেখানে তুমি; যদি পাতালে শয্যা পাতি,দেখ সেখানেও তুমি। যদি অরুণের পক্ষ অবলম্বন করি,যদি সমুদ্রের পরপ্রান্তে বাস করি,সেখানেও তোমার হস্ত আমাকে চালাইবে,তোমার দক্ষিণ হস্ত আমাকে ধরিবে"।

ইব্রীয় ১৩ : ৫-৬;"তোমাদের আচার-ব্যবহার ধনাসক্তিবিহীন হউক;তোমাদের যাহা আছে,তহাতে সন্তুষ্ট থাক; কারণ তিনিই বলিয়াছেন,"আমি কোন ক্রমে তোমাকে ছাড়িব না,ও কোন ক্রমে তোমাকে ত্যাগ করিব না।" অতএব আমরা সাহসপূর্বক বলিতে পারি,"প্রভু আমার সহায়,আমি ভয় করিব না;মনুষ্য আমার কি করিবে ?"।

ঈশ্বরের সন্তান হিসাবে আমাদের কখনই একা অনুভব করা উচিত নয়। আমাদের পিতা সর্বদা নজর রাখেন এবং সর্বদা নিকটে থাকেন।

ঈশ্বরের বিধানের প্রতিশ্রুতি

মূল সত্য

তার কোমল যত্নে, আমাদের স্বর্গীয় পিতা সর্বদা আমাদের সাথে আছেন।

নিচের পদগুলি আপনাকে ঈশ্বরকে আপনার সরবরাহ কারীর উপর নির্ভর করার বিষয়ে কি শিক্ষা দেয় ?

মথি ৬: ২৫-২৬;"এই জন্য আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, 'কি ভোজন করিব, কি পান করিব' বলিয়া প্রাণের বিষয়ে, কিম্বা 'কি পরিব'বলিয়া শরীরের বিষয়ে ভাবিত হইও না; ভক্ষ্য হইতে প্রাণ ওবস্ত্র হইতে শরীর কি বড় বিষয় নয়? আকাশের পক্ষীদের প্রতি দৃষ্টিপাত কর; তাহারা বুনেও না, কাটেও না,গোলাঘরে সঞ্চয়ও করে না,তথাপি তোমাদের স্বর্গীয় পিতা তাহাদিগকে আহার দিয়া থাকেন;তোমরা কি তাহাদের হইতে অধিক শ্রেষ্ঠ নও ?"

রোমীয় ৮: ৩২ ;"যিনি নিজ পুত্রের প্রতি মমতা করিলেন না,কিন্তু আমাদের সকলের নিমিত্ত তাঁহাকে সমর্পন করিলেন, তিনি কি তাঁহার সহিত সমস্তই আমাদিগকে অনুগ্রহপূর্বক দান করিবেন না ?"

ফিলিপিয় ৪: ১৯," আর আমার ঈশ্বর গৌরবে খ্রিষ্ট যীশুতে স্থিত আপন ধন অনুসারে তোমাদের সমস্ত প্রয়োজনীয় উপকার পূর্ণরূপে সাধন করিবেন।"

মথি ৭: ৭-১১ পড়ুন;"যাচঞা কর, তোমাদিগকে দেওয়া যাইবে;অন্বেষন কর, পাইবে; দ্বারে আঘাত কর,তোমাদের জন্য খুলিয়া দেওয়া যাইবে। কেননা যে কেহ যাচঞা করে , সে গ্রহন করে; এবং যে অন্বেষন করে সে পায়; আর যে আঘাত করে,তাঁহার জন্য খুলিয়া দেওয়া যাইবে। তোমাদের মধ্যে এমন লোক কে যে, আপনার পুত্র রুটি চাহিলে তাহাকে পাথধর দিবে, কিম্বা মাছ চাহিলে তাহাকে সাপ দিবে ? অতএব তোমরা মন্দ হইয়াও যদি তোমাদের সন্তানদিগকে উত্তম উত্তম দ্রব্য দান করিতে জান, তবে ইহা কত অধিক নিশ্চয় যে, তোমাদের স্বর্গস্থ পিতা, যাহারা তাঁহার কাছে যাচঞা করে, তাহাদিগকে উত্তম উত্তম দ্রব্য দান করিবেন ।" **১১** পদ অনুসারে, যারা জিজ্ঞেস করেন, তাদের কে পিতা কি ধরনের উপহার দিবেন ?

ঈশ্বর তার সন্তানদের শুধুমাত্র ভাল উপহার দেয়। তার ভালবাসা এবং প্রজ্ঞা থেকে তিনি প্রায়শ আমরা যা চাই তা প্রতিরোধ করে এবং পরিবর্তে তিনি যা জানেন তা আমাদের জন্য সর্বোত্তম। এগুলি তার ঐশ্বর্য্য ও প্রজ্ঞার উপর নির্ভর করার সুযোগ রয়েছে, এমনকি যখন আমরা তার উপায় গুলি বুঝতে পারি না।

মথি ৬: ২৩-২৪ পদ পড়ুন;"কিন্তু তোমার চক্ষু যদি মন্দ হয়, তবে তোমার সমস্ত শরীর অন্ধকারময় হইবে। অতএব তোমার আন্তরিক দিপ্তী যদি অন্ধকার হয়, সেই অন্ধকার কত বড়! কেহই দুই কর্তার দাসত্ব করিতে পারে না; কেননা সে হয় ত একজনকে দ্বেষ করিবে, আর একজনকে প্রেম করিবে,নয় ত একজনের প্রতি অনুরক্ত হইবে, আর একজনকে তুচ্ছ করিবে; তোমরা ঈশ্বর এবং ধন উভয়ের দাসত্ব তরিতে পার না।"ঈশ্বর যদি পাখি এবং মাঠের ঘাসের যত্ন নেন তবে আমাদের অবশ্যই বিশ্বাস করতে হবে যে তিনি অবশ্যই তার প্রিয় সন্তানদের যত্ন নেবেন। আমাদের এই অস্থায়ী বিষয়গুলি সম্পর্কে উদবিঘ্ন না হওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ৩২ পদে আমরা শিখেছি যে, এগুলি অইহুদিদের উদ্বেগ, যারা ঈশ্বরকে জানেনা তাদের বোঝায়।

আপনার বর্তমানে যে চিন্তা, উদ্বেগ বা যত্ন রয়েছে সেগুলি কি ?

মথি ৬: ৩৩ পদ অনুসারে,"কিন্তু তোমরা প্রথমে তাঁহার রাজ্য ও তাঁহার ধার্মিকতার বিষয়ে চেষ্টা কর, তাহা হইলে ঐ সকল দ্রব্যও তোমাদিগকে দেওয়া হইবে।" উদ্বেগের প্রতিকার কি ?

মূল সত্য

তার কোমল যত্নে, আমাদের স্বর্গীয় পিতা আমাদের সমস্ত চাহিদা পুরন করবেন।

ঈশ্বরের সুরক্ষার প্রতিশ্রুতি

ভয় না পাওয়ার জন্য বাইবেলে ৩৬৫ টি আদেশ রয়েছে। সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের সন্তান হিসাবে, আমরা তার মধ্যে নিরাপদে থাকতে পারি।

নিম্নলিখিত শাস্ত্রপদগুলি পড়ুন এবং ঈশ্বর আপনার সুরক্ষা সর্ম্পকে কি বলে তা লিখুন।

যিশাইয় ৫৪: ১৭;"যে কোন অস্ত্র তোমার বিপরীতে গঠিত হয়, তাহা সার্থক হইবে না;যে কোন জিহ্বা তোমার বিচারে প্রতিবাদিনী হয়, তাহাকে তুমি দোষী করিবে। সদাপ্রভুর দাসদের এই অধিকার, এবং আমা হইতে তাহাদের এই ধার্মিকতা লাভ হয়, ইহা সদাপ্রভু কহেন"।

গীতসংহিতা ৯১: ১-১২; (বাইবেল খুলুন এবং পড়ুন)

গীতসংহিতা **১২১:** ৫-৮;"(বাইবেল খুলুন এবং পড়ুন)

মূল সত্য

তার কোমল যত্নে, আমাদের স্বর্গীয় পিতা আমাদের রক্ষা করে রাখেন।

আমাদের স্বর্গীয় পিতা তার বাক্যটিতে তার শৃঙ্খলা, সুরক্ষা এবং বিধান সর্ম্পকে আমাদের নিশ্চয়তা দেওয়ার জন্য প্রচুর পরিমান যায়। আমাদের অবশ্যই বিশ্বাসে সাড়া দিতে হবে, আমাদের জীবনকে এবং আমাদের সমস্ত উদ্বেগকে তার রক্ষনা বেক্ষন এর উপর অর্পন করতে হবে। ঈশ্বরের গৌরব , শক্তি, এবং সার্বভৌমত্ব তার সৃষ্টিতে প্রর্দশিত হয়, তার ঐশ্বরিক চরিত্রের গভীরতা তার পিতৃত্বের মধ্যে প্রর্দশিত হয়। ঈশ্বরের ভালবাসা, ধৈর্য্য, দয়া, করুনা এবং মঙ্গল আমাদের এবং তার সন্তানদের সাথে তার সর্ম্পকের মধ্যে প্রকাশিত হয়। আপনার বাইবেলে নিম্ন লিখিত পদগুলি দেখুন এবং আপনি আমাদের স্বর্গীয় পিতার চরিত্র সর্ম্পকে যা শিখেন তা লিখুন।

১ম যোহন ৩: ১;"দেখ, পিতা আমাদিগকে কেমন প্রেম প্রদান করিয়াছেন যে, আমরা ঈশ্বরের সন্তান বলিয়া আখ্যাত হই;আর আমরা তাহাই বটে। এই জন্য জগৎ আমাদিগকে জানে না, কারণ সে তাঁহাকে জানে নাই"।

২য় পিতর ৩: ৯;"প্রভু নিজ প্রতিজ্ঞা বিষয়ে দীর্ঘসূত্রি নহেন-যেমন কেহ কেহ দীর্ঘষূত্রিতা জ্ঞান করে- কিন্তু তোমাদের পক্ষে তিনি দীর্ঘ সহিষ্ণু; কতকগুলি লোক যে বিনষ্ট হয়, এমন বাসনা তাঁহার নাই;বরং সকলে যেন মন পরিবর্তন পর্যন্ত পৌঁছিতে পারে,এই তাঁহার বাসনা।"

ইফিষীয় ১: ৫;"তিনি আমাদিগকে যীশু খ্রীষ্ট দ্বারা আপনার জন্য দত্তকপুত্রতার নিমিত্ত পূর্ব হইতে নিরূপণও করেছিলেন; ইহা তিনি নিজ ইচ্ছার হিতসংঙ্কল্প অনুসারে, নিজ অনুগ্রহের প্রতাপের প্রশংসার্থে করিয়াছিলেন।"

২য় করিন্থীয় ১: ৩;"ধন্য আমাদের প্রভু যিশু খ্রীষ্টের ঈশ্বর ও পিতা; তিনিই করুণা-সমষ্টির পিতা এবং সমস্ত স্বান্তনার ঈশ্বর"।

১ম পিতর ১: ৩;"ধন্য আমাদের প্রভু যিশু খ্রীষ্টের ঈশ্বর ও পিতা;তিনি নিজ বিপুল দয়া অনুসারে মৃতগণের মধ্য হইতে যীশু খ্রীষ্টের পুনরুত্থান দ্বারা, জীবন্ত প্রত্যাশার নিমিত্ত আমাদিগকে পুনর্জন্ম দিয়াছেন"।

ঈশ্বরের দত্তক নেওয়া সন্তান হিসাবে, আমরা তার সমস্ত কিছুর উত্তরাধিকারী হয়ে উঠি। আমাদের উত্তরাধিকারের সম্পদ আবিষ্কার করতে নিম্নলিখিত পদগুলি পড়ুন।

গীতসংহিতা ৫০: ১০-১২;"কেননা বনের সমস্ত জন্তু আমার, সহস্র সহস্র পর্বতীয় পশু আমার। আমি পর্বতগণের সমস্ত পক্ষীকে জানি, মাঠের প্রাণীসকল আমার সম্মুখবর্তী। আমি ক্ষুধিত হইলে তোমাকে বলিব না; কেননা জগৎ ও তাহার সমস্তই আমার"।

হগয় ২:৮;"রৌপ্য আমারই,স্বর্ণও আমারই,ইহা বাহিনীগণের সদাপ্রভু বলেন"।

১ম পিতর ১: ৪ পড়ুন।"অক্ষয়, বিমল ও অজর দায়াধীকারের নিমিত্ত দিয়াছেন; সেই দায়াধীকার স্বর্গে তোমাদের নিমিত্ত সঞ্চিত রহিয়াছে"। একই সাথে আমাদের উত্তরাধিকার কোথায় ?

আপনি ঈশ্বরের একটি দত্তক সন্তান কিভাবে বা কোন উপায়ে নিজেকে দেখাতে তা প্রভাবিত করা উচিত ?

আমি আশা করি এই অধ্যায়টি আপনার স্বর্গীয় পিতা হিসাবে ঈশ্বর সম্পর্কে আপনার উপলব্ধিকে আরও গভীর করতে সাহায্য করেছে। পরের অধ্যায় ঈশ্বরের কাছ থেকে অন্য উপহারের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, বিশেষ করে তাদের জন্য সংরক্ষিত যারা অনুতাপ করে এবং খ্রীষ্ট যিশুকে উদ্ধারকর্তা হিসাবে গ্রহন করে-পবিত্র আত্মা।

অধ্যায় ৩
পবিত্র আত্মা

আমার মনে আছে ক্যাথলিক ম্যাসে বসে এবং পুরোহিতকে পবিত্র আত্মার উল্লেখ করতে শুনেছি। আমি জানতাম না এটা কি, কিন্তু আমি জানতাম "এটা" একরকম গুরুত্বপূর্ণ। আত্মার চারপাশের রহস্য আমার জীবনের পরবর্তী পনের বছর থেকে গেল। এমনকি যখন আমি খ্রীষ্টকে প্রভু হিসাবে পেয়েছিলাম তখন পবিত্র আত্মার সাথে একটি শক্তিশালী সাক্ষাতের সম্মুখীন হওয়ার পরেও, আমি এখনও এটি সম্পর্কে কিছুই জানতাম না। দুর্ভাগ্যবশত গির্জায় পবিত্র আত্মার বিষয়ে অনেক বিভ্রান্তি রয়েছে। অনেকে বিশ্বাস করেন যে "এটি" ঈশ্বরের থেকে সৃষ্ট প্রভাব বা ঈশ্বর খ্রীস্টানকে প্রদান করে এমন একটি শক্তি-এক ধরণের তারকা যুদ্ধ "শক্তি" যা একজন খ্রীস্টান ট্যাপ করতে পারে। বাইবেল আত্মা সম্বন্ধে যা শেখাতে শুরু করেছে, আমি শিঘ্রই বুঝতে পারলাম এটি একজন।

পাঠ ১ - পবিত্র আত্মা কে ?

পবিত্র আত্মা যীশুর মতোই ঈশ্বরের একটি অংশ, শক্তি এবং গৌরবের সমান, পবিত্র ত্রিত্বকে সম্পূর্ণ করার সাথে সাথে তারা একসাথে কাজ করে। আত্মার মাধ্যমেই ঈশ্বর তার সন্তানদের সাথে যোগাযোগ করেন, নিজেকে এবং হৃদয়ের গভীর পাপ প্রকাশ করেন। পিতা এবং পুত্রের মতো, পবিত্র আত্মা চিরন্তন, সর্বব্যাপী (সর্বত্র,সর্বদা),সর্বশক্তিমান (সর্বশক্তিমান), এবং সর্বজ্ঞ (সর্বজ্ঞ)।

নিচের ধর্মগ্রন্থগুলো পবিত্র আত্মা সম্পর্কে কি বলে ?

ইব্রীয় ৯: ১৪ পদ পবিত্র আত্মা হ'ল ----------
গীতসংহিতা ১৩৯: ৭-১০ পদ। পবিত্র আত্মা হ'ল ----------
লুক ১: ৩৫ পদ। পবিত্র আত্মা হ'ল ----------
১ম করিন্থীয় ২: ১০-১১ পদ। পবিত্র আত্মা হ'ল ----------

তিনি ব্যক্তিত্বের সংজ্ঞায়িত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী যা নিম্নলিখিত শাস্ত্রে প্রকাশ করা হয়েছে:

- তাঁর ইচ্ছা আছে (১ম করিন্থীয় ১২:১১ পদ)।
- তিনি ভালবাসেন রোমীয় ১৫:৩০ পদ)।
- তিনি দুঃখিত হন (ইফিষীয় ৪: ৩০ পদ)।
- তাঁকে মিথ্যা বলা যেতে পারে প্রেরিত ৫: ৩ পদ)।
- তিনি আমাদের ঈর্ষান্বিতভাবে কামনা করেন (যাকোব ৪: ৫ পদ)।
- তাতে শান্ত করা বা দমন করা যেতে পারে (১ম থিষলনিকীয় ৫: ১৯ পদ)।

- তিনি পরিত্রাতা, মানুষের প্রত্যাক্ষান দ্বারা অপমানিত হয় (ইব্রীয় ১০: ২৯ পদ)।
- তিনি কথা বলেন (১ম তিমথীয় ৪: ১ পদ)।
- তিনি সত্য (১ম যোহন ৫: ৬ পদ)।

মৌলিক সত্য

পাবত্র আত্মা একটি অস্পষ্ট মহাজাগতিক শক্তি বা নিছক প্রভাব নয়। তিনি একটি ঐশ্বরীক ব্যক্তি। তিনি ঈশ্বর।

পাঠ ২ - পবিত্র আত্মার কাজ

পবিত্র আত্মা নতুন জন্ম দেয়, পবিত্র আত্মা খ্রীস্টের মধ্যে নতুন জীবন পাওয়ার মাধ্যমে প্রদান করে। যীশু চেয়েছিলেন তাঁর অনুগামীরা আত্মার পুনর্জন্মমূলক কাজ যেন বুঝতে পারে। যোহন ৩:১-৮ পদ পড়ুন। (বাইবেল দেখুন)

যীশু নিকোদিমকে কি বলেছিলেন ঈশ্বরের রাজ্য দেখতে হলে তাকে অবশ্যই কি করতে হবে ?

যীশু শিখিয়েছিলেন যে প্রত্যেক পুরুষ এবং মহিলাকে স্বর্গে যাওয়ার জন্য দুটি জন্মের অভিজ্ঞতা নিতে হবে-একটি শারীরিক জন্ম (জল) এবং একটি আধ্যাত্মিক জন্ম (আত্মার দ্বারা)। নিকোদিমকে পবিত্র আত্মার সাথে সাহায্য করার জন্য,যীশু তাঁকে এবং তাঁর কাজকে বাতাসের সাথে ৮ তম পদের সাথে তুলনা করছেন।

- তিনি তাঁর ইচ্ছামত কাজ করেন। বাতাস অদৃশ্য,তবুও শক্তিশালী।
- আপনি বাতাস দেখতে পাচ্ছেন না কিন্তু এর প্রভাব দৃশ্যমান। একইভাবে পবিত্র আত্মা অদৃশ্য কিন্তু একজন ব্যক্তির জীবন ও পরিস্থিতিতে তার শক্তির প্রভাব বিদ্যমান।
- পরিশেষে বায়ু যেমন জীবনদানকারী,তেমনি পবিত্র আত্মাও জীবন শক্তির প্রমান দৃশ্যমান।

আপনি নিম্নলিখিত পদ থেকে আমাদের জীবনে পবিত্র আত্মার কাজ সম্পর্কে কি শিখেন?

যোহন ৬:৬৩;"আত্মাই জীবনদায়ক, মাংস কিছু উপকারী নয়; আমি তোমাদিগকে যে সকল কথা কহিয়াছি,তাহা আত্মা ও জীবন"।

তীত ৩:৫;"কিন্তু আপনার দয়া অনুসারে, পুনর্জন্মের স্নান ও পবিত্র আত্মার নূতনীকরণ দ্বারা আমাদিগকে পরিত্রান করিলেন"।

পবিত্র আত্মা আমাদের জীবনকে রূপান্তরিত করে

পবিত্র আত্মা অদৃশ্য,তবুও শক্তিশালী,এবং সমস্ত বিশ্বাসীদের হৃদয়ে বাস করে এবং নতুন জীবন দেয়। আমরা তাকে দেখতে পাই না তবুও তার উপস্থিতির প্রভাব আমাদের জীবনে দৃশ্যমান। প্রত্যেক বিশ্বাসীকে খ্রিষ্টের প্রতিমূর্তিতে রূপান্তরিত করা তার কাজ। আপনি নিম্নলিখিত পদ থেকে পবিত্র আত্মার সম্পর্কে কি শিখেন ?

২পিতর ১:৩-৪;"কারণ যিনি নিজ গৌরবে ও সদ্গুনে আমাদিগকে আহ্বান করিয়াছেন, তাঁহার তত্ত্বজ্ঞান দারা তাঁহার ঈশ্বরীয় শক্তি আমাদিগকে জীবন ও ভক্তি সম্বন্ধীয় সমস্ত বিষয় প্রদান করিয়াছে। আর ঐ গৌরবে ও উৎকর্ষে তিনি আমাদিগকে মহা মূল্য অথচ অতি মহৎ প্রতিজ্ঞা সকল প্রদান করিয়াছেন, যেন তদ্দারা তোমরা অভিলাষমূলক সংসারব্যপি ক্ষয় হইতে পলায়ন করিয়া, ঈশ্বরীয় স্বভাবে সহভাগী হও"।

যিহিস্কেল ৩৬:২৬-২৭;"আর আমি তোমাদিগকে নতুন হৃদয় দিব,ও তোমাদের অন্তরে নতুন আত্মা স্থাপন করিব;আমি তোমাদের মাংস হইতে প্রস্তরময় হৃদয় দূর করিব,ও তোমাদিগকে মাংসময় হৃদয় দিব। আর আমার আত্মাকে তোমাদের অন্তরে স্থাপণ করিব, এবং তোমাদিগকে আমার বিধিপথে চালাইব, তোমরা আমার শাসনসকল নক্ষা করিবে ও পালন করিবে"।

---

১ করিন্থীয় ২:১২-১৬ (বাইবেল পদগুলি দেখুন)

খ্রিষ্টান বিশ্বাসের সুসমাচারের একটি দিক হল ঈশ্বর আমাদের নিজেদেরকে সংস্কার বা উন্নত করতে বলছেন না। বাস করা পবিত্র আত্মার দ্বারা, ঈশ্বর আমাদের ভিতর থেকে বাইরে পরিবর্তন করবেন! আমরা দৈনন্দিন তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা খোঁজার এবং তাঁর পবিত্র আত্মার শক্তিতে তাঁর শৃঙ্খলার সাথে সহযোগীতার মাধ্যমে রূপান্তরের এই প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহন করি। আমরা যখন ব্যাক্তিগত ভক্তিতে ঈশ্বরের নিকটবর্তী হই, তিনি আমাদের তাঁর হৃদয়, মন এবং খাঁটি প্রকৃতি দান করেন। আমাদের প্রতিদিন তাকে আত্মসমর্পন করতে হবে, সমর্পন করতে হবে এবং তাঁকে সহযোগিতা করতে হবে।

আত্মসমর্পন - অন্যের ক্ষমতা বা দখলে আনতে; পদত্যগ করা; সম্পূর্ণভাবে ছেড়ে দিতে।
সমর্পণ - অন্যের বিবেচনার বা বিচারের প্রতি অঙ্গীকার করা।
সহযোগিতা - অন্যের সাথে যৌথভাবে কাজ করা বা পরিচালনা করা।

ভিত্তিগত সত্য

পবিত্র আত্মা আমাদের বিশ্বাসীদের মধ্যে বাস করতে, নতুন জীবন দান করতে, খ্রীস্টের প্রতিমূর্তিতে রূপান্তরীত করতে আসেন।

পাঠ ৩ - পবিত্র আত্মা আমাদের সাহায্যকারী

যীশু গ্রেপ্তার হওয়ার কয়েক ঘন্টা আগে পবিত্র আত্মা আমাদের সহায়ক ছিলেন, তিনি তাঁর শিষ্যদের শেষ নৈশভোজে অংশ নিতে উপরের কক্ষে নিয়ে যান। **যোহন ১৩:১৭** পদে খ্রিষ্ট ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার আগে তাদের শেষ খাবারের সময় যা শিখিয়েছিলেন তার একটি বিবরণ দেয়। তিনি তাঁর অনুগামীদের পবিত্র আত্মার কথা বলেছিলেন, যাকে তিনি স্বর্গে ওঠার পর তাদের কাছে পাঠাবেন। আপনি নিম্নলিখিত পদ থেকে আমাদের জীবনে পবিত্র আত্মার সম্পর্কে কি শিখেন ?

যোহন ১৪: ১৬-২৭ (বাইবেল পদগুলি পড়ুন)

যোহন ১৫:২৬;"যাঁহাকে আমি পিতার নিকট হইতে তোমাদের কাছে পাঠাইয়া দিব,সত্যের সেই আত্মা যিনি পিতার নিকট হইতে বাহির হইয়া আইসেন-যখন সেই সহায় আসিবেন-তিনিই আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দিবেন"।

যোহন ১৬:৭-১৫ (বাইবেল পদগুলি পড়ুন)।

যীশু শিষ্যদের বলেছিলেন যে পবিত্র আত্মা অন্য একজন সহায়ক হবেন, যিনি তাদের সাথে এবং তাদের মধ্যে থাকবেন।

কিভাবে পবিত্র আত্মা আমাদের সাহায্য করে ?

পবিত্র আত্মা আমাদের সাহায্য করেন----------(রোমীয় ৮:২৬-২৭)

পবিত্র আত্মা আমাদের----------(রোমীয় ৮:১৪,যোহন ১৬:১৩)

পবিত্র আত্মা আমাদের----------(১যোহন২:২৭; যোহন ১৪:২৬)

পবিত্র আত্মা আমাদের শিক্ষা দেন----------(লূক ১২:১১-১২)

পাঠ ৪ - আত্মার পূর্নতা

আমরা পবিত্র আত্মার কাছে পৌঁছালে তিনি আমাদের পূর্ণ করেন। **ইফিষীয় ৫:১৮ পদে,** এই "পরিপূর্ণ হওয়া" কে নেশাগ্রস্থ হওয়ার সাথে তুলনা করা হয়েছে। আমরা যখন পবিত্র আত্মার কাছে আত্মসমর্পন করি, তিনি আমাদের জীবনকে প্রভাবিত করেন। তিনি আমাদের চিন্তাভাবনা,উদ্দেশ্য এবং আকাংখাকে পরিশুদ্ধ করে যার ফলে আমাদের আচরণের পরিবর্তন ঘটে।

যোহন ৭:৩৭-৩৯ পড়ুন।"শেষদিন, পর্বের প্রধান দিন, যীশু দাঁড়াইয়া উচ্চস্বরে কহিলেন, কেহ যদি তৃষ্ণার্ত হয়, তবে আমার কাছে আসিয়া পাণ করুক। যে আমাতে বিশ্বাস করে, শাস্ত্রে যেমন বলে, তাহার অন্তর হইতে জীবন্ত জলের নদী বহিবে। যাহারা তাঁহাতে বিশ্বাস করিত, তাহারা যে পবিত্র আত্মাকে পাইবে, তিনি সেই আত্মার বিষয়ে এই কথা কহিলেন; কারন তখনো পবিত্র আত্মা দত্ত হন নাই, কেননা তখনো যীশু মহিমাপ্রাপ্ত হননি"। ৩৭ পদে যীশু আধ্যাত্মিকভাবে তৃষ্ণার্তদের কোন কাজ দুটি করতে বলেছেন ?

তাহলে তাদের জীবনে কী প্রবাহিত হবে (৩৮ পদ) ?

আমরা যেমন আমাদের প্রয়োজন (তৃষ্ণা) স্বীকার করি,যীশুর প্রতি বিশ্বাস করি, তার কাছ থেকে পান করি, তিনি আপনাকে পরিপূর্ণ করে দেবেন। তার জীবন পূর্ণ হবে এবং উপচে পড়বে!

যিরমিয় ২:১৩ অনুসারে, "কেননা আমার প্রজাবৃন্দ দুইটি দোষ করিয়াছে, জীবন্ত জলের উনুই যে আমি, আমাকে তাহারা ত্যগ করিয়াছে;আর আপনাদের জন্য কূপ খনন করিয়াছে, আর সেইগুলি ভগ্ন কূপ, জলাধার হইতে পারে না"। ইস্রায়েল কোন দুটি মন্দ কাজ করেছিল ?

তাদের চাহিদা পূরনের জন্য ঈশ্বরের উপর নির্ভর করার পরিবর্তে, সন্তুষ্টি এবং পরিপূর্ণতার উৎস খুঁজতে। ইস্রায়েল সন্তানরা তাঁকে পরিত্যাগ করে। আপনি কি আপনার নির্মিত কুন্ড সম্পর্কে সচেতন ? কিভাবে আপনি খ্রীষ্টকে বাদ দিয়ে পরিপূর্নতা খোঁজার চেষ্টা করেন তা বর্ননা করুন।

পবিত্র আত্মার ফল

পবিত্র আত্মা ঈর্ষান্বিতভাবে আমাদের ভক্তি কামনা করেন না। তিনি একজন নমনীয় সত্তা এবং আমাদের ইচ্ছাকে লঙ্ঘন করবেন না বা আমাদের বাধ্য করবেন না। যীশু স্বেচ্ছায় নিজে আমাদের পাপের জন্য বলি হয়েছিলেন। পরিবর্তে,পাপীদের তাঁর কাছে আত্মসমর্পন করা উচিত। তিনি আমাদের উপচে পড়া পর্যন্ত পূর্ন করবেন। তার জীবনজল ভেতর থেকে প্রবাহিত হবে এবং আমাদের জীবনে ফল দেবেন।

গালাতীয় ৫:২২-২৩ পদে;"কিন্তু আত্মার ফল প্রেম, আনন্দ, শান্তি,দীর্ঘ সহিষ্ণুতা,মাধুর্য,মঙ্গলভাব,বিশ্বস্ততা,মৃদুতা,ইনিদ্রয় দমন; এই প্রকার গুনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নাই"। পবিত্র আত্মার যে ফলের কথা বর্ননা করেছেন। নীচে এই ফলের তালিকা লিখুন।

আপনার জীবনে পবিত্র আত্মার কোন ফলটির অভাব রয়েছে ?

আমাদের জীবনের আত্মার ফলের পরিমাপ সরাসরি আমাদের নির্ভরতার পরিমাপের সাথে জড়িত। ফল উৎপাদনের জন্য যেমন ফল গাছের রোদ,জল এবং ভাল মাটির প্রয়োজন হয়, তেমনি ঈশ্বরের সন্তানকে তার ফল বহন করার জন্য পবিত্র আত্মার উপর নির্ভরশীল হতে হবে। এই মুহুর্তে আপনার জীবনের সব ক্ষেত্রে তাঁর ব্যবস্থা আছে এবং আত্মার ফলের দ্বারা আপনার হৃদয় পূর্ণ করুন।

আত্মার উপহার

পবিত্র আত্মা আমাদের জীবনে আত্মার ফল দেয় না,তিনি আমাদের আধ্যাত্মিক উপহার দেন। আত্মার দান উপার্জন করা যায় না;তা বিশ্বস্ত সেবার জন্য যোগ্য। এগুলো আমাদের প্রাকৃতিক ক্ষমতা,ব্যক্তিগত চরিত্রের সাথে সম্পর্কিত নয়। এই উপহারগুলি কেবল ঈশ্বরের কৃপায় খ্রীস্টের দেহকে দেওয়া হয়। নতুন নিয়মের তিনটি অধ্যায় আধ্যাত্মিক উপহারের শিক্ষার জন্য নিবেদিত।

১ করিন্থীয় ১২-১৪ পড়ুন

১ করিন্থীয় ১২:৭ এবং ১১ অনুসারে, (বাইবেল পদ দুটি দেখুন); খ্রীষ্টের দেহের কোন সদস্যরা পবিত্র আত্মার আধ্যাত্মিক উপহার প্রদান করবে ?

আধ্যাত্মিক উপহার অনুশীলনের মূল উদ্দেশ্য কী হওয়া উচিত ? (১ করিন্থীয় ১৪:১২,২৬ পদ দেখুন)।

যখন আত্মার দানগুলি গর্ব এবং স্বার্থপরতার সাথে বা ভাইদের প্রতি ভালবাসা ছাড়াই ব্যবহার করা হয় তখন এর ফল কী হয় ? (১ করিন্থীয় ১৩:১-২পদ দেখুন)।

সম্পাদনা- তৈরী;নৈতিকতা,আধ্যাত্মিক উন্নতি,নির্দেশ।

আত্মার উপহারগুলি ব্যবহার করার ক্ষেত্রে সম্ভাব্য অপব্যবহারের কারণে,অনেক খ্রিষ্টান মন্ডলী বিষয়টিকে পুরোপুরি এড়িয়ে যায়। ১ করিন্থীয় ১২:১ পদে উপহার সম্বন্ধে পৌল কোন সতর্কবানী প্রদান করেন ?

---

১ করিন্থীয় ১২:৮-১০ এ পাওয়া আত্মার উপহারগুলি নীচে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে, যার মধ্যে প্রত্যেকটি সম্বন্ধে অতিরিক্ত শাস্ত্রও রয়েছে:

- প্রজ্ঞার বাক্য (প্রেরিত ৬:১০)
- জ্ঞানের বাক্য (১ করিন্থীয় ১:৫ রোমীয় ১৫:১৪)
- বিশেষ বিশ্বাস (প্রেরিত ৩:১-১৬)
- নিরাময়ের উপহার (মার্ক ৬:১৩; যাকোব ৫:১৪-১৬)
- অলৌকিক কাজ (প্রেরিত ৫:১২-১৫;ইব্রীয় ২:৪)
- ভবিষ্যদ্বানী (যাত্রাপুস্তক ৭:১-২; যিরমিয়১:৯; ১ করিন্থীয় ১৪:১-৫,২৪,২৫,৩৯)
- আত্মার বিচক্ষনতা (প্রেরিত ১৩:৯-১১; ইব্রীয় ৫:১৪)
- ভাষা (১ করিন্থীয় ১৪:১-৫; প্রেরিত ২:৩-১১; রোমীয় ৮:২৬,২৭)
- জিহ্বার ব্যাখ্যা (১ করিন্থীয় ১৪:১৩,২৭,২৮)
- সাহায্য করে (প্রেরিত ২০:৩৫)
- সরকার (১ তিমথীয় ৫:১৭)

আত্মার উপহার খ্রীষ্টের শরীরের প্রতিটি সদস্যকে বিতরণ করা হয়। আপনি যদি সচেতন হন, আপনার আধ্যাত্মিক উপহারগুলি কি ?

মূল সত্য

আমরা যেমন পবিত্র আত্মার কাছে সমর্পন করি, তিনি আমাদের মধ্যে আধ্যাত্মিক ফল উৎপন্ন করেন এবং আমাদের আধ্যাত্মিক উপহারগুলি প্রকাশিত হয়।

পাঠ ৫ - পবিত্র আত্মা দ্বারা ক্ষমতায়িত

১ করিন্থীয় ৬:১৭-২০ পদ সারসংক্ষেপ করুন।

যখন আমরা যীশুকে প্রভু হিসাবে গ্রহন করি, তখন আমরা তাঁর সাথে আত্মায় এক হয়ে যাই কারন পবিত্র আত্মা আমাদের মধ্যে বাস করে! আমাদের দেহ আত্মার আবাসস্থল, বা মন্দির হয়ে ওঠে, কারন তিনি আমাদের চিন্তা ভাবনা, বাক্য এবং কাজে গৌরব করার ক্ষমতা প্রদান করেন। এটি আত্মায় পরিপূর্ণ বা ধর্মান্তরীত হওয়ার পর প্রাপ্ত আত্মা হিসাবে পরিচিত।

শাস্ত্রে আমরা ধর্মান্তরের পর পবিত্র আত্মা গ্রহন এবং পবিত্র আত্মার দ্বারা বাপ্তিষ্ম নেওয়ার মধ্যে একটি স্পষ্ট পার্থক্য দেখতে পাই। তারা উভয়ে একই উৎস থেকে এসেছে, পবিত্র আত্মা নিজেই কিন্তু তাদের দুটি ভিন্ন উদ্দেশ্য রয়েছে।

লুক ১:১৫ পদে পবিত্র আত্মার বিষয়ে যোহন বাপ্তাইজ এই সম্পর্কে কি বলে ?

আমরা আমাদের রূপান্তরে পরিপূর্ণ, একইভাবে পবিত্র আত্মায়ও পূর্ণ ছিল। লূক ৩:১৬ পদে যীশু যখন আসবে এবং কি করবে এ সম্পর্কে যোহন কী বলেছিল ?

প্রেরিত ২:৩-৪৭ পদে যীশু কি তাঁর শিষ্যদের পবিত্র আত্মার আসার বা বাপ্তিস্মের বিষয়ে শিক্ষা দিয়েছিলেন ?

যীশুর পঞ্চাশত্তমীর দিন সম্পর্কে যা বলেছিলেন তা প্রেরিত ২:৩-৪৭ অনুসারে সংঘটিত হয়েছিল।

নিম্নলিখিত ঘটনা বর্ননা করুন।

প্রেরিত ২:৩-১৩

প্রেরিত ২:১৪-৩৬

প্রেরিত ২:৩৭-৪১

প্রেরিত ২:৪২-৪৭

প্রেরিত পিতর আরেকবার লিখেছিলেন যখন কৈসরিয়ায় বিধর্মীদের উপর আত্মার বাপ্তিস্ম হয়েছিল। প্রেরিত **১১:১৫-১৬** পদে পিতর আত্মা সম্পর্কে কি বলেছিলেন ?

লক্ষ্য করুন যে পিতর অইহুদিদের উপর আত্মার অবতরণ এবং পঞ্চাশত্তমীতে সংঘটিত আত্মার বাপ্তিস্মের মধ্যে কোন পার্থক্য করে না। তারা এক এবং একই। পবিত্র আত্মার বাপ্তিস্ম হল অলৌকিক উপায়ে আত্মার শক্তির বহিঃপ্রকাশ। যদিও এটিকে সাধারণের বাইরে ধরা যেতে পারে, এটি ভয়ের কিছু নয়। সাধারণ ঈশ্বরের বৈশিষ্ট্য নয়।

আত্মার বাপ্তিস্মও জোরালোভাবে বাস করার মত কিছু নয়। আমরা যীশুর উপাসনা ও গৌরব কিন্তু তাঁর শক্তির প্রকাশের চেষ্টা করব না। অন্য কথায়, আমরা দানকারীকে ভালবাসি,উপহার নয়। পিতর পরিকল্পনা করেননি বা কৈসরিয়ায় বিধর্মীদের উপর পবিত্র আত্মার অবতরণের জন্য অনুরোধ করেননি। ঈশ্বরের উদ্দেশ্য এবং গৌরবের জন্য এটি ছিল। সর্বদা আপনার হৃদয়ের উদ্দেশ্যগুলি নিয়ন্ত্রনে রাখুন।

পাঠ ৬ - আত্মার মন্ত্রনালয়

যীশু খ্রিষ্ট যেমন তাঁর পার্থিব পরিচর্যার সময় তাঁর শিষ্যদের চাহিদা পূরণ করেছিলেন, তেমনি পবিত্র আত্মা প্রত্যেক ব্যবহারকারীকে অত্যন্ত ব্যবহারিক উপায়ে মন্ত্রী হিসেবে সেবা করেছিলেন। এই পাঠটি আমাদের জীবনে পবিত্র আত্মার পরিচর্যার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে আমাদের সান্ত্বনাকারী, সহচর, দৃঢ় প্রত্যয়ী এবং পরামর্শদাতা হতে হবে।

সান্ত্বনাকারী

তিনি আপনাকে আরেকটি সান্ত্বনা দেবেন, যাতে তিনি চিরকাল আপনার সাথে থাকতে পারেন। (যোহন ১৪:১৬ কে জে ভি)

পবিত্র আত্মা যে আরাম প্রদান করেন তার দুটি অংশ রয়েছে। যখন আমরা কষ্টের মধ্যে বা প্রয়োজনের মধ্যে থাকি, তিনি আমাদেরকে মায়ের অসীম কোমলতা প্রদান করেন এবং জীবনের পরীক্ষা ও হতাশা সহ্য করার জন্য আমাদের সাহস যোগান। আরাম শব্দটি ল্যাটিন শব্দ ফোর্টিস থেকে, যেখান থেকে আমরা ফোর্টিফাই শব্দটি পেয়েছি।

একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা সম্পর্কে লিখুন যখন আপনি পবিত্র আত্মার শক্তিশালী সান্ত্বনা কি তা জানেন।

সহচর

আমি সবসময় তোমার সঙ্গে আছি, এমন কি বয়সের শেষ পর্যন্ত (মথি ২৮:২০ পদ)। খ্রিস্টান হিসেবে আমরা কখনো একা নই। যাইহোক, আমাদের জীবনের পরিস্থিতি প্রায়ই আমাদের উপর চাপ দেয় এবং আমাদের খুব একা অনুভব হয়। এই সময়ে, আমরা শত্রুর আক্রমণের জন্য অত্যন্ত দুর্বল হয়ে উঠতে পারি। আমাদের অবশ্যই ঈশ্বরের কাছাকাছি যেতে হবে, তাঁর প্রেমময়, যত্নশীল উপস্থিতির প্রতিশ্রুতি বিশ্বাস করে এবং তাঁর বাক্যের প্রতি অগ্রসর হতে হবে, তাঁর সাহচর্য আমাদের আবেগগত চাহিদা পূরণ করবে।

যাকোব ৪: ৭-১০ পদ পড়ুন। আপনি কি ভাবে একাকীত্ব, হতাশা বা ভবিষ্যতে শত্রুর আক্রমণের প্রতিক্রিয়া জানাতে পারেন ?

দৃঢ় প্রত্যয়ী

যখন তিনি আসবেন, বিশ্বকে পাপের বিষয়ে দোষী সাব্যস্ত করবেন। যোহন ১৬: ৮ পদ এন,এ,এস,বি)।

কারন আত্মা পবিত্র, তিনি আমাদের মধ্যে তাঁর পবিত্রতা পুনরুত্পাদন করবেন। পবিত্রতা মানে ঈশ্বরের সাথে অবিচ্ছিন্ন। আমাদের জীবনে এমন কোন চিন্তা বা কাজ যা পবিত্র নয়, যা পবিত্র আত্মাকে দুঃখ দেয়।

ধন্যবাদ, তিনি আমাদের অশুচিতায় আমাদের কাছ থেকে সরে যান না, বরং পরিবর্তে, তিনি আমাদের বিবেকের মাধ্যমে দোষী সাব্যস্থ করেন এবং আমাদের সাথে কথা বলেন।

আমাদের বিবেক হ'ল আমাদের অভ্যন্তরীন বিচারক যা সতর্ক করে এবং যখন আমরা পাপ নিয়ে চিন্তা ভাবনা করি বা অংশ নিই তখন আমাদের আত্মায় শোক অনুভব করতে দেয়। বাইবেল আমাদের স্পষ্ট বিবেক বজায় রাখতে অনুরোধ করে। আমরা যদি গতি রোধ করার জন্য বাধ্যতা এবং অনুশোচনা দিয়ে দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানাতে শিখি তবে তিনি আমাদের পাপ থেকে রক্ষা করবেন।
এমন একটি সময় বর্ননা করুন যখন আপনি পবিত্র আত্মার প্রত্যয় অনুভব করছেন। আপনি কি বৃদ্ধি পাচ্ছেন ?

পরামর্শ দাতা:

এবং তাঁর নাম বলা হবে চমৎকার পরামর্শ দাতা। (যিশাইয় ৯:৬ এন.এ.এস.বি)

আমাদের তাঁর বাক্যের মাধ্যমে, ধার্মিক ব্যক্তিদের দ্বারা এবং তাঁর পবিত্র আত্মার অর্ন্তনিহীত পরামর্শ দ্বারা আমাদের উপদেশ দিয়েছেন। ঈশ্বরের উপস্থিতিতে আমরা সময় কাটাতে শিখতে পারি এবং তাঁর ইচ্ছা বুঝতে পারি। অনেক খ্রিস্টান বৃদ্ধি পেতে অবহেলা করে, প্রতিদিনের অনুশোচনাগুলির মাধ্যমে ঈশ্বরের সাথে ঘনিষ্ঠতা এবং পবিত্রাত্মার দিক নির্দেশনা এবং পরামর্শ হীনতা, জীবনের মধ্য দিয়ে হোচট খাওয়া অবিরত থাকে। এই অনুশাসনটি শুরু করার জন্য প্রস্তাবিত বইয়ের পরিশিষ্ট (খ) দেখুন।

আপনি আজ যে পরিস্থিতির মোকাবেলা করছেন তার জন্য আপনার কি ঈশ্বরের জ্ঞান প্রয়োজন ?

যাকোব ১: ৫-৬ পদে ঈশ্বর কী প্রতিশ্রুতি দেয় ?

সত্য ভিত্তি

পবিত্র আত্মা আমাদের সমস্যাগুলির মধ্যে আমাদের স্নেহকারী, আমাদের চিরকালের সঙ্গি, প্রলোভনের মধ্য দিয়ে আমাদের দোষী সাব্যস্থ করে এবং যখন আমাদের নির্দেশনা এবং বুদ্ধির প্রয়োজন হয়।

ঈশ্বর পিতা, ঈশ্বর পুত্র এবং ঈশ্বর পবিত্র আত্মা: ঈশ্বরের তিনটি বৈশিষ্ট সম্পর্কে আপপনার আরও ভাল ধারনা রয়েছে। তারা একসাথে পবিত্র ত্রিত্ত্বকে, তিন ব্যক্তি হিসাবে এক ঈশ্বরকে শক্তি ও মহিমায় সমান করে তোলে। পরবর্তী অধ্যায়ে, আপনি খ্রিস্টের পবিত্র করনের কাজটি আপনার জীবনে কার্যকর হবার সাথে সাথে একজন পরিপক্ক খ্রিস্টান হয়ে ওঠার অর্থ কি তা শিখবেন।

অধ্যায় ৪

আধ্যাত্মিক বৃদ্ধি ও পরিপক্কতা

যখন আমি ১৩ বছর বয়সী তখন আমার এক বন্ধু আমাকে তার বেস বল দলে যোগ দেওয়ার জন্য রাজি করিয়েছিলেন যে আমি কখনোই কোন সংঘটিত খেলায় অংশ নেইনি, এবং আমার একমাত্র বেস বলের অভিজ্ঞতা ছিল, মাঝেমধ্যে স্কুল খেলার মাঠে । অনুশীলনের প্রথম দিনে আমি দুটি জিনিস শিখেছি: বেস বলের ক্ষেত্রে আমি ভিতু ছিলাম এবং দলের অন্য সবাই সত্যই ভাল ছিল।

অনুশীলনের পরবর্তী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে, আমি যা করতে চেয়েছিলাম তা ছাড়তে হয়েছিল। আমার শারীরিক দক্ষতা ছিল তবে খেলাটির জন্য কোনও উন্নত দক্ষতা ছিল না। আমি নিজেকে ধারাবাহিকভাবে অপ্রতুল বোধ করতে দেখলাম, তবে আমার বন্ধু আমাকে সেখানে প্রবেশ করতে উৎসাহিত করেছিল। সময়ের সাথে সাথে, আমি আরও সহজে বলটি ধরতে, ফিল্ডিং করতে এবং বলটিকে আঘাত করতে শুরু করি। এমন কি "সব থেকে ভাল খেলার জন্য" ও দলের সর্বোচ্চ ব্যাটিং এবং গড়েরও একটি রেকর্ড ছিল এ জন্য একটি ট্রফিও পেয়েছিলাম।

আধ্যাত্মিক ভাবে বৃদ্ধি এবং ঈশ্বরের সাথে আনুগত্যের মধ্য দিয়ে পথ চলা ও শৃঙ্খলা। কি ভাবে আধ্যাত্মিক ভাবে পরিপক্ক হতে হয় এই প্রক্রিয়াটিকে অবহেলা না করে, একজন খ্রিস্টান কখনোই পুরোপুরি অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারে না যে ঈশ্বর তাদের পরিবর্তন করতে চান।

পাঠ- ১- পৌল এর উদাহরন

বাইবেল, একটি নতুন বিশ্বাসীকে খ্রিস্টের সন্তান হিসাবে বর্ননা করেছেন। পূর্ণ বয়সে পৌছানোর আগে যেমন একটি সুস্থ শিশু বৃদ্ধির বিভিন্ন পর্যায়ে অভিজ্ঞতা অর্জন করে, তেমনি শিশু খ্রিস্টানকে আধ্যাত্মিক পরিপক্কতার পথে অবিচ্ছিন্ন অগ্রসর হওয়া উচিত। এটি মর্মান্তিক হয় যখন শিশু বড় হতে ব্যর্থ হয় এবং একটি সুস্থ পরিপক্ক প্রাপ্ত বয়স্ক হয়ে ওঠে না। এটি একই ভাবে বেদনা দায়ক যখন একজন খ্রিস্টান আধ্যাত্মিক পরিপূর্ণতা এবং পরিপক্কতার অভাব বন্ধ করে দেয়। আমাদের স্বর্গীয় পিতা তাঁর সমস্ত সন্তানকে বিশ্বাসের পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে বিকাশ করতে চান।

প্রেরিত পৌলের জীবন আধ্যাত্মিক ভাবে কি ভাবে ধাবিত হয় তার জন্য গুরুত্বপূর্ণ উদাহরন প্রদান করেন।

পৌলের উদ্ধার

পৌল তার কৈশোর থেকে একজন ধার্মিক ব্যাক্তি ছিলেন, বিন্তু তার জীবনের অনেক পরে তিনি খ্রিস্টের উপরে বিশ্বাস আনেন। নীচের শাস্ত্র পদগুলি থেকে আপনি পৌলের জীবন থেকে কী শিখতে পারেন ?

প্রেরিত ২২: ৩ পদ

প্রেরিত ২৩: ৬ পদ

প্রেরিত ২৬: ৪ - ৫ পদ

গালাতীয় ১: ১৪ পদ

ফিলিপীয় ৩: ৪ - ৬ পদ

পৌল তার ইহুদী ধর্ম এবং এর আইন সম্পর্কে উদ্বিগ্নতায় খ্রিস্টীয় মন্ডলীর উপর অত্যাচার সব চেয়ে স্পষ্টভাবে প্রদর্শিত হয়েছিল। তিনি বিশ্বাস করেছিলেন যে খ্রিস্টের অনুসারীদের উপর অত্যাচার করা ঈশ্বরের সেবা, সুতরাং তিনি তার স্পষ্ট বিবেক নিয়ে করেছিলেন। নিম্ন লিখিত শাস্ত্রে বিশ্বাসীদের প্রতি পৌলের কর্মের সংক্ষিপ্তসার করুন। (দ্রষ্টব্য: পৌল খ্রিস্টে ধর্ম্মান্তরীতের পূর্বে তাকে শৌল বলা হত)।

প্রেরিত ৭: ৫৪ -৬০; ৮: ১-৩; গালাতীয় ১: ১৩ পদ:

প্রেরিত ২২: ৪; ২২: ১৯; ২৬: ৯ -১১ পদ:

পৌল প্রাথমিক মন্ডলীর ধংসের চেষ্টা এবং খ্রিস্টানদের অত্যাচারের অনুঘটক হিসাবে কাজ করার পেছনে অন্যতম প্রধান শক্তি ছিল। এ কারনে, অনেকেই একমত হন যে তার খ্রিস্ট ধর্মে ধর্মান্তরীত হওয়া মন্ডলীর ইতিহাসে অন্যতম বৃহৎ এবং গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল। **প্রেরিত ৯: ১ - ২২ পদ** পড়ুন এবং সংক্ষেপে আপনার নিজের কথায় গল্পটি আবার লিখুন।

পৌল প্রথম মন্ডলীর একজন অত্যাচারী হিসাবে বাস করতেন, কিন্তু যিশুখ্রিস্টের সাথে সাক্ষাত তাকে পুরোপুরি রূপান্তরীত করেছিল। ১ম তিমথীয় ১: ১২ - ১৬ পদে তার সাক্ষ্য পড়ুন এবং কিছু মূল বিষয় লিখুন।

পৌলের দীক্ষাস্নান:

প্রেরিত ৯: ১৮ পদে বলেছে যে পৌল ঈশ্বরের দৃষ্টি আকর্ষন করার পরই দীক্ষাস্নাত হয়েছিলেন। যীশু মন্ডলীর জন্য যে তিনটি অধ্যাদেশ প্রবর্তন করেছিলেন সেগুলোর মধ্য দিয়ে খ্রিস্টান দীক্ষাস্নাত হ'ল। মথি ২৮: ১৯ - ২০ পদ পড়ুন এবং যীশু যে তিনটি আদেশ দিয়েছিলেন তা লিখুন।

১। ----------

২। ----------

৩। ----------

এই নির্দেশাবলী চুড়ান্ত আদেশ হিসাবে পরিচিত এবং খ্রিস্টের শরীরের প্রতিটি সদস্যের দায়িত্ব। শিষ্য অননীয় প্রভুর নির্দেশের প্রতি বিশ্বস্ততার সাথে সাড়া দিয়েছিল এবং পৌলকে দীক্ষাস্নাত করে শিষ্য বানিয়ে তাকে পরিপক্ক হতে এবং এই আদেশটি মান্য করে বিশ্বাসে বেড়ে উঠতে শিখিয়েছিল ।

দীক্ষাস্নান হ'ল একটি শারীরিক, প্রকাশ্য প্রকাশ বা হৃদয়ে যা ঘটেছিল তা ঘোষনা করা। জলের তলে নিমজ্জিত হওয়ার কাজ টি খ্রিস্ট ছাড়া পুরানো জীবনের মৃত্যুর প্রতিক, এবং জলের বাইরে আরোহনকে পরিষ্কার ধৌত করার প্রতিক, খ্রিস্টের সাথে নতুন জীবনে জন্ম গ্রহন করে। একজন খ্রিস্টান যখন আনুগত্যের সাথে দীক্ষাস্নান নেন তখন তিনি প্রকাশ্যে ঘোষনা করেন যীশু তাদের পাপের জন্য মারা গিয়েছিলেন এবং তাঁকে সমাধিস্ত করা হয়, এবং তিনি মৃতদের মধ্য থেকে জীবিতও হয়েছিলেন। এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে দীক্ষাস্নান নিস্তারের জন্য আবশ্যকীয় কাজ নয় তবে এটি প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করার বাধ্যবাধকতা। দীক্ষাস্নান গুরুত্বপূর্ণ কারন যীশু আদেশ করেছিলেন।

মূল সত্য

দীক্ষাস্নান হ'ল শারীরিক, জন সমক্ষে প্রকাশ বা হৃদয়ে যা ঘটেছিল তা ঘোষনা। ঈশ্বর আমাদের নিজের কোন গুনাবলীর কারনে তাঁর পরিবার হিসাবে আমাদের গ্রহন করতে পছন্দ করেন না। কেবল তাঁর অনুগ্রহেই আমরা নির্বাচিত হয়েছি।

পৌলের পরিসেবা

পৌল প্রেরিত হয়েছিলেন এবং ঈশ্বরের হাতের একটি সরঞ্জাম ছিলেন। তিনি মহান কাজগুলো সম্পাদন করার জন্য পবিত্র আত্মার দ্বারা প্রেরণ, অনুভূতিহীন ও ক্ষমতায়িত হয়েছিলেন।

১। ধর্মপ্রচারক এবং মন্ডলীর গঠনকারী-প্রভু পৌলকে তিনটি প্রচার ভ্রমনে এমন অঞ্চলে প্রেরণ করেছিলেন যেখানে সুসমাচারটি আগে প্রচার করা হয়নি। তিনি খ্রিষ্টকে ত্রানকর্তা হিসাবে ঘোষনা করেছিলেন এবং এই অঞ্চলে অনেক মন্ডলী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পৌলের প্রচার ভ্রমন প্রেরিত **১৩-২১** এ লিপিবদ্ধ আছে।

প্রেরিত-একজন দূত; প্রচারে প্রেরণ করা হয়,যিনি প্রেরকের কাছ থেকে তাঁর কর্তৃত্ব অর্জন করেন।

২। প্রচারক এবং শিক্ষক-যেমন পূর্বেই বলা হয়েছিল,পৌল খ্রিষ্টকে বিধর্মীদের,রাজা এবং ইস্রায়েলের সন্তানদের কাছে প্রচার করেছিলেন। অনেকে খ্রিষ্টকে বিশ্বাস করেছিলেন,অন্যরা তাকে উপহাস ও নির্যাতন করেছিল। পৌলের উপদেশের উদাহরণ প্রেরিত **১৩:১৬-৪১;** এবং প্রেরিত **১৭:২২-৩৪** পদে লিপিবদ্ধ আছে।

৩। লেখক-নতুন নিয়মের সাতাশটি অধ্যায়ের মধ্যে পৌল ছিলেন তেরো,সম্ভবত চৌদ্দটির লেখক। এই বইগুলি চিঠিপত্র হিসাবে পরিচিত,তিনি তার প্রচার যাত্রায় মন্ডলীর উদ্দেশ্যে লিখেছিলেন।

গর্বিত ধর্মীয় নেতা এবং খ্রিষ্টানদের উপর অত্যাচারকারী থেকে শুরু করে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের নম্র ও ভক্ত হিসাবে পৌলের জীবন সকল বিশ্বাসীদের কাছে উদাহরণ। যদিও অল্প কিছু জীবন এই চরমপন্থা অনুসরণ করে,পৌলের মতো খ্রিষ্টানরা অন্ধকার থেকে আলোর দিকে চলে গিয়েছিল-ঈশ্বরের সত্যকে স্বীকার করে বিনীতভাবে অনুগ্রহের মাধ্যমে তাঁর মুক্তির উপহার গ্রহনের জন্য ।

ঈশ্বর ইফিষীয় **২:১০** পদে সমস্ত বিশ্বাসীদের কী বিস্ময়কর প্রতিশ্রুতি দেন ?

আপনি কি বিশ্বাস করেন যে আপনার জীবনে ঈশ্বরের একটি পরিকল্পনা এবং উদ্দেশ্য রয়েছে ?

মূল সত্য

আমাদের অতীত ভুল বা ব্যর্থতা নির্বিশেষে,প্রত্যেক বিশ্বাসীদের জন্য ঈশ্বরের আহ্বান হল তার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা এবং অন্যের সেবার মাধ্যমে,তাঁর সেবা করা।

পাঠ ২ - পবিত্রকরণ

খ্রিষ্টানদের পবিত্রতা ও পরিপক্ক হওয়ার প্রক্রিয়াটি হল বাইবেলের পদ । এই শব্দটিকে পবিত্র হওয়ার প্রক্রিয়া হিসাবেও সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে। পবিত্রতা কোনও অনুভূতি বা অভিজ্ঞতা নয়, বরং এমন একটি জীবনধারা যা ঈশ্বরের পুত্রের চরিত্রটি বিকাশ লাভ করে এবং বিশ্বাসীরা দৈনন্দিন জীবনে বেঁচে থাকে।

পবিত্রতা-শুদ্ধ হওয়ার অবস্থা;ঈশ্বরের অনুগ্রহ প্রক্রিয়া, যার দ্বারা পুরুষের স্নেহ-পাপ থেকে বিচ্ছিন্ন এবং ঈশ্বরের এবং ন্যায়পরায়নতার চূড়ান্ত ভালবাসায় উন্নীত হয়।

১ পিতর ১: ১৪-১৬ পদ পড়ুন এবং নীচের পদগুলি লিখুন।

পবিত্রকরণ প্রক্রিয়াটির তিনটি স্বতন্ত্র দিক রয়েছে: প্রাথমিক, প্রগতিশীল এবং চূড়ান্ত পবিত্রতা।

প্রাথমিক পবিত্রতা

প্রাথমিক পবিত্রতা হল এমন একটি অবস্থান যা ঈশ্বর প্রত্যেক বিশ্বাসীর উপর দান করেন। এই অবস্থান আচরণের সাথে কোন সম্পর্ক রাখে না। সমস্ত বিশ্বাসী ধর্মান্তকরণের মুহূর্তে খ্রীষ্টের রক্তের মধ্য দিয়ে মুক্তি পেয়ে, শুদ্ধ,ক্ষমা, ধার্মিক প্রতিপন্ন হয়। বাইবেল খ্রিষ্টান সাধুগনকে ডাকে,কারণ তারা দোষহীন বা পাপহীন নয়,বরং যীশু আমাদের দোষ নিজের উপর নিয়েছিলেন এবং ক্রুশে মারা গিয়েছিলেন।

যদি আপনি খ্রিষ্টকে ত্রানকর্তা হিসাবে গ্রহন করেন তবে আপনি পবিত্র হয়ে গেছেন।

প্রগতিশীল পবিত্রতা

প্রগতিশীল পবিত্রতা পবিত্র করার ক্ষেত্রে অগ্রগতি পুরোপুরি নির্ভর করে খ্রিষ্টের মধ্যে থাকা এবং তাঁর শক্তি গ্রহনের বিশ্বাসীর দৈনিক সিদ্ধান্তের উপর। এই চলমান প্রক্রিয়াটির জন্য খ্রিষ্টানের অবিচ্ছিন্ন অংশগ্রহন প্রয়োজন। তাদের অবশ্যই স্বেচ্ছায় ঈশ্বরের কাছে সমর্পন করতে হবে,তাদের জীবনের জন্য তার ইচ্ছা কামনা করতে হবে, এবং তাঁর প্রশিক্ষন পদ্ধতিতে সহযোগিতা করতে হবে।

যতবার আমরা সচেতনভাবে নিজেকে ঈশ্বরের কাছে উপস্থাপন করি এবং উপরের জিনিসগুলির প্রতি আমাদের মন স্থির করি এবং পবিত্র আত্মার শক্তির দ্বারা চলি, আমরা নিজেকে ঈশরকে সাথে করে চলেছি। আমাদের জীবনে আমাদের নিজস্ব অসহায়ত্ব এবং ঈশ্বরের পরম ক্ষমতা সম্পর্কে সচেতন হওয়ার সাথে সাথে এই মুহূর্তের বিজয়টি ক্রমবর্ধমান হওয়া উচিত।

চূড়ান্ত পবিত্রতা

যখন বিশ্বাসীদের তাঁর দ্বিতীয় আগমনে যীশু খ্রিষ্টকে পুরোপুরি রূপান্তরিত করেন তখন এই নিখুঁত ও চূড়ান্ত পবিত্রতা ঘটবে। যতক্ষন না খ্রিষ্টানরা পার্থিব দেহে থাকে, ততক্ষন তারা পতিত প্রকৃতি ধরে রাখে যা পাপ প্রবণ। যাইহোক, তাই তারা এই জীবন থেকে বিদায় নেওয়ার পরে এবং তাঁর উপস্থিতিতে জাগ্রত হলে তারা খ্রিষ্টের প্রতিমূর্তিতে সম্পূর্নরূপে রূপান্তরিত হবে।

পাঠ ৩ঃ পবিত্রতার চিত্রণ

সূক্ষ্ম পিতলের এক বিশেষজ্ঞ নগরীর উপকণ্ঠে আবর্জনার গাদার মধ্যে অনুসন্ধান করছিলেন যখন হঠাৎ তিনি একটি পুরানো,পিতলযুক্ত ব্রাসের পাত্রটি দেখলেন। এটি নোংরা, দাগযুক্ত এবং পেটানো হয়েছিল,কিন্তু তার সঠিকতাটি চোখের দৃষ্টি দ্বারা নির্ধারন করা হয়েছিল। তিনি আবর্জনার মধ্য দিয়ে যাত্রা করলেন এবং পুরানো পাত্রটি তুলে নিজেই আলাদা করলেন। এইভাবে,তিনি সেই জাহাজটিকে পবিত্র করলেন। এটি এর প্রাথমিক প্রয়োগে পবিত্র হয়। অবশ্যই তাকে পুরানো পাত্রটি পরিস্কার করার, পুনর্নির্মানের এবং পালিশ করার জন্য ঘন্টা ব্যয় করতে হবে,যতক্ষন না এটি তার সৌন্দর্য ফিরে পায়। এই প্রক্রিয়াটি তার দ্বিতীয় প্রয়োগে পবিত্র করা হয়।

আপনার নিজের কথায় পবিত্রতার ব্যাখ্যা লিখুন।

যীশু খ্রিষ্ট প্রতিটি জীবনকে মূল্যবান জিনিস হিসাবে দেখেন, তাই তিনি সমস্ত মানবতাকে ধ্বংস থেকে বাঁচানোর জন্য চূড়ান্ত মূল্য প্রদান করেছিলেন। যারা বিশ্বাসের সাথে তাঁর ত্যাগের প্রতি সাড়া দেয় তারা নিজের জন্য পৃথিবী থেকে পৃথক হয়ে যায়। তারপরে তিনি তাঁর গৌরবের জন্য সৌন্দর্যের একটি জিনিস তৈরী করে, সেগুলির প্রত্যেককে পরিস্কার, পুনরায় আকার এবং পালিশ করার প্রতিশ্রুতি দেন।

যীশু আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে যে কাজ তিনি শুরু করেছিলেন তা শেষ করতে বিশ্বস্ত থাকব। আমাদের অংশটি তাঁর কাছে প্রতিদিন প্রযোজ্য। যেহেতু আমরা তাঁর বাক্যে অবিচল থাকি এবং বিশ্বস্তভাবে তাঁর ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পন করি, আমরা আমাদের জীবনে তাঁর পবিত্র হাতটি অনুভব করব এবং আমাদের জীবনে তাঁর যা কিছু রয়েছে তা অনুভব করব।

মূল সত্য

ঈশ্বর আমাদের পবিত্র করেছেন যখন আমরা খ্রিষ্টকে পরিত্রাতা ও প্রভু হিসাবে পেয়েছি। আমরা তাঁর সাথে ভালবাসা ও আনুগত্যের সাথে চলতে থাকি। একদিন তিনি আমাদের তাঁর উপস্থিতিতে স্বাগত জানাবেন, এবং সেই মুহূর্তে আমাদের পবিত্রতায় পূর্ণ করবেন।

ফিলিপীয় মন্ডলীর প্রতি তাঁর চিঠিতে, পৌল পবিত্র করার প্রক্রিয়াতে প্রভুর বিশ্বস্ত প্রতিশ্রুতিতে তাঁর আস্থা প্রকাশ করেছিলেন। **ফিলিপীয় ১:৬ পড়ুন** এবং নীচের পদটি আবার লিখুন।

পৌলের পবিত্রকরণ

পৌল যীশু খ্রিষ্টের দ্বারা সেবার জন্য সংরক্ষন করা হয়েছিল এবং পৃথক হয়েছিলেন। তাঁর হৃদয়ের আকাঙ্খা ছিল তাঁর ত্রানকর্তার সাথে মেলামেশা করা এবং আধ্যাত্মিকভাবে বেড়ে ওঠা, আরো বেশি করে যীশুর মতো হওয়া। **ফিলিপীয় ৩ পড়ুন।**

পৌল কেন স্বেচ্ছায় সমস্ত কিছুর ক্ষতি সহ্য করলেন (৮ তম পদ) ?

পৌলের হৃদয়ের ইচ্ছা কি ছিল (১০ তম পদ) ?

পৌল ঈশ্বরের সম্পর্কে কেবল জানতে আগ্রহী ছিলেন না। তিনি তাকে ঘনিষ্ঠভাবে জানতে চেয়েছিলেন।

ঘনিষ্ঠতা-ব্যক্তিগত সম্পর্ক বা সংঘের অন্তরঙ্গ; পরিচিত; ঘনিষ্ঠ ঐক্যবদ্ধ; অন্তর্নিহিত স্ব সম্পর্কিত।

কীভাবে আমরা একজন ব্যক্তিকে ঘনিষ্ঠভাবে জানতে পারি ?

যাত্রাপুস্তক ৩৩:১৩ পদে মোশি ঈশ্বরের কাছে কি জিজ্ঞাসা করেছিলেন ?

মোশি পৌলের হৃদয় ভাগ করে নিলেন এবং ঈশ্বর তাঁর উপায়গুলি সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জনের জন্য আগ্রহী ছিলেন। আপনি কীভাবে মনে করেন যে আপনি আরো ঘনিষ্ঠভাবে ঈশ্বরকে জানতে পারবেন ?

ফিলিপীয় ৩:১২-১৪পদে পৌল স্বীকার করেছিলেন যে তিনি এখনো পুরোপুরি পরিণত হননি। তিনি নিজেকে একজন দৌড় প্রতিযোগিতার সাথে তুলনা করছেন। আধ্যাত্মিক অগ্রগতি অর্জনের তার প্রচেষ্টা ব্যাখ্যা করতে তিনি তিনটি বর্ননামূলক বাক্যাংশ ব্যবহার করেছিলেন:

- "আগলে রাখুন" (প্রতিশ্রুতি)

চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া-প্রানপনে চেষ্টা করতে; জোর করে বা এগিয়ে যেতে বা একসাথে এগিয়ে যাওয়া।

ধরে রাখা-বাজেয়াপ্ত করা, ধরে রাখা, আকড়ে ধরা।

এগিয়ে পৌঁছানো-কোন কিছুর পরে আলিঙ্গন করা; চেষ্টা সহকারে।

- "ধরে রাখা"(ধৈর্য্য)
- এগিয়ে পৌঁছান (ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা)

একজন খ্রিষ্টান ক্রিড়াবিদের সাথে পৌলের তুলনা প্রকাশ করে যে আধ্যাত্মিক পরিপক্কতা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং শৃঙ্খলার ফল। যারা স্বীকার করবে এবং খ্রিষ্টকে গ্রহন করবে তাদের জন্য মুক্তি মুক্ত; তবে পরিপক্কতা এমন একটি দৈনিক পছন্দ যাতে চেষ্টা ও ত্যাগের প্রয়োজন। নৈমিত্তিক ক্রিড়াবিদরা যেমন তাদের খেলায় দক্ষতা অর্জন করতে পারে, ঠিক তেমনি নৈমিত্তিক খ্রিষ্টানদেরও নূন্যতম বৃদ্ধি এবং রূপান্তর সম্ভব।

মূল সত্য
আধ্যাত্মিক সত্য ও বৃদ্ধির জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধতা, ধৈর্য্য এবং ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা প্রয়োজন।

পাঠ ৪- আধ্যাত্মিক বৃদ্ধিতে বিঘ্ন সৃষ্টি

বিঘ্ন সৃষ্টি - পিছনে রাখা ; শুরু বা এগিয়ে যাওয়া থেকে রোধ করা।

একটি শক্তিশালী দৌড় শেষ করার জন্য, তাদের অবশ্যই কোন কিছুর অবসান ঘটতে দেওয়া উচিত নয়। তাদের পিছনে লক্ষ্য করা, অন্য দৌড়বিদদের বা এমনকি নিজের উপরই কেবল চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছানোর তাদের ক্ষমতাকে বাঁধা দেয়। ফিলিপীয় ৩ অধ্যায় এ, পৌল আধ্যত্মিক বৃদ্ধিতে বাঁধায় তিনটি বিপদকে চিহ্নিত করেছিলেন।

পিছন ফিরে তাকানোর বিপদ

ফিলিপীয় ৩:১৩ অনুসারে, পৌল কোন দুটি কাজ করেছিলেন ?

আপনি এই অধ্যায়ে পৌল সম্পর্কে যা শিখে এসেছেন তার উপর ভিত্তি করে, তাঁর অতীতের কোন ঘটনাগুলি আপনি ভুলে যাওয়ার দরকার বলে মনে করেন ?

এই অর্থে, ভুলে যাওয়া মানে স্মরণ করা বন্ধ করা নয়, বরং এটি পিছনে রাখার জন্য বেছে নেওয়া। আমরা অবশ্যই অতীতের পাপ বা ক্ষতিকারক স্মৃতিগুলোকে আমাদের বর্তমানকে প্রভাবিত করতে এবং আমাদের ভবিষ্যতকে ছিনিয়ে নিতে দেব না।

১ করিন্থীয় ১৫:৯-১০ পদে, পৌল কীভাবে নিজেকে বর্ননা করেন এবং খ্রিষ্ট তাঁর জন্য কী করেছিলেন ?

তিনি কীভাবে ঈশ্বরের অনুগ্রহের পরিবর্তে ব্যর্থতা এবং পাপকে বেছে নিয়েছিলেন তা কীভাবে প্রভুর কাছে পৌলের পরিসেবাকে প্রভাবিত করেছিলেন ?

তাঁর অতীত সম্পর্কে লজ্জিত হওয়া সত্ত্বেও, পৌল জানতেন যে খ্রিষ্টের ক্রুশে কাজ সমাপ্ত, ঈশ্বরের সামনে অনুশোচনা এবং পিতার অনুগ্রহে অবিচ্ছিন্নভাবে চলার মধ্যে থেকে তাঁর মুক্তি পাওয়া গিয়েছিল। তিনি তখন অতীতের কথা ভুলে গিয়ে যীশুর ধার্মিকতার পোশাক পড়ে এগিয়ে যেতেন।

আপনার জীবনে কী আপনাকে কার্যকরভাবে দৌড় প্রতিযোগিতা থেকে বাঁধা দিচ্ছে ?

সম্ভবত ঈশ্বর এই অধ্যায়টি স্মৃতি বা বর্তমান পরিস্থিতিতে প্রকাশের জন্য ব্যবহার করছেন যা আপনাকে লজ্জায় ফেলছে। এটি আপনার বিরুদ্ধে অন্য কারো পাপ হতে পারে বা আপনার নিজের পাপ হতে পারে। উভয়ই আপনাকে ঈশ্বরের ভালবাসা এবং ক্ষমার অযোগ্য মনে করতে এবং আপনাকে লজ্জা থেকে বাঁচাতে পারে। আপনার স্বর্গীয় পিতা আপনাকে লজ্জা থেকে মুক্তি দিয়েছেন। তিনি আপনাকে আপনার অতীতকে তাঁর কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হতে বলেছেন-আপনি আপনার অতীতের শিকল থেকে মুক্ত হতে পারেন।

আপনার পরামর্শদাতা, জবাবদিহিতা ব্যক্তি বা প্রার্থনার অংশীদারদের সাথে এই জিনিসগুলি ভাগ করেন। আপনি এই প্রতিযোগিতার প্রতিক্রিয়া কীভাবে দেবেন ?

পাঠ ৫- অন্যের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করার ঝুঁকি

ফিলিপীয় ৩:২,১৮-১৯ এ কীভাবে পৌল তাঁর জীবনের কিছু লোককে বর্ণনা করেছেন ?

আমরা যেমন শিখেছি, পৌল নিজেও তার আগের জীবনে ক্রুশের শত্রু ছিলেন। আবার, **প্রেরিত ৭:৫৪-৬০ পড়ুন** এবং পৌল যে দৃশ্যের সাক্ষ্য দিয়েছিলেন তা বর্ননা করুন।

কীভাবে ইস্তিফান তার অত্যাচারীদের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন তা বর্ননা করুন।

---

২ তিমথীয় ৪:১৪-১৭ পড়ুন। যারা পৌলের ক্ষতি করেছে এবং তাঁকে ত্যাগ করেছিল তাদের প্রতি পৌল কীভাবে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন তা বর্ননা করুন।

---

২ করিন্থীয় ১১:২৩-৩৩ পড়ুন। পৌলের বিরুদ্ধে করা অন্যান্য অপরাধের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

পৌল তাঁর পরিচর্যার সময় অনেক কষ্ট সহ্য করেছিলেন এবং তবুও তিনি তাঁর আক্রমনকারীদের ক্ষমা করেছিলেন। আমি মনে করি যে ইস্তিফান, যাকে পাথর মেরে হত্যা করেছিল, তাদের ক্ষমা করা দেখে প্রচন্ডভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল। বিশেষত বিবেচনা করে যে তিনি নিজেই ইস্তিফানের অত্যাচারে অংশ নিয়েছিলেন।

তাঁর শিষ্যদের প্রার্থনা করতে শেখানোর সময়, যীশু তাদের ক্ষমার গুরুত্বের বিষয়ে নির্দেশনা দিয়েছিলেন। **মথি ৬: ৯-১৫** পদে আপনি কী শিখেন তা সংক্ষিপ্ত করুন।

মার্ক ১১: ২৫-২৬ পদে আপনি কী শিখলেন ?

বাইবেল শিক্ষা দেয় যে অন্যের বিরুদ্ধে অপরাধ পাওনা ঋণের মতো। যিনি ক্ষুব্ধ হন তিনি হয় ক্ষমা করতে পারেন বা অর্থ প্রদানের দাবি করতে পারেন। এই ক্ষমা অপরাধীর উপযুক্ততা বা ক্ষমা করার আকাঙ্খার উপর নির্ভর করে না; তবে ক্ষমা না করা বেছে নেওয়ার পরিনতি হ'ল তিক্ততা, যা হৃদয়কে বিষিয়ে তোলে। পাপী হিসাবে, আমরা ঈশ্বরের কাছে প্রচুর ঋনী যা আমরা পরিশোধ করতে পারি না। যখন আমরা খ্রীস্টকে আমাদের ত্রানকর্তারূপে গ্রহন করি তখন আমাদের ঋণ অনুগ্রহপূর্বক ক্ষমা হয়; সেই ঋণের জন্য শাস্তি খ্রিষ্টের উপর চাপানো হয়েছে। আমরা কীভাবে, যাদের এমন ঋণ ক্ষমা করা হয়েছে, তাদের বা আমাদের অপরাধীদেরও ক্ষমা করতে অস্বীকার করব ?

ঈশ্বর আমাদের প্রতিদিন ক্ষমা করে চলেছেন এবং আমাদেরকে যারা ক্ষমা করেন তাদের ক্ষমা করার আদেশ দেন। নীচে **লুক ৬: ৩৫ পদ** লিখুন।

পাঠ ৬ - নিজের প্রতি মনোনিবেশ করার বিপদ

ফিলিপীয়দের কাছে পৌলের লেখা তাঁর চিঠিতে, পৌল স্বীকার করেছিলেন যে তাঁর নিজের কৃতিত্বের প্রতি আস্থা রাখার সম্ভাবনা রয়েছে। **ফিলিপীয় ৩: ৩ - ৬ পদ পড়ুন** এবং পৌল যা প্রকাশ করেছিলেন যেটি আপনি বিশ্বাস করেছেন তা লিখুন।

একজন ধর্মপ্রান ইহুদী হিসাবে, পৌল বিশ্বাস করেছিলেন যে তিনি একজন ভাল ও ধার্মিক ব্যক্তি। ফিলিপীয় ৩: ৬ পদে, তিনি বলেছিলেন যে তিনি তাঁর পুরানো জীবন এবং ধর্মের মান অনুযায়ী নির্দোষ। তিনি যখন খ্রিস্টের অনুগামী হয়েছিলেন, তখন তিনি তাঁর পতনের অবস্থার বাস্তবতা বুঝতে পেরেছিলেন এবং নিজের উপর বা তাঁর নিজের মঙ্গলভাবের উপর আস্থা রেখেছিলেন।

আত্মবিশ্বাসের আর একটি দিক হ'ল অহংকার।

> আত্ম বিশ্বাস - আত্ম বিশ্বাস কারও নিজস্ব শক্তি বা ক্ষমতা; স্বনির্ভরতা।
>
> অহংকার - যার নিজের নীচে বা অপ্রয়োজনীয় তার নিজস্ব মূল্য এবং ঘৃণার বোধ; অযৌক্তিকতার অযৌক্তিক সিদ্ধান্ত।

হিতোপদেশ ১৬: ১৮ পদ অনুসারে, সর্বদা অহংকারের ফল কী হবে ?

স্ব-কেন্দ্রিভূত হওয়ার জন্য অনেকগুলি বিভ্রান্তি রয়েছে: স্বকেন্দ্রিকতা, স্ব-পরিষেবা, স্ব-কৌতুক, স্ব-ছলনা, স্ব- প্রবৃত্তি, স্ব-সন্ধান, স্ব-নির্ভরতা, স্বার্থপরতা এবং শেষ পর্যন্ত স্ব-উপাসনা।

যাকোব ৩: ১৩-১৬ পদ পড়ুন। এই পদগুলি থেকে আপনি স্বার্থপর উচ্চাকাঙ্খা সম্পর্কে কী শিখলেন ?

লুক তার ৯: ২৩-২৪ পদে, যীশু প্রত্যেক বিশ্বাসীকে অবশ্যই কী করতে বলেছেন ?

নিজেকে অস্বিকার করার অর্থ কী ?

> মূল সত্য
>
> আধ্যাত্মিক অগ্রগতি অর্জন করার জন্য, অবশ্যই খ্রিস্টের সাথে ঘনিষ্টতার এবং আধ্যাত্মিক পরিপক্কতার লক্ষ্যতে আমাদের দৃষ্টি রাখতে হবে।

পাঠ ৭ - পাপের ভার

একজন দৌড়বাজ জানেন যে অতিরিক্ত ওজন কেবল একটি দৌড়ের সময় তাদের গতি এবং ধৈর্যকে বাধাগ্রস্থ করবে। তেমনি খ্রিষ্টানদের অবশ্যই তাদের জীবনে পাপের অতিরিক্ত ওজনের বাধা সম্পর্কে অব্যাহত থাকতে হবে। পাপ আমাদের আধ্যাত্মিক অগ্রগতি করতে বাধা দেয় কারণ এটি আমাদের আধ্যাত্মিক পরিপক্কতার লক্ষ্য থেকে দূরে সরিয়ে দেয়, আমাদের স্বর্গীয় পিতার সাথে মেলামেশা এবং ঘনিষ্ঠতা থেকে আমাদের পৃথক করে এবং আমাদের জীবনে পবিত্র আত্মার শক্তি নিভিয়ে দেয়।

ইব্রীয় ১২:১ এবং হিতোপদেশ ৫:২১-২২ পদে পাপ সম্পর্কে কী বলে ?

ঈশ্বর পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে তাঁর সাথে একটি সঠিক সম্পর্কের দিকে পুনরুদ্ধার করার জন্য পাপের জড়িত হওয়াগুলি সরানো এবং সরানোর জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিটি বিধান তৈরী করেছেন।

পুনর্মিলন- সমঝোতা বা বন্ধুত্বের পুনর্মিলন পুনরুদ্ধার।

ঈশ্বরের সাথে পুনর্মিলনের পদক্ষেপ

পদক্ষেপ ১ - স্বীকার করা

নিজের পাপ স্বীকার করার অর্থ "গোপনীয় কিছু বা নিজের ক্ষতির অস্বীকৃতি দেওয়া"-ঈশ্বর যাকে পাপ বলে থাকেন তা সত্যই পাপ। ঈশ্বর চান যে আপনি তাঁর সাথে একমত হন যে আপনার কাজগুলি আছে সত্যই তাঁর ইচ্ছা এবং উপায়গুলির বিরোধিতা করেছে।

যারা **১ যোহন ১:৯ অনুসারে** নম্রভাবে তাদের পাপ স্বীকার করেছেন তাদের প্রতি ঈশ্বরের প্রতিক্রিয়া কী ?

পদক্ষেপ ২ - অনুতপ্ত হওয়া

অনুতপ্ত হওয়ার অর্থ "দুঃখ বা অনুশোচনা বোধ করা; অতীত বা উদ্দেশ্যপূর্ণ ক্রিয়াকলাপের সাথে নিজের মন বা মনকে পরিবর্তন করা; কেউ যা করে তা বাদ দিয়ে তার প্রতি সংবেদনশীল অনুভব করা"। ঈশ্বরের ক্ষমার জন্য অনুরোধ করা আপনার ভাঙ্গা,দুঃখিত এবং অনুতাপ হওয়া সম্পর্কে আপনার প্রতিক্রিয়া হল আপনার ক্রিয়াগুলি তাঁর বিরুদ্ধে হয়েছে এবং তাঁর সাথে আপনার হৃদয়ের সহযোগিতা বাঁধাগ্রস্থ করেছে।

দায়ূদ গীতসংহিতা ২৫:১৮ পদে ঈশ্বরকে কী বলেছিলেন ?

আপনি যদি অন্য ব্যক্তির বিরুদ্ধে আপত্তি বা পাপ করে থাকেন, তবে যীশু আপনাকে কীভাবে **মথি ৫:২৩-২৪** এ অনুধাবন করবেন তা বলে ?

পদক্ষেপ ৩ - বিশ্বাস ও গ্রহণ করুন

এই চূড়ান্ত পদক্ষেপটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আপনি যেভাবেই অনুভব করুন না কেন, আপনাকে অবশ্যই বিশ্বাস করতে হবে যে তিনি আপনার স্বীকারোক্তি এবং অনুশোচনা গ্রহন করেছেন এবং তারপরে সম্পূর্ণরূপে তাঁর ক্ষমা পাবেন। তাঁর বাক্যে আপনার নিশ্চয়তা রয়েছে যে তিনি ক্ষমা করতে বিশ্বস্ত, তাই তাঁর সাথে আপনার বন্ধুত্ব পুনরুদ্ধার হবে এমন পূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সাথে মনোযোগ দিতে পারেন।

মথি ২১:২২ পদে যীশু কী বলেছেন ?

সত্য ভিত্তি

অপ্রয়োজনীয় ওজন যেমন দৌড়বাজের গতি কমায়, তেমনি আমাদের জীবনে পাপ আমাদের আধ্যাত্মিক অগ্রগতিতে বাধা দেয়। আমাদের অবশ্যই ঈশ্বরের নিখুঁত প্রশিক্ষন পরিকল্পনার সাথে সহযোগিতা করতে বেছে নেওয়া উচিত।

আমরা নিজের মধ্যে দূর্বল এবং নিয়মিত ঈশ্বরের পবিত্রতার মান অনুসারে ব্যর্থ হই। আমাদের অন্যের প্রতি নিখুঁত প্রেম, দয়া, ধৈর্য্য এবং ক্ষমার অভাব হয়। আমাদের স্বার্থপরতার দিকে ঝুঁকতে ও সহজেই অসন্তুষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যার সাথে আমরা নিজেকে এবং অন্যকে কম বিবেচনা করি এবং আমাদের জীবনে মানুষকে এমন মানদন্ডে ধরে রাখতে পারি যা আমরা নিজেরা অর্জন করতে পারি না। সুতরাং, আমাদের অবশ্যই প্রতিদিন এই পদক্ষেপগুলি অনুশীলন করতে হবে।

পাঠ ৮ - বিশ্বাসীদের লক্ষ্য

ফিলিপীয় ৩ জুড়ে, পৌল তার ব্যক্তিগত লক্ষ্য এবং তার জীবন এবং অস্তিত্বের উদ্দেশ্য ও অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন। ১৪ পদে, তিনি তার লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যকে "খ্রিষ্ট যীশুতে ঈশ্বরের উর্ধ্বতন আহ্বান" হিসাবে বর্ননা করেছেন, যা সংক্ষেপে দুটি শব্দে সংযুক্ত করা যেতে পারে: খ্রিষ্ট এবং স্বর্গ। আপনি **ফিলিপীয় ৩** এর নিম্নলিখিত পদগুলি পড়তে পড়তে, প্রভু আপনাকে আপনার নিজের ব্যক্তিগত লক্ষ্য এবং জীবনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে কথা বলার অনুমতি দিন। আপনার চিন্তাভাবনা লিখুন।

খ্রিষ্টকে জানা (৮ম পদ)

খ্রিষ্টের মধ্যে পাওয়া (৯ম পদ)

খ্রিষ্টের শক্তি জানা (১০ম পদ)

খ্রিষ্টের মত হয়ে ওঠা (১০ম পদ)

স্বর্গ (১১ তম,২০-২১ তম পদ)

পৌল স্বেচ্ছায় তাঁর পাঠকদের কাছে হৃদয় উন্মোচন করছিলেন। তিনি স্বীকার করেছেন এবং তাঁর দোষ এবং দূর্বলতার একটি বিবরণ দিয়েছেন এবং সাহসের প্রতি তাঁর ভালবাসা এবং পবিত্রতা এবং আধ্যাত্মিক পরিপক্কতার প্রতি তাঁর আবেগকে সাহসের সাথে ঘোষনা করেছিলেন। তাঁর জীবন কাহিনীটি আমাদের উৎসাহের জন্য রেকর্ড করা হয়েছে এবং এটি অনুস্মরণ করার জন্য একটি উদাহরণ।

জবাবদিহিতা- কোনও হিসাব উপস্থাপন করার জন্য দায়ী; উত্তর- কারো আচরণের জন্য সক্ষম।

একজন পরিপক্ক বিশ্বাসী দ্বারা অনুসন্ধান করা এবং তাঁর অনুশাসন করা গুরুত্বপূর্ণ, যিনি আপনাকে আধ্যাত্মিক বৃদ্ধিতে উৎসাহিত করবেন এবং আপনাকে দায়বদ্ধ রাখবেন। খাঁটি সম্পর্ক এই ধরনের খোলামেলা, সৎ এবং দূর্বল হওয়া দরকার। যদি আপনার জীবনে ইতিমধ্যে কেউ না থাকে, সক্রিয়ভাবে একজনকে খুঁজে বের করুন। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করুন যে তিনি আপনার কাছে আসে। আপনি পালক বা মন্ডলীর নেতাদের সাথে যোগাযোগ করুন এবং এই জাতীয় উৎসাহ এবং জবাবদিহিতার জন্য আপনার ইচ্ছা প্রকাশ করুন।

আপনি কি এমন একজন বা দুইজনের কথা ভাবতে পারেন যারা আপনাকে শিষ্য করতে ইচ্ছুক হতে পারে ? নীচে তাদের নাম লিখুন।

১. ----------

২. ----------

আপনি কখন তাদের সাথে যোগাযোগ করবেন ?

ঈশ্বর আপনাকে কোন "লক্ষ্যটির দিকে এগিয়ে চলতে" উৎসাহিত করছেন ?

খ্রিষ্টের সাথে আপনার আধ্যাত্মিক পদচারনায় বেড়ে ওঠা এবং পরিপক্ক হওয়ার মত দেখতে আপনার প্রাথমিক ধারনা রয়েছে। প্রতিদিন ঈশ্বরের সাথে ঘনিষ্ঠতা বিকাশ করা যায় তার জন্য **পরিশিষ্ট ক** দেখুন। পরবর্তী অধ্যায়ে ক্ষমা ও মিলনের বাইবেলের নীতিগুলি সম্পর্কে গভীরতর অধ্যায়ণ সরবরাহ করা হয়েছে। আমার প্রার্থনা হল যে এটি আপনার হৃদয়কে আরোগ্য লাভের জন্য খুলে দেয় যা খ্রীষ্ট আপনার হৃদয়কে দান করতে চান।

পাঠ - ৫
ক্ষমা ও পুনর্মিলন

আমি যীশুকে প্রভু হিসাবে গ্রহনের অল্প সময়ের পরে, তিনি আমার কাছে প্রকাশ করেছিলেন যে আমি আমার বাবার প্রতি ঘৃণা পোষণ করছি। আমি আরো ভাগ করে নেওয়ার আগে, আমি এটি স্পষ্ট করে বলতে চাই যে আমার বাবা একজন ভাল ব্যক্তি ছিলেন এবং আমাদের সাত ভাইবোনকে লালনপালনের জন্য তিনি সর্বাত্মক চেষ্টা করেছিলেন। আমি এখন জানি যে আমার প্রতি তাঁর কোন অনিচ্ছা ছিল না এবং আমাকে আঘাত করার কোন উদ্দেশ্য তার ছিল না। বাবার কাছ থেকে যা প্রয়োজন তা আমাকে উদ্দেশ্যমূলক দেওয়া থেকে বিরত করা হয়নি। তার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা থাকা স্বত্ত্বেও তার প্রতি আমার ঘৃণা জন্মেছিল। প্রভু আমাকে স্পষ্টভাবে জানিয়েছিলেন যে আমার বাবার কাছে গিয়ে ক্ষমা চাওয়া দরকার।

অনেক গল্প আমার মত। পিতামাতার ভিডিও অব্যক্ত তিক্ততা বা বিরক্তির জন্য অন্যতম একটি কারন। কারণ ঈশ্বর প্রতিটি শিশুকে মা-বাবার দ্বারা নির্দ্দিষ্ট মানসিক এবং শারীরিক চাহিদা সহ নকশা করেছেন। যখন কেউ বা তাদের সমস্ত বিষয়ে আপোস করা হয় তখন শিশুর জীবনে শূন্যতা তৈরী হয় যা সংবেদনশীল ক্ষতগুলির মতই প্রকাশ পায়। উদাহরণস্বরূপ, একজন পিতা হলেন তাঁর স্ত্রী এবং সন্তানদের একটি ঈশ্বরীয় নেতৃত্ব এবং একটি প্রেমময় বলিদান প্রদান স্বরূপ। একটি মা প্রেমময় ভালবাসা, পরিবেশের যত্ন নেবে এবং তার স্বামীকে সম্মান ও সংশোধন করে তুলবে। পিতা-মাতা উভয়ই তাদের বাচ্চাদের প্রতি ভালবাসা, যথাযথ স্নেহ এবং ঈশ্বরীয় শৃঙ্খলা সরবরাহ করবেন। কোনও বাচ্চা যদি তাদের বাবা-মায়ের অজ্ঞতা বা বিদ্রোহ, গালাগালি, বা বিবাহ বিচ্ছেদের আঘাতজনিত কারনে এই জিনিসগুলি গ্রহন না করে তবে তাদের আবেগের সুস্থতা এবং আধ্যাত্মিক বিকাশ ব্যাপকভবে প্রভাবিত হতে পারে।
আমাদের পরিবারের সদস্য, বন্ধু, সহকর্মী, প্রতিবেশী এবং এমন কি অপরিচিত ব্যাক্তিরা ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত ক্ষত ছেড়ে দিতে পারে। দূর্ভাগ্যক্রমে, আমরা যাদেরকে সবচেয়ে বেশি ভালবাসি তারা সবচেয়ে বড় চিহ্নগুলি ছেড়ে দিতে পারে। তবে আমরা সবসময় এর শিকার হই না। অন্যকেও আঘাত করার ক্ষমতাও আমাদের রয়েছে। কে দোষী ? এটা কি তুমি ? এটা কি তাদের ? এটা কি ঈশ্বর ? এই অধ্যায়টিতে আমরা দেখব, লোকেরা যখন আপনাকে আঘাত করবে বা আপনি যখন অন্যকে আঘাত করবেন তখন আপনি কী করবেন।

পাঠ ১ - ঈশ্বরের সার্বভৌমত্ব

গীতসংহিতা ১৩৯:১-১৮ পদে আমাদের শেখায় যে ঈশ্বর আমাদের প্রত্যেককে নিবিড়ভাবে জানেন এবং আমাদের সমস্ত দিন তাঁর দ্বারা সাজানো এবং নিযুক্ত করা হয়।

আমরা **যিশাইয় ৪৬:৯-১০ পদে** ঈশ্বরের সম্পর্কে কী শিখি ?

বাক্য অনুযায়ী, ঈশ্বর সর্বশক্তিমান এবং সর্বজ্ঞ।
অন্য কথায়, তিনি সার্বভৌম এবং সর্বজ্ঞ।

এই সত্যটি গ্রহন করা কঠিন হতে পারে, বিশেষত যারা তাদের পক্ষে কষ্ট সহ্য করেছেন এবং অন্যের হাতে কষ্ট ভোগ করেছেন। কেন ঈশ্বর যিনি সর্বশক্তিমান এবং সর্বজ্ঞ, তাঁর সন্তানদের দুর্ভোগের অনুমতি দেবেন ? এই প্রশ্নটি অনেক মানুষের হৃদয়কে জর্জরিত করে এবং সহজেই ঈশ্বরের প্রতি অবিশ্বাস এবং তিক্ততার দিকে নিয়ে যেতে পারে। সর্বোপরি, যদি তিনি সবকিছু জানেন এবং কিছু করতে পারেন, তাহলে কি ঘটতে পারে তার জন্য তিনি দায়ী নন ?

সার্বভৌম - সর্বোচ্চ বা ক্ষমতায় সর্বোচ্চ,স্বাধীন বা সর্বোচ্চ কর্তৃত্বের অধিকারী , অন্য সকলের চেয়ে উচ্চতর।
সর্বজ্ঞ - সর্বজনীন জ্ঞানসম্পন্ন, সমস্ত কিছু জানা, অসীম জ্ঞানী।

যদি এই প্রশ্নটি আপনার মনের মধ্যে থাকে, তাহলে আপনার দৃষ্টিকোন থেকে এক মুহূর্তের জন্য সরে আসুন। ভেবে দেখুন আপনি উপরে থেকে পৃথিবীতে তাকাচ্ছেন। ঈশ্বর এবং তাঁর মঙ্গলভাব সম্পর্কে আপনি যা শিখেছেন তা স্মরণ করুন। আপনি কি তাঁকে বিশ্বাস করেন ?
ঈশ্বর সবাইকে স্বাধীন ইচ্ছা উপহার দিয়েছেন। মানবজাতি হয় তাকে অনুস্মরণ করতে পারে এবং ভাল কাজ করতে পারে অথবা তাকে প্রত্যাখ্যান করতে পারে বা মন্দ করতে পারে। ভাল বা খারাপের জন্য প্রতিটি পছন্দই ফল দেয়। বিশ্বাসীদের এবং অবিশ্বাস্য উভয়েই তাদের নিজস্ব পছন্দ এবং আশেপাশের লোকজনের পছন্দগুলির প্রভাবগুলি অনুভব করে। আমাদের নিজের মন্দ পছন্দগুলির জন্য পরিণতিগুলি গ্রহণ করা কঠিন নয়,তবে আমরা যখন অন্য কারো খারাপ পছন্দের কারণে কষ্ট ভোগ করি তখন কী হবে ? নাকি আপাতদৃষ্টিতে কোথাও কষ্টের অভিজ্ঞতা হচ্ছে ?
যদি ঈশ্বর মধ্যস্থতা করে এবং মানবজাতির মন্দ বেছে নেওয়ার ক্ষমতা বন্ধ করে দেন, তাহলে স্বাধীনতার অস্তিত্ব থাকবে না। অনুরূপভাবে, যদি ঈশ্বর তাদের বিশ্বাস করেন, যারা মন্দ থেকে রক্ষা করে, শুধুমাত্র ভাল তাদের জীবন স্পর্শ করার অনুমতি দেয়, তাহলে অবিশ্বাসীরা কেবল বেদনাহীন জীবনের নিশ্চয়তা পাওয়ার জন্য তাঁর দিকে ফিরে আসতে অনুপ্রাণিত হবে। এজন্যই কি আপনি তাঁর দিকে ফিরছেন ? আপনি কি আশা করেছেন যে ঈশ্বর আপনাকে একটি সহজ জীবন দান করবেন এবং আপনাকে সমস্ত মন্দ থেকে রক্ষা করবেন ?

মানুষের দুঃখ-কষ্ট

বাইবেলে ইয়োব নামে একজন ব্যক্তির একটি অনুকূল জীবন ছিল। তার স্ত্রী, সন্তান এবং অনেক কর্মচারীর সাথে একটি সফল ব্যবসা ছিল।
ইয়োব ১:৮ পড়ুন। ঈশ্বর তাঁকে কীভাবে দেখলেন ?

ইয়োব ১:৯-১১ পড়ুন। ইয়োবের ব্যাপারে শয়তান ঈশ্বরকে কী বলেছিল ?

---

১২ তম পদে কীভাবে ঈশ্বর প্রতিক্রিয়া দেখায় ?

ঈশ্বর শয়তানকে ইয়োবের উপর তার সমস্ত সম্পদের ক্ষতি, তার কর্মচারী এবং সন্তানদের মৃত্যু এবং অবশেষে তার স্বাস্থ্যের ক্ষয়ক্ষতির মাধ্যমে মন্দতা আনতে দিয়েছিলেন। ঈশ্বর কেন তাকে এত ভোগান্তির সুযোগ দিয়েছেন। কেন তাকে এত ভোগান্তির সুযোগ দিয়েছিলেন তা ইয়োব বুঝতে পারেনি। সর্বোপরি তিনি প্রভুকে ভয় করতেন এবং সৎ জীবনযাপন করছিলেন। নিশ্চয়ই, তিনি এমন কষ্ট পাওয়ার যোগ্য কিছু করেননি।

ইয়োব ৭:২০ পদে ঈশ্বরের কাছে কী চেয়েছিলেন ?

আমরা একাধিক অধ্যায়ে দেখতে পাচ্ছি, কাজটি এই প্রশ্নটি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিল,কেন ? তিনি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন এবং তাঁর বন্ধুদের পরামর্শ চেয়েছিলেন। ঈশ্বর এক সময়ের জন্য নীরব ছিলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত সাড়া দিলেন।

ইয়োব ৩৮:১-৩ পদে ঈশ্বর কী বলেছিলেন ?

ঈশ্বর কখনই কাজের প্রশ্নের উত্তর দেন নি। পরিবর্তে, তিনি ইয়োবের মনোযোগ তার সৃষ্টির মধ্যে প্রদর্শিত শক্তি ও গৌরবের দিকে পরিচালিত করার জন্য প্রশ্ন করেছিলেন। ঈশ্বরের প্রশ্নগুলি ইয়োবের নিজের এবং তার পরিস্থিতি থেকে মনোযোগ সরিয়ে নিয়েছিল এবং তাকে ঈশ্বরের সার্বভৌমত্বের একটি বিস্তৃত দৃষ্টিভঙ্গি দিয়েছিল।

ইয়োব ৪০:৩-৫ এবং ৪২:১-৬ পদে ইয়োব কীভাবে সাড়া দিয়েছিল ?

আমাদের দুঃখ-কষ্টের ব্যাখ্যা চাওয়াটা স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া। আমরাও ইয়োবের মতো ঈশ্বরের কাছে কান্নাকাটি করছি কেন। কিন্তু ইয়োবের কাছ থেকে আমরা যে অনেক পাঠ শিখি তার মধ্যে একটি হল ভুল প্রশ্ন কেন। আমাদের বরং ঈশ্বরকে জিজ্ঞাসা করা উচিত, আপনি আমাকে কি শেখানোর চেষ্টা করছেন ? কষ্টের এই ঋতুতে আমার জন্য তোমার ইচ্ছা কি ?

ঈশ্বর একজন প্রেমময় পিতা যিনি আমাদের জীবরন মন্দ আনেন না। যাইহোক, তিনি তাঁর উদ্দেশ্য এবং আমাদের চূড়ান্ত ভালোর জন্য আমাদের মন্দ দ্বারা স্পর্শ করতে দেন। বিশ্বাসের জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করুন যেন তিনি তাঁর উপর বিশ্বাস করেন। তিনি আপনার প্রার্থনার উত্তর দেবেন।

পাঠ ২ - পরীক্ষা এবং দুর্দশা

যোহন ১৬:৩ পড়ুন। যীশু তাঁর অনুগামীদের পরীক্ষা ও কষ্টের বিষয়ে কী শিক্ষা দিয়েছিলেন ?

আমরা কষ্ট এবং ব্যথা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়।
দুর্দশা এড়াতে আমাদের করার মতো কিছুই নেই,
তবে আমরা কীভাবে তাদের প্রতিক্রিয়া জানাতে পারি
তার জন্য আমরা দায়বদ্ধ।

কষ্ট- দুর্দশা বা নিপীড়ন, যন্ত্রনার ফলস্বরূপ কষ্ট; একটি বিচার।

মালাখি ৩:৩ পড়ুন। ঈশ্বর আমাদের পরীক্ষার মধ্য দিয়ে কী করেন?

আমরা আমাদের যন্ত্রনাকে ঈশ্বর এবং অন্যদের প্রতি আমাদের হৃদয়কে শক্ত করার অনুমতি দিতে পারি অথবা আমাদের পরিস্থিতি ঈশ্বরের কাছ থেকে সমর্পন করতে পারি, যাতে তিনি পরীক্ষার মাধ্যমে আমাদের হৃদয়কে পবিত্র করতে পারেন। হৃদয় পরিশোধন করা সোনা পরিশোধনের অনুরূপ। যেহেতু সোনা আগুনে উত্তপ্ত হয়, খাদগুলি পৃষ্ঠে উঠে যায় যাতে সেগুলি অপসারণ করা যায়। ঈশ্বর আমাদের প্রত্যেককে দুঃখ সহ্য করার অনুমতি দেন যাতে আমরা পরিশীলিত হই এবং খ্রিষ্টের মূর্তিতে রূপান্তরিত হই।

১ পিতর ১:৬-৭ পদ আমাদের পরীক্ষাগুলি সম্পর্কে কী বলে ?

আমরা যত বেশি পরীক্ষার মুখোমুখি হই, ততই আমরা আরো পরিশ্রুত হয়ে উঠি। পরীক্ষা আমাদের হৃদয়ের অবস্থা বোঝার একমাত্র উপায়। সোনা ভূপৃষ্ঠে বিশুদ্ধ মনে হতে পারে, কিন্তু এটি তার অদেখা কোণে অশুচি দ্বারা ভরা হতে পারে। আমাদের বিচারগুলি প্রকাশ করে যা আমাদের হৃদয়ের গভীরতায় স্থির থাকে। আমরা যদি এই প্রক্রিয়াতে ঈশ্বরের উপর নির্ভর করি তবে আমাদের জীবন যীশুখ্রিষ্টের ভালবাসা,আশা এবং আত্মবিশ্বাসের সাথে ডুবে যাবে।

রোমীয় ৮:২৮-২৯ পদ লিখুন।

---

২৮ পদে স্পষ্টভাবে বলে যে " সমস্ত জিনিস ভালোর জন্য একসাথে কাজ করে।" মূল কথা হ'ল বিশ্বাস। যদি আমরা ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি বিশ্বাস করতে পছন্দ করি এবং আমাদের পরীক্ষা ও দুঃখ-কষ্টের মধ্যে তাঁকে বিশ্বাস করি, তাহলে আমরা বিজয়ী হব এবং ঈশ্বর মহিমান্বিত হবেন। যারা আমাদের পরীক্ষার মাধ্যমে আমাদের আচরণের সাক্ষী তারাও আমাদের জীবনে খ্রীস্টের কাজ দেখতে পারে এবং পবিত্র আত্মার শক্তিতে তারা আমাদের মধ্যে তাঁর প্রতিফলন দেখতে পারে।

ইয়োব তার দুঃখের সময় একজন বিশ্বস্ত দাস ছিলেন যার ফলে আরও বিশ্বাস, গভীর বিশ্বাস এবং ঈশ্বরের সাথে গভীর ঘনিষ্টতা সৃষ্টি হয়েছিল।

ইয়োব ৪২:১১-১৬ পদ পড়ুন। কি ভাবে ঈশ্বর ইয়োবকে তার কষ্টের জন্য সান্তনা প্রদান করেছিলেন (১১ পদ) ?

ইয়োবের বাকি জীবন কেমন ছিল (১২-১৬পদ) ?

ইয়োব তার কষ্টের জন্য ঈশ্বরকে দোষ দিতে অস্বীকার করেছিলেন এবং তার কষ্টের মাধ্যমে তাকে বিশ্বাস করেছিলেন। ঈশ্বরের উপর ইয়োবের আস্থা তার হৃদয়ে তিক্ততার স্থির হওয়ার কোন অবকাশ রাখে নি। ইয়োবের বিশ্বাস তাকে তার স্বর্গীয় পিতার কাছ থেকে তার পরিবার এবং বন্ধুদের মাধ্যমে স্বান্তনা পেতে দেয়। ঈশ্বর ইয়োবের বিশ্বস্ততার পুরষ্কারও দিয়েছিলেন যা তার আগে ছিল তারও দ্বিগুণ। এর অর্থ এই নয় যে সমস্ত দুঃখ দুর্দান্ত পার্থিব আশীর্বাদ লাভ করবে। বিপরীতভাবে, এই জীবনের একমাত্র নিশ্চয়তা হল কষ্ট। কিন্তু বর্তমানে আমরা যতই দঃখ-কষ্ট, পরীক্ষা-নিরীক্ষা বা দুর্দশার সম্মুখীন হই না কেন, আমাদের কাছে ঈশ্বরের উপস্থিতিতে অনন্তকাল কাটানোর প্রতিশ্রুতি আছে যেখানে আর চোখের জল বা কষ্ট থাকবে না।

২য় করিন্থীয় ১: ৩-৪ পদ পড়ুন। কি ভাবে আপনার অভিজ্ঞতা অন্যদের সাহায্য করতে ব্যবহার করা যেতে পারে ?

এমন সময় আছে, যীশু বলেছেন, যে সময় ঈশ্বর আপনার কাছ থেকে অন্ধকার দূর করতে পারবেন না, কিন্তু তাঁর উপর বিশ্বাস রাখুন। ঈশ্বর একজন নির্দয় বন্ধুর মত উপস্থিত হবেন, কিন্তু তিনি তা নন; তিনি একজন অপ্রাকৃতিক পিতার মতো আর্বিভূত হবেন, কিন্তু তিনি তাও নন; তিনি একজন অন্যায় বিচারকের মত হাজির হবেন, কিন্তু তিনি তাও নন। সবকিছুর পিছনে ঈশ্বরের মনের ধারনা শক্তিশালী এবং ক্রমবর্ধমান রাখুন। বিশেষত ঈশ্বরের ইচ্ছা এর পিছনে না থাকলে কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে কিছুই ঘটে না, তাই আপনি তাঁর প্রতি পূর্ণ আস্থা রেখে বিশ্রাম নিতে পারেন। - অসওয়াল্ড চেম্বারস।

ঈশ্বরের একটি চিরন্তন পরিকল্পনা আছে; ভালোর জয় হবে এবং সমস্ত মন্দ, যন্ত্রনা এবং দুঃখ বন্ধ হবে। যারা আমাদের কষ্ট দিয়েছে তাদের প্রতি আমরা তিক্ততা পোষন করতে পারি, অথবা আমরা আমাদের সার্বভৌম ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে পারি এবং অন্যের অপরাধ এবং ব্যর্থতা ক্ষমা করতে পারি।

যখন আপনি খ্রীষ্টকে ত্রানকর্তা এবং প্রভু হিসাবে গ্রহন করেছিলেন, তখন আপনি আপনার অনন্ত নিয়তির জন্য তাঁর উপর আস্থা রেখেছিলেন। আপনাকে অবশ্যই আপনার অতীত অভিজ্ঞতা এবং বর্তমান পরিস্থিতিতে তাঁর উপর বিশ্বাস করতে হবে। তিনি একাই আপনাকে এবং আপনার পরীক্ষার মধ্যে সান্ত্বনা দিতে পারেন এবং আপনাকে তাদের সঠিকভাবে সাড়া দেওয়ার শক্তি দিতে পারেন। তিনি একাই মন্দ থেকে ভালো করতে পারেন এবং ভেঙ্গে যাওয়া সম্পর্ক পুনরুদ্ধার করতে পারেন। আপনার কষ্টের মধ্যে ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি আপনার আনুগত্য আপনাকে শান্তি দেবে এবং প্রভু যীশু খ্রীষ্টের প্রশংসা, সম্মান এবং গৌরব বয়ে আনবে।

১ম পিতর ১:৩-৭ পদ পড়ুন। এই পদগুলি আপনার পরিস্থিতিতে কিভাবে প্রযোজ্য ?

সত্য ভিত্তি

ঈশ্বরের বাক্য আমাদের বলে যে, তিনি আমাদের পরীক্ষা এবং কষ্টগুলোকে ব্যবহার করে আমাদেরকে তাঁর রূপে রূপান্তরিত করবেন এবং একই রকম অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অন্যদের সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য আমাদের প্রস্তুত করবেন।

পাঠ ৩- কেন ক্ষমা করবেন ?

যখন আমি অনুভব করলাম যে প্রভু আমার হৃদয়ে প্রভাবিত করেছেন যে তিনি আমার বাবাকে ক্ষমা করতে বলছেন, তখন আমি তাৎক্ষনিকভাবে তা প্রতিরোধ করলাম। আমি কয়েক সপ্তাহ ধরে ঈশ্বরের সাথে যুদ্ধ করেছি, আমার তিক্ততা ছাড়তে চাইনি। আমি কেন তাকে ক্ষমা করবো ? সে কখনো আমার কাছে ক্ষমা চায়নি। সে কি আমার ক্ষমা পাওয়ার যোগ্য ?

যখন একটি ঋণ ক্ষমা করা হয়, পরিশোধের অধিকার সমর্পন করা হয়। যদি আমি আমার প্রতি অন্যায় করে এমন কাউকে ক্ষমা করে দেই, আমি তাদের প্রতি ক্রুদ্ধ এবং অসন্তুষ্ট থাকার স্বাধীনতা ছেড়ে দিই। প্রতিশোধ নেওয়ার স্বাধীনতাও ছেড়ে দিই। আমি আমার নিজের ক্ষমতা ছেড়ে দিয়েছি এবং ক্ষতি নিজেই শুষে নিয়েছি। প্রকৃত ক্ষমা অযোগ্য, অনুচিত এবং বিনামূল্যে। এটা শুধু বা ন্যায্য নয়। তাহলে কেন ক্ষমা করবেন ?

ক্ষমা করা- ছেড়ে দেওয়া, পদত্যাগ করা, ভুল প্রতিশ্রুতির কারনে বিরক্তি অনুভব করা বন্ধ করা, নিষ্ক্রিয় করা, ক্ষমা করা।

ঈশ্বর ক্ষমা করার আদেশ দেন। **লুক ৬: ৩৫-৩৭ পদে** যীশু কী বলেছিলেন ?

কলষীয় ৩: ১২-১৩ পদে, ঈশ্বরের মনোনীত লোকদের বৈশিষ্ট কী ?

আমাদের স্বর্গীয় পিতার আনুগত্য ঐচ্ছিক নয়। যদি আমরা আমাদের নিজের ইচ্ছার উপর ভিত্তি করে ঈশ্বরের কোন আদেশ মানতে বাছাই করি, তাহলে আমরা ফলহীন, অকার্যকর এবং আধ্যাত্মিকভাবে বন্ধ্যা জীবনযাপন করব।

যারা ক্ষমা করে তারা খ্রীষ্টের মূর্তি বহন করে। **লুক ২৩: ৩৪ পদে** যীশুর প্রার্থনা কী ছিল ?

খ্রীষ্টিয়ান হিসাবে, আমাদের বিশেষাধিকার আছে এবং হারিয়ে যাওয়া লোকদের কাছে খ্রীষ্টের নাম বহন করার আহ্বান জানানো হয়েছে। খ্রিষ্টান শব্দের অর্থ হ'ল "ছোট খ্রিষ্ট।" তিনি যে ভাবে চলেছেন সে ভাবে আমাদের চলতে ইচ্ছুক হতে হবে। খ্রীষ্ট এই পৃথিবীতে এসেছিলেন দোষীদের ক্ষমা আনতে, ক্রুশে ক্ষমা করার চুড়ান্ত কাজটি প্রদর্শন করে, তিনি মন্ডলীকে ও বিশ্বকে ক্ষমা ঘোষনা করা চালিয়ে যাওয়ার আদেশ দিয়েছিলেন, যদি আমরা তাঁর নাম বহন করতে চাই, আমাদের যারা ক্ষুব্ধ করেছে তাদের ক্ষমা করতে হবে। ক্ষমা করার উদ্দেশ্য কি ?

ক্ষমা দোষ এবং যন্ত্রনার চক্র ভেঙ্গে দেয়।

আমরা যদি নিজেদের প্রতি সৎ থাকি, তাহলে আমরা স্বীকার করবো যে কাউকে তার অপরাধের জন্য ক্রমাগত দোষারোপ করা কতটা বেদনাদায়ক। এটি যুক্তিযুক্তভাবে অপরাধের চেয়ে বেশী বেদনা দায়ক। এটি অপরাধীদের জন্যও বেদনাদায়ক, বিশেষত যদি তারা সংশোধন করতে চায়। ক্ষমা বাড়ানো কঠিন হতে পারে কারন এটি দোষ এবং ন্যায্যতার সমস্ত প্রশ্নের সমাধান করে না; বিদ্রুপাত্মকভাবে, ক্ষমা বাড়ানোর পরে এই জাতীয় প্রশ্নগুলি অপ্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। ক্ষমা ঝগড়া থেকে বেরিয়ে আসার উপায় দেয় এবং একটি সম্পর্ককে নতুন করে শুরু করার অনুমতি দেয়।

আদিপুস্তক ৩৭:৪৫ পদে লিপিবদ্ধ যোষেফের জীবন ক্ষমার শক্তির একটি সুন্দর উদাহরণ প্রদর্শন করে। আপনি যদি যোষেফের গল্প পড়ে না থাকেন তবে আমি আপনাকে এটি পড়ার পরামর্শ দিচ্ছি। যোষেফকে ভুল বোঝানো হয়েছিল, দুর্ব্যবহার করা হয়েছিল, বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছিল,পরিত্যাগ করা হয়েছিল এবং এমনকি তার নিজেদের ভাইদের দ্বারা দাসত্বের মধ্যে বিক্রি হয়েছিল। সে যা কিছু সহ্য করুক না কেন তিনি তিক্ততার শিকড়কে তার জীবন ধরে রাখতে অস্বীকার করলেন। তার ভাইদের সাথে পুনরায় মিলিত হওয়ার কিছুদিন আগে, বছরের পর বছর বিচ্ছেদের পর, তিনি তার প্রথম পুত্র মনঃশী এবং তার দ্বিতীয় পুত্র ইফরাইমের নামকরণ করে যে নিরাময় কাজ করেছিলেন ও তার সাক্ষ্য দিয়েছেন।

আদিপুস্তক ৪১:৫১-৫২ পড়ুন। এই দুইটি নামের অর্থ কি ?

এই অর্থে ভুলে যাওয়ার অর্থ এই নয় যে স্মরণ করা বন্ধ করা, বরং ক্ষতিকর জিনিসের স্মৃতি আপনার বর্তমান জীবনকে নিয়ন্ত্রন করতে দেওয়া বন্ধ করা। যোষেফ তার ভাইদের কারনে ভয়াবহ পরিস্থিতি সহ্য করেছিলেন। তাদের প্রতি তিক্ততার পরিবর্তে, তিনি ঈশ্বরকে মিশরকে একা কাটানোর দীর্ঘ বছরগুলিতে তার ভাঙ্গা হৃদয়কে সুস্থ করার অনুমতি দিয়েছিলেন। যোষেফের ফলপ্রসূতা সরাসরি ভুলে যাওয়ার সাথে সম্পর্কিত ছিল। তিনি তার আবেগ, অনুভুতি, এবং তার অতীত দিয়ে ঈশ্বরের উপর নির্ভর করেছিলেন। সুযোগ পেলে, তিনি তার ভাইদের প্রতি ভালবাসা, ক্ষমা এবং অনুগ্রহ প্রসারিত করেছিলেন।

আদিপুস্তক ৪৫:৫-৮ পড়ুন। যোষেফ তার ভাইদের কি বলেছিলেন ?

আদিপুস্তক ৪৫:১৫ পড়ুন। যোষেফ কি করেছিলেন ?

যোষেফ তাদের দোষ দেননি বা ব্যাখ্যা দাবি করেননি; তিনি কেবল তাদের প্রতি দয়া ও ক্ষমা চেয়েছিলেন। ক্ষমা যোষেফ এবং তার ভাইদের পুনরায় মিলিত হওয়ার এবং একটি নতুন সম্পর্ক শুরু করার পথ পরিস্কার করেছেন।

ক্ষমা অপরাধীর দোষের বোঝা থেকে মুক্তি দেয়

আদিপুস্তক ৫০:১৫ পদ পড়ুন। যোষেফের ভাইয়েরা কী ভয় পেয়েছিল ?

আদিপুস্তক ৫০:১৯-২১ পদে, যোষেফ কীভাবে সাড়া দিয়েছিল ?

ভাইয়েরা তাদের দুঃখ এবং অপরাধবোধ তাদের কবরে নিয়ে যেত, কিন্তু যোষেফ তাদের কাছে ক্ষমা বাড়িয়ে দেন। অনুপযুক্ত এবং অযোগ্য, তার ক্ষমা তাদের দোষ দূর করে এবং তাদের সম্পর্ক পুনরুদ্ধার করে। এই শব্দটি কি পরিচিত ?

মূল সত্য
ঈশ্বর সবাইকে ক্ষমা করার আদেশ দেন। যারা মান্য করেন তারা তাঁর পুত্রের সাদৃশ্য বহন করেন এবং নিরাময় ও পুনর্মিলন শুরু করতে দেয়।

যখন পাপ পৃথিবীতে প্রবেশ করেছিল, তখন আমরা আমাদের অপরাধবোধে এবং অনন্তকালের জন্য লজ্জায় বসবাস করতে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু ঈশ্বর আমাদের দোষ দূর করতে এবং তার সাথে আমাদের সম্পর্ক পুনরুদ্ধার করার জন্য খ্রিষ্টকে পাঠিয়ে ক্ষমা প্রার্থনার হাত বাড়িয়ে দিলেন। আপনি কি খ্রিষ্টের মাধ্যমে ক্ষমা পাওয়ার যোগ্য ?

পাঠ ৪ - ক্ষমার মূল্য

ক্ষমা বিনামূল্যে হলেও বিকল্পটি ব্যয়বহুল। ক্ষমা করতে অস্বীকার করা হচ্ছে ভুলের জন্য অর্থ প্রদানের অধিকার বজায় রাখা।
ক্ষমা করতে অনিচ্ছুকতা তিক্ততা এবং বিরক্তি সৃষ্টি করে।

ক্ষোভ অতীতকে আকড়ে ধরে, এটিকে বারবার পুনরুজ্জীবিত করে। একটি চর্মরোগ বাছাইয়ের মতো, বিরক্তি ক্ষত নিরাময় থেকে নিষেধ করে। তিক্ততা এমন একটি বিষ যা এর সম্মুখীন সবাইকে প্রভাবিত করে। যদি আপনার হৃদয়ে তিক্ততা থাকে তবে এটি প্রভাবিত হয়েছে এবং আপনার প্রতিটি সম্পর্ককে প্রভাবিত করতে থাকবে।
ক্ষমা একমাত্র প্রতিষেধক।

তিক্ততা-কঠোরভাবে নিন্দিত হওয়ার অবস্থা; শত্রুতা বা নিষ্ঠুরতা দ্বারা চিহ্নিত।
বিরক্তি- একটি আবেগ অনুভূতির অবস্থা, একটি ভুল, অপমান বা অনুরূপ হিসাবে বিবেচিত কিছু কারণে ক্ষুব্ধ অসন্তুষ্টির অনুভূতি,শত্রুতা,বিদ্বেষের সাথে মিশে থাকে।
ক্রোধ- হিংস্র ক্রোধ; গভীর এবং নির্ধারিত ক্ষোভ; প্রায়ই বিরক্তিকর রাগ, ক্রোধ।
রাগ-ক্ষোভ; একটি শক্তিশালী আবেগ বা অসন্তুষ্টির আবেগ।
মন্দ কথা বলা-আঘাত করা, দুর্নীতিগ্রস্থ, আপত্তিকর, অপ্রীতিকর, বিপর্যয়, দুঃখ-কষ্ট সৃষ্টি করে।
কুৎসা-মন্দ ইচ্ছা; বে-আইনী কাজ করার অভিপ্রায় দ্বারা উদ্ভাসিত মনের অবস্থা;ক্ষতিকারতা।

ইব্রীয় ১২:১৫ পদে তিক্ততা সম্পর্কে কী বলে ?

তিক্ততা হৃদয়ে নিজেই শিকড় ধারন করে এবং তেতো ফল উৎপন্ন করে যা সমস্যা সৃষ্টি করে, সম্পর্ককে বিকৃত করে এবং ঈশ্বর আমাদের জীবনে ভাল ফল উৎপন্ন বৃদ্ধিতে বাধা দেয়।
ইফিষীয় ৪:৩১ পড়ুন। তিক্ততা আঁকড়ে থাকা কারো হৃদয়ে কোন প্রমান বিদ্যমান ?

ক্ষমাশীলতার ফল

আপনার জীবনে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে কোনটি স্পষ্ট ? আপনি যাদের চিহ্নিত করেন তাদের পাশে একটি চিহ্ন রাখুন।

- অহংকার
- আত্ম-ধার্মিকতা
- আত্ম-করুনা
- মানসিক অস্থিরতা
- উদ্বেগ.উত্তেজনা এবং চাপ
- স্বাস্থ্য সমস্যা
- খাদ্যাভ্যাস

- সম্পর্কের মধ্যে বিশ্বাসের অভাব
- বিবাহে ঘনিষ্টতার অভাব
- যৌন অসুবিধা
- অন্যদের বিচার এবং সমালোচনা
- অতি সংবেদনশীল এবং সহজেই ক্ষুব্ধ
- শান্তি এবং আনন্দের অনুপস্থিতি
- যীশুর সঙ্গে সম্পর্ক ভাঙ্গা

যারা ক্ষমা করতে অস্বীকার করে তাদের পরিণতি সম্পর্কে যিশু তাঁর শিষ্যদের সাথে একটি দৃষ্টান্ত ভাগ করেছেন। মথি ১৮:২১-৩৫ পদ পড়ুন।

মথি ২৭ পদে বিশ্বাসির প্রতি শিক্ষকের স্বভাব কি ছিল ?

মথি ২৮ পদে চাকরটি তার সহকর্মীর সাথে কেমন আচরন করেছিলেন ?

মথি ৩৪ পদ অনুসারে, কিভাবে শিক্ষক তার দাসকে ক্ষমা করতে অনিচ্ছুক সাড়া দিয়েছিলেন ?

মথি ৩৫ পদে, যীশু কি সতর্ক করেছিলেন ?

ক্রুশ, ক্ষমা এবং পরিত্রান সম্পর্কে চিন্তা করুন যা আমরা খ্রীষ্টের কাছ থেকে পেয়েছি। আমরা কিভাবে তাঁর ক্ষমা পেতে পারি এবং তবুও অন্যদের ক্ষমা করতে অস্বিকার করি ?

এই দৃষ্টান্তটি শেখায় না যে ঈশ্বরের একটি নতুন জন্ম নেওয়া শিশু চিরকালের ধ্বংসের সম্মুখীন হবে যদি সে ক্ষমা করতে রাজি না হয়; যাইহোক, এটি শেখায় যে তারা তাদের ক্ষমার অযোগ্য হয়ে বন্দী হবে-অতীতের যন্ত্রনা কাটিয়ে ওঠার একটি ধ্রুবক চক্রের মধ্যে আটকে আছে। এটা কি আমাদের এবং অন্যদের দ্বারা সৃষ্ট যন্ত্রনা থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব ? পাপ এবং অগোছালো বিশ্বে আমাদের কীভাবে অন্যদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে বসবাস করা উচিত ?

সত্য ভিত্তি
ক্ষমার অযোগ্যতা তিক্ততার দিকে পরিচালিত করে, অন্যান্য সম্পর্ককে অপবিত্র করে এবং মানুষের হৃদয়কে কষ্ট দেয়।

পাঠ ৫ - কিভাবে একে অপরের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে হয় ?

আপনার প্রতিবেশীকে ভালবাসুন

বাইবেল আমাদেরকে কিভাবে একে অপরের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে সে বিষয়ে স্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান করে। **মথি ২২: ৩৭-৪০ পদ পড়ু** ন। যীশুর মতে, দুটি সবচেয়ে বড় আদেশ কি ?

যীশু নিজেই বলেছিলেন যে অন্যের প্রতি আমাদের ভালবাসা তাঁর প্রতি আমাদের ভালবাসার সমান গুরুত্বপূর্ণ। আপনি কোনটি সহজ মনে করেন ? অবশ্যই প্রশ্নটি অলঙ্কারমূলক। এমন একজনকে ভালবাসুন যিনি প্রথমে আপনাকে নিখুঁতভাবে এবং নিঃশর্তভাবে ভালবাসেন, আপনার জন্য তার জীবনকে বিসর্জন দেওয়া কঠিন নয়। কিন্তু ভালবাসার মানুষ যারা ধারাবাহিকভাবে আপনাকে ব্যর্থ করে, যারা শর্তসাপেক্ষে এবং অসম্পূর্ণভাবে ভালবাসে, এবং অনিচ্ছাকৃতভাবে বা ইচ্ছাকৃতভাবে আপনাকে কষ্ট
দিয়েছে ? এটা কি সহজ ?

সারসংক্ষেপ ১ম যোহন ৪: ১৯-২১ পদ।

আমরা প্রথম যে বিষয়টি শিখি তা হ'ল ঈশ্বরের প্রতি আমাদের ভালবাসা হ'ল আমাদের প্রতি তাঁর ভালবাসার প্রতিক্রিয়া। দ্বিতীয় বিষয় হল ঈশ্বরকে ভালবাসা অন্যদের ভালবাসা অন্তর্ভুক্ত করে। ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসা দাবি করতে পারেন না, তিনি আপনার জীবনে যেসব মানুষকে রেখেছেন তাদেরও না ভালবেসে।

রোমীয় ১৩: ৮-১০ পদ পড়ুন। এই পদগুলিতে আপনার কাছে কী স্পষ্ট ?

একজন খ্রীস্টান হিসাবে, আপনি আপনার প্রতিবেশীর ভালোবাসার ঋণী। আপনি কি এটা বিবেচনা করেছেন ? আপনি আর আপনার পাপের ঋণগ্রস্থ নন কারন খ্রীষ্ট ক্রুশে সেই ঋণ পরিশোধ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর পরিত্রান পেয়ে, আপনি আপনার প্রতিবেশীকে ভালবাসার ঋণ গ্রহন করেন। আপনি হয়ত ভাবছেন, *নিশ্চয়ই আমার প্রতিবেশী এই ব্যাক্তি বা সেই ব্যাক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করে না। সর্বোপরি, দেখুন তারা আমার সাথে কী করেছে!*

মথি ৫: ৪৩-৪৮ পদগুলি সংক্ষিপ্ত করুন।

আপনি কার কাছ থেকে আপনার ভালোবাসা আটকাতে পারেন ? উত্তর কেউ না। সবাইকে ভালোবাসার প্রতি তোমার ঋণ আছে।
কেন ?

১ম করিন্থীয় ৬:২০ পদটি নীচে লিখুন।

আপনি ব্যতিক্রম ছাড়া প্রত্যেকের কাছে খ্রিষ্টকে গৌরবান্বিত ও প্রতিফলিত করবেন। অন্যদের প্রতি দীর্ঘস্থায়ী চিন্তাভাবনা বা আচরণ যা খ্রিষ্টের অনুরাগী নয় বা তা অমার্জনীয় নয় এবং ঈশ্বর এবং উভয় ব্যক্তির প্রতি অনুতাপের প্রয়োজন।

মথি ৫: ২৩-২৪ পদে যীশু কী শিক্ষা দিয়েছিলেন ?

আমরা কখন বেদীতে যাই ? এটি যীশুর সাথে আমাদের সহযোগিতার কথা উল্লেখ করছে-প্রার্থনা এবং উপাসনায় আমাদের সময় এবং তাঁর নামে করা কোনও পরিসেবা। যীশু শিখিয়েছিলেন যে অন্যদের সাথে আমাদের সম্পর্ক তাঁর কাছে কতটা গুরুত্বপূর্ণ। এটি এমন কিছু নয় যা তিনি হালকাভাবে নেন এবং আমাদেরও উচিত নয়। যদি এমন কেউ থাকে যার থেকে আপনার ক্ষমা প্রয়োজন, অথবা কারও ক্ষমা প্রয়োজন, যীশু আপনাকে এই মুহূর্তে তাদের সাথে পুনর্মিলনের নির্দেশ দিচ্ছেন।

পুনর্মিলন

ঈশ্বরের হৃদয় মানবজাতির পতনের পর থেকে ভেঙ্গে যাওয়া সমস্ত কিছু পুনরুদ্ধার করতে চায়। এই কারণেই খ্রিষ্ট এই পৃথিবীতে এসেছিলেন-পাপের কারণে সৃষ্ট ঈশ্বর এবং তাঁর সৃষ্টির মধ্যে যে বিচ্ছিন্নতা ছিল তা দূর করতে। খ্রিষ্টের মাধ্যমে তাঁর এবং মানবজাতির সম্পর্ক পুনর্মিলিত হয়।

ঈশ্বরের সাথে একটি পুনর্মিলিত সম্পর্ক হল সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ উপহার এবং ঈশ্বরের হৃদয়ের সবচেয়ে বড় আকাঙ্খা, কিন্তু এই পুনরুদ্ধারটি কেবল শুরু।

ইফিষীয় ৪: ৩১-৩২ পড়ুন। অন্যদের সাথে আমাদের সম্পর্কের জন্য ঈশ্বরের ইচ্ছা কি ?

পুনর্মিলন-বন্ধুত্ব, শান্তি বা অনুগ্রহ পুনরুদ্ধার করতে; সম্প্রীতি ফিরিয়ে আনতে;

অনেক খ্রিষ্টান কারো প্রতি তিক্ততা, বিরক্তি বা ক্ষমাশীলতাকে আশ্রয় দিচ্ছে। এটা সহজেই অনুমান করা যায় যে এই অনুভূতিগুলি তাদের প্রাপ্ত ব্যথার একটি যৌক্তিক মানসিক প্রতিক্রিয়া। সম্ভবত যে ব্যক্তি তাদের আঘাত করেছে সে তাদের কাজের জন্য যথেষ্ট ভোগ করেছে বা তাদের আচরণের জন্য যথেষ্ট দায়িত্ব নেয়নি। তারা তাদের আহত অবস্থাকে ন্যায্যতা দেওয়ার চেষ্টা করতে পারে এবং তাদের সহ্য করা কষ্টের জন্য অন্যদের কাছ থেকে সহানুভূতি চাইতে পারে। আপনি কি বর্ননা করতে পারেন ?

আমি যে ধাপে অন্যদের ক্ষমা করতে সক্ষম এবং ইচ্ছুক তা আমার জন্য আমার পিতার ক্ষমা কতটা ব্যক্তিগতভাবে অনুভব করেছি তার একটি স্পষ্ট ইঙ্গিত।- ফিলিপ কেলার

আপনার জীবনের অতীত এবং বর্তমান উভয় সম্পর্ক বিবেচনা করুন। এমন কেউ কি আছে যার সাথে আপনি সম্পর্কহীন ? আপনি কি কারো কাছ থেকে আঘাত পেয়েছেন বা অপমানিত হয়েছেন ? যে কেউ আপনার উপর আঘাত বা অপমান করে। আপনি কাকে মনে করেন ?

যদি আপনি মনে করেন যে আপনার হৃদয়ে তিক্ততা, বিরক্তি, বা ক্ষমার অযোগ্যতা আছে, কিন্তু আপনি উৎস সম্পর্কে নিশ্চিত নন, তাহলে নিচে আপনার চিন্তা লিখুন।

এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে ক্ষমা এবং পুনর্মিলন দুটি ভিন্ন জিনিস। যে কেউ আপনাকে কষ্ট দিয়েছে তার জন্য ক্ষমা করা যেতে পারে, কিন্তু ঐশ্বরিক মিলন পূর্বে বিদ্যমান সম্পর্কগুলি ভেঙ্গে গেছে। অপরিচিত বা নৈমিত্তিক পরিচিতদের সাথে পুনর্মিলনের প্রয়োজন নেই।

এছাড়াও কিছু পুনর্মিলিত সম্পর্ক রয়েছে যার জন্য প্রয়োজন হবে প্রজ্ঞাপূর্ণ সীমানা। ক্ষমা এবং পুনর্মিলন অন্য ব্যক্তিকে আপনার প্রতি অসম্মানজনক বা কঠোর আচরণ করতে স্বাধীনতা দেয় না। কিছু লোক যারা আপনাকে আঘাত করেছে আপনি তাদের ক্ষমা করার পরেও মানসিক বা শারীরিক ব্যথা সৃষ্টি করতে পারেন। আপনার মানসিক ও শারীরিক সুস্থতার জন্য সীমানা প্রতিষ্ঠা করা অপরিহার্য। সফল পুনর্মিলন শান্তি ও দয়া সহকারে হবে, কিন্তু অযৌক্তিক মিলন আরো আঘাত এবং অশান্তির দিকে পরিচালিত করবে। যদি আপনার প্রয়োজন হয়,তাহলে আপনার পালক বা পরিপক্ক খ্রিষ্টান বন্ধুর কাছ থেকে পরামর্শ নিন যাতে আপনার পুনর্মিলিত সম্পর্কের জন্য বিজ্ঞ সীমানা প্রতিষ্ঠা করা যায়।

অনুশীলন ৬ - ক্ষমা করার জন্য

যদি আপনাকে ক্ষমা করার প্রয়োজন হয় তাহলে

পবিত্র আত্মাকে আপনার জীবনের এমন কোন সম্পর্কহীন সম্পর্ক প্রকাশ করতে বলুন যা আপনার পাপ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। মনে রাখবেন যে আপনি বর্তমানে অন্যদের কীভাবে ব্যথা সৃষ্টি করেছেন সে সম্পর্কে আপনি হয়তো অবগত নন। যদি পবিত্র আত্মা আপনার কোন সম্পর্কের মধ্যে আপনার পাপ প্রকাশ করে-অতীত, বর্তমান,বা ভবিষ্যতের কোন এক সময়ে-আপনাকে অবশ্যই নিজেকে নম্র হতে হবে এবং এই পদক্ষেপগুলি অনুসরণ করতে হবে।

১ম ধাপ- ঈশ্বরের কাছে আপনার পাপ স্বিকার করুন এবং ক্ষমার জন্য তাঁকে অনুরোধ করুন।

১ম যোহন ১:৯ পদ পড়ুন। যখন আমরা তাঁর কাছে আমাদের পাপ স্বীকার করি তখন ঈশ্বর কীভাবে সাড়া দেন ?

গীতসংগীতা ১০৩:১২ পদ পড়ুন। আমাদের পাপের বিষয়ে তিনি কি করেন ?

ঈশ্বরের কাছে দুঃক্ষিত হওয়ার জন্য এখনই কিছুক্ষন সময় নিন, তাঁকে আপনার নির্দিষ্ট পাপ ক্ষমা করতে অনুরোধ করুন। বিশ্বাস দ্বারা, প্রকৃত ঈশ্বরের পরম ক্ষমা এবং শুদ্ধি গ্রহন করুন। পবিত্র আত্মাকে আপনার হৃদয়কে তাঁর ভালবাসায় পূর্ণ করতে এবং পরবর্তী ধাপে মেনে চলার শক্তি এবং ইচ্ছা প্রদান করতে অনুরোধ করুন।

২য়-ধাপ: আপনি যে ব্যক্তির প্রতি অন্যায় করেছেন তার কাছে বিনীতভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করুন এবং তাদের জন্যও ক্ষমা প্রার্থনা করুন।

ইংরাজি ভাষায় সবচেয়ে শক্তিশালী বাক্যাংশাগুলির মধ্যে একটি হল "আমি ভুল ছিলাম। দয়া করে আমাকে ক্ষমা করুন।" যদি আপনি সক্ষম হন, আমি আপনাকে এই কথাগুলো সামনাসামনি বলার জন্য উৎসাহিত করি।

এটি আরও কঠিন হতে পারে, তবে এটি সাধারনত আরও কার্যকর। যাইহোক, সরবরাহের কারনে, আপনাকে সেগুলি ফোনে বা লিখিতভাবে উপযুক্ত আধুনিক যোগাযোগের মাধ্যমে বলতে হতে পারে। আপনার অহংকার, বিভ্রান্তি, বা অন্যান্য বাধা এই আনুগত্যের কাজটি বিলম্বিত হতে দেবেন না।

মৌলিক সত্য

ঈশ্বরের বাক্য আমাদের আদেশ করে যে আমরা যার কাছে ক্ষুব্ধ হয়েছি তার কাছে যেতে এবং বিনীতভাবে ক্ষমা চাইতে।

আরও সহায়তার জন্য, একজন বিশ্বস্ত খ্রিস্টান বন্ধুকে আপনার সাথে প্রার্থনা করতে এবং আপনি যাদের সাথে অন্যায় করেছেন তাদের সাথে পুনর্মিলন করার জন্য আপনাকে জবাবদিহি করতে বলুন।

যদি আপনার ক্ষমা করার প্রয়োজন হয়

পবিত্র আত্মাকে আপনার জীবনে এমন কাউকে প্রকাশ করতে বলুন যার প্রতি আপনি তিক্ততা পোষন করতে পারেন। ঈশ্বরকে আপনার হৃদয়ে নিরাময় আনতে দেওয়ার জন্য, আপনাকে অবশ্যই নিজেকে নম্র হতে হবে এবং এই পদক্ষেপগুলি অনুসরণ করতে হবে।

১ম: পদক্ষেপ- ঈশ্বরের কাছে বাধ্য হয়ে ক্ষমা করার শক্তি চাইতে হবে।

১ম যোহন ৫: ১৪ পদ এবং মথি ২১: ২২ পদে আপনি কি শিখেছেন ?

ঈশ্বর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে যদি আপনি বিশ্বাসে "তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী কিছু" চান, তাহলে আপনি তা পাবেন। এটি ক্ষমার হৃদয়ের একটি বৈশিষ্ট্য যা ঈশ্বর আপনাকে দিতে চান, কিন্তু আপনাকে অবশ্যই এটি চাইতে হবে। এটি স্বাভাবিকভাবে আসে না এবং মাঝে মাঝে অত্যন্ত কঠিন হবে, কিন্তু ঈশ্বর আপনার প্রতিশ্রুতির প্রতি বিশ্বস্ত থাকবেন যা আপনাকে মেনে চলার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি দেবে।

২য়: পদক্ষেপ: আপনার ক্ষমার যোগাযোগ করুন।

ক্ষমা শব্দটি একটি ক্রিয়া, যার অর্থ কর্মের প্রয়োজন। এটি নিষ্ক্রিয়ভাবে করা অহেতুক, মৌখিক অভিব্যক্তি নয়। এটি অবশ্যই নির্দিষ্ট কাউকে দেওয়া উচিত, যেমন একটি বাস্তব উদাহরণ দেওয়া যাক। কাউকে পেন্সিল দেওয়ার মত মনে করুন। যদি আমি নিজেকে বলি, আমি পিটারকে এই পেন্সিলটি দেব, কিন্তু আমি বাস্তবে যদি পিটারকে সেটি না দেই, আমি কি পিটারকে পেন্সিলটি দিয়েছি ? অবশ্যই না। পিটারকে পেন্সিল দেওয়ার জন্য আমার মনে না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করার দরকার নেই। পেন্সিলটি আমি তাকে দেওয়ার আগে আমার মনে হয় যে সে পেনসিল পাওয়ার যোগ্য না হওয়া পর্যন্ত আমাকে অপেক্ষা করতে হবে না। আসল কথা হল, ঈশ্বর আদেশ দেন যে আমি পিটারকে পেন্সিল দেব। শক্তিটি আমার বিচারালয়ে আছে সম্পূর্ণরূপে আনুগত্যে বসবাস করা অথবা তিক্ততা পোষণ করা, নিজের কাছে পেন্সিল রেখে।

ক্ষমা করা সহজ কাজ নয়; অতএব, আপনি একা থাকার চেষ্টা করবেন না। ক্ষমা করার এবং ঈশ্বরের আদেশের প্রতি বাধ্য হয়ে আত্মসমর্পণের জন্য একজন পরিপক্ক খ্রিস্টান বন্ধুর সমর্থন ও জবাবদিহিতা সন্ধান করুন।
ক্ষমা একটি আবেগ নয় ------- ক্ষমা ইচ্ছার একটি কাজ, এবং ইচ্ছা হৃদয়ের উষ্ণতায় নির্বিশেষে কাজ করতে পারে। - কোরি টেন বুম

পদক্ষেপ-৩: তিক্ততা শোষনের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন।

আপনার বিরুদ্ধে করা পাপ ক্ষমার অযোগ্যতাকে সমর্থন করে না। ক্ষমা করতে অস্বীকার করা, আপনার হৃদয়ে তিক্ততা এবং বিরক্তি পোষণ করা, সমানভাবে পাপ এবং সত্যিকারের পুনর্মিলনের জন্য অবশ্যই অনুতপ্ত হতে হবে।

কিছু ক্ষেত্রে, রসদ, ভ্রমনের খরচ, আপনার নিরাপত্তা, বা অন্য ব্যক্তির যথেষ্ট শান্ত থাকার ক্ষমতা যা আপনাকে বলতে হবে তা বলার জন্য, একটি চিঠি, ইমেইল বা টেলিফোন কল হতে পারে আপনার ক্ষমা জানানোর উপায়।

কথা বলার সময় বা লিখিতভাবে যোগাযোগ করার সময় এই বিষয়গুলো মনে রাখবেন:

১। আপনি আপনার স্বর্গীয় পিতার আনুগত্যের জন্য এটি করছেন, যিনি আপনাকে ভালবাসেন এবং যত্ন করেন। তিনি চান যে আপনি আপনার হৃদয়ের আঘাত এবং ক্ষমা না করার ফলে যে বন্ধন এবং নিপীড়নের সম্মুখীন হয়েছেন তার থেকে মুক্ত থাকুন।
২। আপনার বিরুদ্ধে আনা অপরাধের প্রত্যেকটি বিবরণ আপনাকে পুনর্বিবেচনার প্রয়োজন নেই। যদি এটি নির্মম পাপ ছিল, আপনার অপরাধী সম্ভবত বিস্তারিত জানবে। এমন পরিস্থিতি আছে যখন অপরাধী তাদের দ্বারা সৃষ্ট আঘাত সম্পর্কে অজ্ঞ হতে পারে। এটি পিতামাতা এবং সন্তানের মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে সাধারণ। এমনকি এই পরিস্থিতিতে, এটি সংক্ষিপ্ত রাখুন। কেন আপনাকে ক্ষমা করতে হবে তার সমস্ত কারণের বিশদ ব্যাখ্যা প্রদান করা গুরুত্বপূর্ণ নয়।

৩। অন্যদের তাদের অপরাধের মালিক হতে বাধ্য করার চেষ্টা করবেন না। ঈশ্বর আপনাকে আনুগত্য করার জন্য আহ্বান করেছেন, মামলাকরা, জজ বা বিচারক হতে নয়। আপনার নিরাময় ঈশ্বরের কাছ থেকে আপনার আনুগত্যের কারনেআসবে, অন্য ব্যাক্তির কাছ থেকে নয় যারা তাদের দোষের মালিকানা নিতেপারে বা নাও নিতে পারে।

৪। এটি সংক্ষিপ্ত রাখুন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, উচ্চ স্তরের আবেগের কারণে, এমন কিছু বলা সহজ যা পরিকল্পনা বা মিটিং করা হয়নি, যা চিঠি বা কথোপকথনের উদ্দেশ্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে।

মৌলিক সত্য
ঈশ্বরের বাক্য বিশ্বাসীদেরকে নম্রভাবে অন্যদের ক্ষমা করার নির্দেশ দেয় যারা তাদেরকে ক্ষুব্ধ বা অন্যায় করেছে।

যদি পবিত্র আত্মা আপনার কাছে বা কারো কাছে ক্ষমা চাওয়ার প্রয়োজন প্রকাশ করে থাকেন, তাহলে এখনই এটিকে খোলাখুলি দাবি করুন এবং একটি তারিখ নির্দিষ্ট করুন যাতে আপনি তাদের সাথে যোগাযোগ করবেন। ক্ষমা এবং পুনর্মিলন বিষয়ে ঈশ্বরের আদেশগুলি মেনে চলার জন্য আপনার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকার জন্য জবাবদিহিতা সন্ধান করুন।

পাঠ ৭ - ক্ষমা করার জন্য আপনার প্রতিশ্রুতি বজায় রাখা

আপনার মধ্যে যারা ক্ষমা এবং পুনর্মিলনের বিষয়ে ঈশ্বরের আদেশের প্রতি বাধ্যকামূলকভাবে সাড়া দেয়, তাদের জন্য এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে ক্ষমা করা বা ক্ষমা চাওয়ার কাজটি নতুন কিছু শুরু করে। আমরা কম্পিউটার নই। আমাদের মন এবং আচরণের জন্য "রিফ্রেশ" বাটন বা "কন্ট্রোল-অল্টার ডিলিট" নেই। আপনার আনুগত্য বজায় রাখার জন্য আত্ম-নিয়ন্ত্রন, শৃঙ্খলা এবং ত্রানেশ্বর এবং তাঁর বাক্যের প্রতি বিনয়ী নির্ভরতা আপনার হৃদয়ে স্থান করে নেওয়ার জন্য প্রয়োজন হবে।

যাদের ক্ষমাকরা হয়েছে

ঈশ্বরের সামনে আপনার ব্যর্থতা স্বীকার করার জন্য যথেষ্ট নম্র হওয়া এবং যাদের আপনি অসন্তুষ্ট বা অন্যায় করেছেন তারা আপনার জীবনে পবিত্র আত্মার কাজের শক্তির একটি সুন্দর প্রমাণ। কিন্তু ঈশ্বর এখনও আপনার সাথে শেষ করেননি। আপনি আপনার অপরাধের পুনরাবৃত্তি এবং অন্যকে আঘাত করতে অবিরত অনুভব করতে পারেন। সেখান থেকেই আপনার লড়াই শুরু।

ক্ষমাশীলদের কাছে

আপনার তিক্ততা এবং বিরক্তি ছেড়ে দিয়ে ক্ষমাশীলদের কাছে ঈশ্বরের হৃদয় প্রতিফলিত করে, যারা আপনাকে আঘাত করেছে তাদের অপরাধ ক্ষমা করে, স্বর্গীয় পিতার সম্মান ও গৌরব নিয়ে আসে। কিন্তু ঈশ্বর এখনও আপনার সাথে শেষ করেননি। আপনার অপরাধী যে কষ্ট দিয়েছিল তা মনে রাখতে আপনি প্রলুব্ধ হবেন। অসন্তোষ আবার আপনার হৃদয়ে শিকড় ধরার চেষ্টা করবে। সেখান থেকেই আপনার লড়াই শুরু।

আপনি যাদের ক্ষতি করেছেন, অথবা যারা আপনাকে আঘাত করেছেন তারা আপনার জীবনের একটি নিয়মিত অংশ হতে পারে। এবং যদিও ঈশ্বর আপনার মধ্যে একটি বড় বিজয় পেয়েছেন, তার মানে এই নয় যে পরিবর্তিত হয়েছে। তারা আপনার প্রতি তিক্ততা এবং বিরক্তি পোষন করতে পারে, অথবা তারা আপনাকে আঘাত করতে পারে। আপনার শরীর একই ভাবে গর্বিত এবং স্বার্থপর পদ্ধতিতে প্রতিক্রিয়া জানাতে চাইবে যাতে এটি অভ্যস্ত।

কিন্তু **ইফিষীয় ৪: ২২-২৪ পদ অনুসারে** আমাদের পূর্বতনদের সাথে আমাদের কি করা উচিত **?**

আপনাকে অবশ্যই একবারে মানুষের প্রতি সাড়া দেওয়া বন্ধ করতে হবে এবং সক্রিয়ভাবে "নতুন ব্যবহার করা" আপনাকে পরিণত হতে রূপান্তরীত করবে। মুহূর্তের পর মুহূর্তে তাঁর কাছে আপনার আত্মসমর্পণে তিনি তাঁর ফল উৎপাদনে বিশ্বস্ত হবেন। মনে রাখবেন আপনার যে আনুগত্য তা অন্য ব্যক্তি দ্বারা পরিবর্তীত হবে। আপনার আনুগত্যতা ও পরিবর্তনশীলতা যা ঈশ্বরই আপনার মধ্যে সৃষ্টি করছেন।

ফিলিপীয় ১: ৬ পদটি লিখুন।

আমি যাকে ক্ষমা করছি সে যদি সম্পর্ক পুনর্মিলন করতে না চায় ? **রোমীয় ১২: ১৮ পদ বলে,** শান্তি বজায় রাখতে আপনার অংশ সম্পর্কে কী বলে ?

আপনি শুধুমাত্র পুনর্মিলনের আপনার অংশের জন্য দায়ী। আপনি অন্য ব্যক্তির উপর কোন প্রত্যাশা বা প্রয়োজনীয়তা রাখতে পারবেন না। তাদের অবস্থান যাইহোক না কেন, আপনাকে অবশ্যই ক্ষমা চাইতে এবং ক্ষমা করে ঈশ্বরের আনুগত্য করতে হবে। যদি অন্য ব্যক্তি আপনাকে ক্ষমা করতে অস্বীকার করে, অথবা যদি তারা আপনার প্রতি তাদের ভুল স্বীকার না করে,তাহলে ঈশ্বর আপনার আনুগত্যের জন্য আপনাকে আশীর্বাদ করবেন এবং আপনার জীবনে তাঁর শান্তি অনুগ্রহ এবং করুনা বর্ষন করবেন। আপনি এখন আপনার বন্ধন থেকে অন্য ব্যক্তির প্রতিক্রিয়া নির্বিশেষে তার স্বাধীনতা অনুভব করবেন।

এই প্রার্থনাকে নির্দেশনা হিসাবে ব্যবহার করুন:

প্রভু যীশু. আমি এই পরিস্থিতিতে আপনার উপর আস্থা রাখার শক্তি প্রার্থনা করি। আমাকে মনে রাখতে সাহায্য করুন যে আমি এটা আপনার জন্য করছি। আমি চেয়ে থাকি না----------কোন কিছুর জন্য কিন্তু আমার জীবন তোমার হাতে তুলে দেই। আমি --------এর সাথে পুনর্মিলনের জন্য প্রার্থনা করি,কিন্তু আমি জানি যে আমি কেবল আমার অংশটুকু করতে পারি। আমি প্রার্থনা করি----------তোমার কাছে আত্মসমর্পন করি যাতে তুমি মহিমান্বিত হতে পারো। আমি আপনার ফলাফলের উপর সম্পূর্নরূপে বিশ্বাস করি। যীশুর নামে এই প্রার্থনা করি। আমেন।

যে ব্যক্তির আমার ক্ষমা প্রয়োজন সে যদি মারা যায়? আমি কি এখনো তাদের ক্ষমা করতে পারি?

মানুষের হৃদয়ে তিক্ততা সেই তিক্ততার বস্তু মারা যাওয়ার পরেও দীর্ঘকাল বেঁচে থাকে। ক্ষমা একমাত্র প্রতিষেধক এবং সর্বদা পদক্ষেপের প্রয়োজন। নীতিগুলি একই থাকে। প্রভুর কাছে মৃত ব্যক্তির জন্য আপনার তিক্ততা স্বীকার করা শুরু করুন। তারপরে প্রভুকে বলুন যে আপনি তাদের দোষ বা অপরাধ তাদের বিরুদ্ধে রাখছেন না পরিবর্তে তাদের ক্ষমা করুন। বিশ্বস্ত বন্ধু বা পালকের উপস্থিতিতে উচ্চস্বরে ক্ষমা করার জন্য আমি আপনাকে উৎসাহিত করি।

নিম্নলিখিত এই প্রার্থনাকে নির্দেশনা হিসাবে ব্যবহার করুন:

প্রভু যীশু, ক্রুশে মারা যাওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আমি আপনার সাথে একমত যে এই ব্যক্তি আমাকে যে আঘাত দিয়েছে তার জন্য আপনাকে অবশ্যই ক্ষমা করতে হবে। আমি আপনার কাছে ক্ষমার এই কথাগুলো মেনে চলার এবং বলার শক্তি চাই। আমি ক্ষমা করি---------জন্য---------(সুনির্দিষ্ট হতে)। আমি আপনাকে আমার তিক্ততা দূর করতে বলি এবং এতদিন এই তিক্ততা ধরে রাখার জন্য আমাকে ক্ষমা করুন। যীশুর নামে এই প্রার্থনা করি। আমেন।

মূল সত্য

ঈশ্বরের বাক্য অন্যদের প্রতিক্রিয়া বা কর্ম নির্বিশেষে তাঁর আনুগত্য চালিয়ে যেতে বলে।

একটি চূড়ান্ত চিন্তা

যখন আমি অবশেষে প্রভুর আনুগত্য করছিলাম এবং আমার পিতাকে ক্ষমা করে দিয়েছিলাম, এবং তার জন্য আমার হৃদয়ে যে তিক্ততা এবং ঘৃণা রেখেছিলাম তা ঈশ্বরের কাছে দিয়েছিলাম, আমি তাড়াতাড়ি পরবর্তী স্বাধীনতা এবং আশীর্বাদ অনুভব করেছি।ঈশ্বর আপনার জন্য একই চান। অন্যকে ক্ষমা করার বা অন্যদের কাছথেকে ক্ষমা চাওয়ার আপনার ক্ষমতা সরাসরি ঈশ্বরের ক্ষমা পাওয়ার সাথে আপনার অভিজ্ঞতার সাথে সম্পর্কিত। ঈশ্বরের প্রতি নম্র হৃদয় অন্যদের প্রতি কঠোর হতে পারে না। ঈশ্বরের সামনে নিজেকে নম্র করুন। ক্ষমা করার বিষয়ে তাঁর আদেশগুলি মেনে চলুন এবং অপরাধবোধ এবং বিরক্তি থেকে মুক্ত হোন।

প্রথম এবং প্রায়ই একমাত্র ব্যক্তি যিনি ক্ষমা করে সুস্থ হয়ে উঠেন তিনি হলেন সেই ব্যক্তি যিনি ক্ষমা করেন----যখন আমরা সত্যিকার অর্থে ক্ষমা করি, তখন আমরা একজন বন্দীকে মুক্ত করি এবং পরে আবিস্কার করি যে সেই বন্দীরাই ছিলাম আমরা।---লুইস স্মেডেস

আমি প্রার্থনা করি যে এই অধ্যায়টিতে ঈশ্বর ক্ষমা ও পুনর্মিলনের মাধ্যমে যে স্বাধীনতা দিতে চান তা পেতে আপনার জন্য সহায়ক নির্দেশিকা রয়েছে। এটি সহজ নয়, কারণ আমাদের একজন প্রতিপক্ষ আছে যিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করে আমাদেরকে খ্রিষ্টের মধ্যে যে স্বাধীণতা পেয়েছেন তা অনুভব করতে বিরত রাখেন। পরের অধ্যায়ে অদেখা যুদ্ধের উপর আলোকপাত করা হয়েছে যা আধ্যাত্মিক রাজ্যে ছড়িয়ে পড়ে এবং আমাদের শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য আপনাকে বাইবেলের অস্ত্র দিয়ে সজ্জিত করবে।

আমি এবং আমার ছেলেরা ছোটবেলায় প্রয়ই পেইন্ট বল খেলতাম। যদি আপনি পরিচিত না হন, পেইন্ট বল একটি খেলা যেখানে আপনি একটি এয়ার রাইফেল ব্যবহার করে আপনার প্রতিপক্ষকে ছোট, প্লাস্টিকের বল দিয়ে পেইন্ট দিয়ে গুলি করুন। যদি আপনি আঘাত পান, আপনি বাইরে। আপনার প্রতিপক্ষকে পরাস্ত করার জন্য আপনি অনেক যুদ্ধ কৌশল ব্যঅবহার করতে পারেন। সেরা কৌশল গুলির মধ্যে একটি হল গোপনে চুপ চাপ আপনার প্রতিপক্ষের পিছনে লুকিয়ে থাকা, চোখে না পড়া, বিস্ময় উপাদানটি ব্যাবহার করা। এফওয়েপ! আঘাত হানা এবং সঠিক সুরক্ষা ছাড়া এক চতুর্থাংশ ছেড়ে যেতে পারে। যারা শুধুমাত্র একটি টি শার্ট পরার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তারা প্রায়ই পরবর্তী খেলার জন্য অনেক বেশী সুরক্ষা নিয়ে উপস্থিত হবে। কিন্তু যদি একটি ছোট তালির চেয়ে অনেক বেশী দাগ থাকে ? আপনি কি ভাবে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হবেন ?

আমরা একটি ভৌত জগতে বাস করি এবং সহজেই দৈহিক জগতের মধ্যে ব্যাস্ত হয়ে পড়ি। ইতিহাসের বইগুলি বিভিন্ন কারনে তাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত দেশগুলিতে পূর্ণ। ব্যাক্তিগত পর্যায়ে, আমরা আমাদের শত্রুদেরকে অন্যান্য ভৌতিক হিসাবে দেখি যাদের কথা ও কাজ ক্ষতি ও ধংসের কারন হয়ে দাড়ায়। মুক্ত পথে পাগল চালক, গুজব ও মিথ্যা ছড়ানো নিন্দুক, প্রতারক, চোর, ধর্ষক,হত্যাকারী এই লোকেরা শারিরীক শত্রু যা আমরা দেখতে ও স্পর্ষ করতে পারি। কিন্তু আধ্যাত্মিক জগতে একটি অদৃশ্য শত্রু আছে, যা আপনি কিছু দেখতে, স্পর্ষ এবং অনুভব করতে পারেন, তার চেয়ে অনেক বেশী বিপদজনক এবং ঈশ্বর চান আপনি প্রস্তুত থাকুন।

পাঠ ১ - অদৃশ্য শত্রু

ইফিষীয় ৬: ১২ পদে আমরা দেখি, সবচেয়ে বিপদজনক হুমকীর উল্লেখ করে যা আমরা প্রতিদিন মোকাবেলা করি। তারা কী ?

ঈশ্বরের বাক্য শিক্ষা দেয় যে প্রকৃত শত্রুরা শারীরিক নয় বরং আধ্যাত্মিক। আপনি সচেতন ভাবে থাকুন বা না থাকুন, আপনি একটি আধ্যাত্মিক যুদ্ধে লিপ্ত যা আপনার চারপাশে ছড়িয়ে আছে। দুর্ভাগ্যক্রমে, লড়াইয়ের " অপ্ট আউট" করার জন্য আপনার বিলাসিতা নেই। যুদ্ধগুলি আপনার সেচ্ছায় অংশ গ্রহনের জন্য অপেক্ষা করে না। আপনি সর্বদা যুদ্ধের প্রথম সারিতে আছেন। আপনি হয় শব্দের আলোকে দৃঢ়ভাবে দাড়াতে পারেন, অন্ধকারের কাছে আত্ম সমর্পনও করতে পারেন এবং পরাজয়ের যন্ত্রনা অনুভব করতে পারেন।

এই শব্দটিকি আপনার কাছে নাটকীয় ? আমি বুঝতে পারি এটি হয়। একটি অদৃশ্য যুদ্ধ আধ্যাত্মিক শত্রু যিনি আপনাকে অন্ধকারে আটকে রাখার জন্য লড়াই করেছেন এবং কিছুটা " এই জগতের বাইরে" মনে হচ্ছে। কিন্তু এই যুদ্ধ আপনার অস্তিত্বের উপর বিশ্বাস করে কিনা তার উপর নির্ভর করে না। আসলে, শত্রু পছন্দ করবে যে আপনি তার উপস্থিতি সম্পর্কে অজ্ঞ থাকুন। সবচেয়ে সহজ শিকার সে যে বিশ্বাস করে সে কোন স্বিকারই না। কিন্তু আপনি যে শত্রুকে দেখতে পাচ্ছেন না তার সাথে কি ভাবে লড়াই করবেন ?

আপনার দৈনন্দিন যুদ্ধেও প্রস্তুতির প্রথম ধাপ হল আপনি কার বিরুদ্ধে লড়াই করছেন তা ভালভাবে বোঝা।

শয়তানের উৎপত্তি

অধিকাংশ মানুষ বুঝতে পারে যে শয়তান সব জিনিষকে প্রতিনিধিত্ব করে। তাকে প্রায়ই হাস্যরসাত্মকভাবে আপনার কাঁধে ছোট্ট লাল লোক হিসাবে সিং এবং একটি কাটাছোড়া হিসাবে দেখানো হয় যিনি আপনাকে খারাপ কাজ করতে প্ররোচিত করার চেষ্টা করেন। বাস্তবতা হল সে এর চেয়ে ভয়ংকরভাবে চালাক এবং অশুভ। কিন্তু সে কোথা থেকে এল ? **কলষীয় ১: ১ পদ এবং নহিমীয় ৯:৬ পদ** সংক্ষিপ্ত করুন।

আদিপুস্তক **১: ৩১** পদ পড়ুন। ঈশ্বর তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে কি বলেছেন ?

ভৌত এরং আধ্যাত্মিক উভয় ক্ষেত্রেই এমন কিছু নেই যা ঈশ্বর সৃষ্টি করেননি এবং ধর্মগ্রন্থ শিক্ষা দেয় যে ঈশ্বর তাঁর সৃষ্ট সবকিছুকে ভাল বলে মনে করেন। এর অর্থ হল শয়তানকেও ঈশ্বর আধ্যাত্মিক জগতের মধ্যে সৃষ্টি করেছিলেন, এবং তাকে প্রাথমিকভাবে ভাল হওয়ার জন্য তৈরী করেছিলেন। তিনি ঈশ্বরের রাজ্যে স্বর্গীয় দূতদের মধ্যে ছিলেন। তাহলে কি হল ? **যিহুদা ১:৬ পদ এবং ২ পিতর ২:৪ পদ পড়ুন**। এই পদগুলি স্বর্গদূত সম্পর্কে কী বলে ?

---

১ তিমথীয় ৩:১-৭ পদ এমন চরিত্রের কথা বলে যা গির্জার বিশপ হতে পায় এমন ব্যক্তির মধ্যে বাস করা উচিত। **১ তিমথীয় ৩:৬ পদে** কোন সতর্কতা দেওয়া হয়েছে?

শয়তান যিনি প্রথমে ভাল ছিলেন, তার অহংকারের কারণে নিন্দিত হয়েছিলেন। এটা বিশ্বাস করা হয় যে, যখন শয়তান একজন দেবদূত ছিলেন, তখন তিনি ঈশ্বরের মত হতে, সমান বা ক্ষমতায় বড় হতে এবং রাজা হিসাবে পূজা করতে চেয়েছিলেন। এটা কোন আশ্চর্য বিষয় নয় যে তিনি এদেন বাগানে হবাকে প্রলোভন দিয়েছিলেন আদিপুস্তক ৩:৫ পদে বলে যে সে "ঈশ্বরের মত হবে"।

মথি ৪:৯ পদে শয়তান যীশুর কাছে পৃথিবীর সমস্ত রাজ্যের প্রস্তাব দেওয়ার পরে কী চেয়েছিলেন?

শয়তান ঈশ্বরের চূড়ান্ত শক্তি এবং উপাসনার যোগ্যতার প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে ওঠে। ঈশ্বরের বিরুদ্ধে তার অহংকার এবং বিদ্রোহ তার পতন হয়ে ওঠে। **প্রকাশিত বাক্য ১২:৭-৯ পদ এবং লূক ১০:১৮ পদ পড়ুন**। ঈশ্বর শয়তানের অহংকারের সাথে কীভাবে আচরণ করেছিলেন ?

শয়তান, যাকে ড্রাগন বলা হয়, তার সাথে থাকা অন্যান্য দূতদের সাথে স্বর্গ থেকে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। **প্রকাশিত বাক্য ১২:৩-৪ পদ** পড়ুন। শয়তানের সাথে কতজন দূতদের ফেলে দেওয়া হয়েছিল ?

প্রকাশিত বাক্যটি আলংকারিক ভাষা এবং প্রতীক দ্বারা পরিপূর্ণ এবং অনেক পন্ডিত এবং বাইবেলের ভাষ্যকারগন এর পিছনে অগনিত ঘন্টা ব্যয় করেছেন।এটা বিশ্বাস করা হয় যে শয়তান, "ড্রাগন"তার সাথে এক তৃতীয়্ংশ দূত, "তারা" পৃথিবীতে নিয়ে গিয়েছিল। বাইবেল শয়তানের পতন কখন হয়েছিল তার নির্দিষ্ট সময় প্রদান করে না। মনে হয় সৃষ্টির শেষ দিনের মাঝামাঝি সময়ে এবং যখন তিনি হবার সামনে সাপ হয়ে হাজির হয়েছিলেন।

অনেক বাইবেল ভাষ্যকার বিশ্বাস করেন যে শয়তানের **পতনও যিশাইয় ১৪:১২-১৭ পদ এবং যিহিস্কেল ২৮:১২-২৯ পদে** লিপিবদ্ধ আছে। যিশাইয় উত্তরণটি বিশেষভাবে একটি ব্যবিলনীয় রাজার জন্য একটি ভবিষ্যদ্বাণীমূলক শব্দ,যখন যিহিস্কেল উত্তরণটি ত্রয়ের রাজার জন্য একটি বিলাপ। যদিও আমরা নিশ্চিতভাবে জানতে পারি না যে শয়তানও এই অনুচ্ছেদের বিষয়বস্তু, কিন্তু এই দুই রাজার জন্য দেওয়া বাক্য এবং শয়তানের মধ্যে একটি স্পষ্ট সমান্তরাল আছে। সম্ভবত শয়তান নিজেও এই রাজাদের প্রভাবিত করেছিল বা এই রা্জাগুলিকে বশীভূত করেছিল, যেমনটা তিনি যিহুদা ইস্কারিওতকে বাস করার আগে বলেছিলেন , যেমন তিনি **লূক ২২:৩ পদে** যীশুকে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন। সর্বোপরি , মানবজাতির পাপের অভিশাপ শয়তানকে এই পৃথিবীতে ধ্বংসযজ্ঞ চালানোর জন্য একটি পা রেখেছিলেন।

পাঠ ২ - এই যুগের ঈশ্বর

শয়তানকে নিম্নলিখিত শাস্ত্রে কিভাবে বর্ণনা করা হয়েছে ?

যোহন ১৪:৩০; ১৬: ১১ পদ

২য় করিন্থীয় ৪: ৪ পদ।

ইফিষীয় ২: ২ পদ।

আপনার যা জানা দরকার তা হ'ল শয়তান একজন শক্তিশালী শত্রু যিনি দক্ষতার সাথে বিশ্বকে এবং অধিবাসিদের প্রভাবিত করে সৃষ্টিকর্তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে। তিনি ঈশ্বরের সৃষ্ট সবকিছুকে যা ভাল হওয়ার জন্য তা কলঙ্কিত করতে চান ? কিভাবে তা **১ম পিতর ৫: ৮ পদে** বর্ণনা করা হয়েছে।

শয়তান- মানুষের বড় প্রতিপক্ষ; অন্ধকারের রাজপুত্র, শয়তান।

শয়তান - ঈশ্বরের প্রতিপক্ষ, যদিও তাঁর অধীনস্ত এবং শুধুমাত্র তাঁর ভোগান্তির দ্বারা কাজ করতে সক্ষম; মন্দ এবং অধর্মের ব্যাক্তিগত সর্ব্বোচ্চ আত্মা; পরীক্ষক।

শয়তান এবং তার ভূতরা আক্ষরিক অর্থে গ্রাস করে বেড়াচ্ছে শিকারের সন্ধানে। **২য় তিমথীয় ২: ২৫-২৬ পদ অনুসারে,** যারা ঈশ্বরের বিরোধিতায় বাস করে তাদের অবস্থা কি ?

যারা যীশু খ্রিস্টকে বিশ্বাস করে না তারা শত্রুর বিরুদ্ধে রক্ষাকবচ। তার জন্য মানব জাতীর কোন মিল নেই। ইনি শক্তিশালী এবং বুদ্ধিমান এবং খ্রীষ্ট ছাড়া তাদের নিজের শক্তির উপর নির্ভর করে যে কাউকে জয় করতে পারেন।

অনিবার্য পরাজয়

শয়তান ঈশ্বর এবং ঈশ্বরের সন্তানদের শত্রু, কিন্তু এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে সে ঈশ্বরের প্রতিপক্ষ নয়। তিনি শক্তিশালী কিন্তু তিনি সব ক্ষমতার অধিকারী নন। তিনি ধূর্ত, কিন্তু তার সব জ্ঞান নেই। তিনি ব্যাপক ধংসযজ্ঞ চালাতে সক্ষম, তবুও তিনি নিজেই ধংস হয়ে যাবেন।

আদিপুস্তক ৩: ১৫ পদে ঈশ্বর সর্পকে কী বলেছিলেন ?

ইব্রীয় ২:১৪ পদে যীশু কিভাবে শয়তানকে পরাজিত করেছিলেন ?

মথি ২৫:৪১ পদ, এবং প্রকাশিত বাক্য ২০:১০ পদ অনুসারে শয়তানের চুড়ান্ত নিয়তি কি ছিল ?

শয়তান এবং তার ভূতরা এমন একটি যুদ্ধে লড়ছে যা তারা ইতিমধ্যেই হারিয়ে ফেলেছে, এবং তারা সত্যের ব্যাপারে সচেতন। খ্রিস্টের মৃত্যু এবং পুনরুত্থান শয়তানের শক্তিকে চুড়ান্ত আঘাত করেছিল- ঈশ্বরের ভবিষ্যদ্বাণীপূর্ণ বাণীর পরিপূর্ণতা যে মহিলার "বীজ" শয়তানের মাথা গুড়িয়ে যাবে।

মথি ২৮: ১৮ পদ পড়ুন। সব কর্তৃত্ব কার ?

মথি ৮:২৮-৩২ এর নথি, যীশু এবং দুজন পুরুষের মধ্যে একটি মিথস্ক্রিয়াকে নথিভুক্ত করে, যারা ভূত দ্বারা অশ্রিত হয়েছিল। যীশুর আসার সময় ভূতরা কি বলেছিল ?

ভূতেরা ঠিকই জানত যীশু কে, এবং তারা তাঁকে ভয় করত। কাছাকাছি থাকা শুকরের আওয়াজে তাদের প্রবেশের জন্য তাদের অনুমতি চাইতে হয়েছিল। কিভাবে যীশু ৩২ পদে উত্তর দিয়েছিলেন ?

এক কথায়, যীশু খ্রীষ্ট ভূতে দখলকৃত পুরুষদের মধ্য থেকে ভূত বের করে দিলেন। **মার্ক ১:২৩-২৭ পদ পড়ুন**। ২৭ নং পদে সাক্ষীরা যীশুর বিষয়ে কী পর্যাবেক্ষণ করেছিল ?

যীশু খ্রীষ্টের স্বর্গে এবং পৃথিবীতে সমস্ত কর্তৃত্ব রয়েছে এবং তিনি শীঘ্রই শয়তান এবং তার ভূতদের নরকে যন্ত্রনায় বসবাস করার জন্য শীঘ্রই ফিরে আসবেন। কিন্তু সেই দিন পর্যন্ত, শত্রুর আক্রমণের মোকাবেলা করার জন্য আমাদের অবশ্যই পিটারের পরামর্শকে "সতর্ক এবং সাবধান" হতে হবে।

পাঠ ৩ - শয়তানের ফুসলানো

শয়তানের সমাপ্তি ঘনিয়ে আসছে, কিন্তু এটি এখনও আসেনি। তার আর কতদিন আছে ? **মথি ২৪:৩৬ পদ** পড়ুন। শেষ কবে হবে কে জানে ?

শয়তান জানে না কত সময় বাকি আছে; অতএব তিনি অক্লান্তভাবে এবং নিরলসভাবে তার শেষের আগে যতটা সম্ভব মানুষের হৃদয়ে এবং মনে বিদ্রোহের বীজ বপন করেন।

হারানোকে অন্ধ করা
শয়তানের কৌশল কি ?

২য় করিন্থীয় ৪: ৪ পদ

মথি ১৩: ১৯ পদ

২য় করিন্থীয় ২: ১১ পদ

২য় তিমথীয় ২: ২৬ পদ

মানবজাতির মনকে সুসমাচারের সত্য থেকে অন্ধ করার জন্য শয়তান সর্বপ্রথম সর্বাত্মক চেষ্টা করে। দুর্ভাগ্যবশত, সত্যের জন্য তার থেকে বেছে নেওয়ার জন্য অনেক মিথ্যা বিকল্প রয়েছে। যীশু **মথি ৭: ১৩-১৪ পদ** এ ধ্বংসের পথের বিপরীতে জীবনধারা সম্পর্কে কী বলেছিলেন ?

জীবনের একমাত্র পথ আছে, আর তা হল যীশুখ্রীষ্টের মাধ্যমে। অন্য সব সাধনা অর্থহীন এবং মৃত্যুতে শেষ। শয়তান এই সত্যটি ভালভাবে জানে। তার জীবনের উপর বিজয় দাবি করার জন্য তাকে হত্যাকারী এবং ধর্ষকদের একটি ভান্ডারে মানবজাতীকে হেরফের করার দরকার নেই, যদিও তিনি কিছু লোককে সেই পথগুলি অনুস্মরন করতে উত্সাহিত করেন। তার আদেশ প্রচার পৌছানোর জন্য তার শয়তানবাদীদের সেনাবাহিনীর প্রয়োজন নেই, যদিও তিনি তাদের প্রশংসা এবং উপাসনাকে স্বাগত জানান। তাকে কেবল সুসমাচারের বার্তা থেকে মানবজাতির হৃদয় ও মনকে অন্ধ করতে হবে। অন্য কিছু তার জন্য যথেষ্ট। কিন্তু সে কিভাবে মানবজাতিকে সত্য থেকে দূরে রাখতে সক্ষম ?

২য় করিন্থীয় ১১: ১৪ পদ লিখুন।

ঠিক এই কারণেই শয়তান এত ভয়ঙ্কর বিপদজনক এবং কীভাবে সে বিশ্বের পথ তৈরী করতে সক্ষম হয়েছে। তিনি তার মন্দকে "ভাল" হিসাবে ছদ্মবেশে একজন মাস্টার এবং যারা ঈশ্বর এবং যিশুর ন্যায়পরায়নতা এবং কর্তৃত্বকে প্রত্যাক্ষান করে, তারা তার হেরফেরের জন্য সম্পূর্ণ দুর্বল।

তাকে বর্ণনা করার জন্য **আদিপুস্তক ৩: ১** এ কোন কথাটি ব্যাবহার করা হয়েছে ?

ইফিষীয় ৬: ১১ পদ অনুসারে আমাদের কিসের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে ?

২য় করিন্থীয় ১১:৩ অনুসারে, কেন শয়তান মিথ্যা বলে এবং ষড়যন্ত্র করে ?

কারুকাজ - অন্যকে প্রতারিত করতে পারদর্শী; বুদ্ধিমান; জ্ঞানি এবং ধূর্ত।

ধূর্ত - চতুরভাবে ছলনাময়ী; উত্সাহী; বুদ্ধিমত্তার অধিকারী।

পরিকল্পনা - পরিকল্পনা বা নকশা তৈরী করা; চতুর প্রচেষ্টা দ্বারা সম্পন্ন করা।

ফুসলানো - একটি কৌশল বা কৌশল যা ফাঁসানো বা প্রতারিত করার উদ্দেশ্যে করা হয়েছিল।

যীশু খ্রীষ্ট রাজা, এবং তিনি যারা তাকে বিশ্বাস করেন এমন সকলকে পরিত্রান এবং অনন্ত জীবন প্রদান করেন। শয়তান এই সাধারন সত্য থেকে যতটা সম্ভব মানুষকে অন্ধ করার চেষ্টা করে, এবং সে তার কার্যক্রমে সহায়তা করার জন্য দক্ষতার সাথে এই বিশ্বকে কাজে লাগিয়েছে।

পাঠ ৪ - বিশ্বের উপায়

১ম যোহন ৫: ১৯ পদ অনুযায়ী বিশ্বের অবস্থা কি ?

যোহন ১৫: ১৮ - ২১ পদ অনুসারে বিশ্বের মতামত খ্রীষ্টানদের সম্পর্কে কি বলে ?

"এই যুগের দেবতা" এই পৃথিবীর সমস্ত ব্যবস্থায় অনুপ্রবেশ করেছে।রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা মূলক ফ্যাশন, বিনোদন এবং ধর্মনিরপেক্ষ দর্শন সবই তার অশুভ প্রভাবে। তিনি নিপুনভাবে এবং সফলভাবে অনেক মন্ডলী এবং অন্যান্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠনে হেরফের করেন। এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই যে পৃথিবী অন্ধকারে পূর্ণ। **যোহন ৩: ১৯-২০ পদে** যীশু মানব জাতির কর্ম সম্পর্কে কী বলেন ?

কলসীয় ২: ৮ পদে কোন সতর্কতা দেওয়া হয়েছে ? এই পদটি ব্যাক্তিগতভাবে আপনার জন্য কিভাবে প্রযোজ্য ?

বাইবেল সতর্ক কওে দিয়েছে যে, এই পৃথিবীর পথগুলো অনেকের কাছে আকর্ষণীয় হবে। **মার্ক ৪:১-২০ পদে** বীজ বপনের দৃষ্টান্তটি পড়ুন। **মার্ক ১৮-১৯ পদে** বর্ণিত "কাঁটা" গুলোর মধ্যে বীজ বপনের অর্থ কি ?

আমরা এই পৃথিবীতে অনেক "কাঁটার" মধ্যে বাস করি। যদি শয়তান কোন ব্যক্তির আত্মার অধিকারী হতে না পারে, তাহলে সে এই জগতের তুচ্ছ জিনিস ব্যাবহার করে ঈশ্বরের রাজ্য থেকে তাদের বিভ্রান্ত করে তাদের ভালোবাসার অধিকারী হওয়ার চেষ্টা করবে। এই পৃথিবীর তুচ্ছ বিষয়গুলি কি যা আপনাকে বিভ্রান্ত করে ?

১ম যোহন ২: ১৫-১৭ পদ পড়ুন এবং এই বিশ্বের প্রস্তাবিত তিনটি জিনিস তালিকাভুক্ত করুন।

১। ----------

২।----------

৩।----------

দেহের লালসা

আমাদের মাংসে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং বর্তমানে মাংসে বাস করি। আমাদের মাংসের প্রাকৃতিক, ঈশ্বর প্রদত্ত ইচ্ছা আছে। আমরা খাবারের জন্য ক্ষুধার্ত, আমরা পানীয়ের জন্য তৃষ্ণার্ত, আমরা সঙ্গের জন্য কামনা করি, আমরা যৌন ঘনিষ্টতার জন্য কামনা করি এবং আমরা বিভিন্ন ধরনের বিনোদনের মধ্যে আনন্দ পাই। আমাদের ঈশ্বর প্রদত্ত দৈহিক আকাঙ্খাগুলি নিজেদের এবং নিজেদের মধ্যে পাপ নয়; সর্বোপরি, ঈশ্বর তাদের সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু এই ইচ্ছাগুলো পুরণ করা পাপী হয়ে যায় যখন আমরা ঈশ্বরের ইচ্ছার বাইরে তাদের সন্তুষ্ট করতে চাই।

মৌলিক সত্য
শরীরের প্রতি লালসা করা পাপ থেকে পরিপর্ণতা চাওয়া।

প্রেরিত **পৌল গালাতীয় ৫:১৯-২১ পদে** যারা মাংসের লালসা দ্বারা বন্দী তাদের প্রমান তালিকাভুক্ত করে। নীচে তাদের তালিকা। এই জিনিসগুলির মধ্যে কোনটি কি আপনার জীবনে স্পষ্ট ?

আমি নিশ্চিত যে আপনি "শয়তান আমাকে এটা করতে বাধ্য করেছে" বা "ঈশ্বর আমাকে এই ভাবে বানিয়েছেন" বাক্যটি শুনেছেন। আমাদের পাপী আকাঙ্খা বা কাজের জন্য দোষ আমাদের ছাড়া অন্য কারো উপর চাপানো মানুষের স্বভাব। কিন্তু **যাকোব ১: ১৩-১৪ পদ** অনুসারে, আমাদের পাপের প্রলোভনের প্রকৃত উৎস কি ?

মার্ক ৭: ২১-২৩ পদ পড়ুন। আমাদের নিজের হৃদয়ের ভিতর থেকে কি আসে ?

তোমার ভেতর থেকে তোমার পাপী কামনা আসে; অন্য কেউ দোষারোপ করতে পারে না। এবং শত্রু, শয়তান, আপনার দুর্বলতা ব্যাবহার করে আপনাকে ঈশ্বরের ইচ্ছার বাইরে আপনার ইচ্ছা পূরণের জন্য প্রলুব্ধ করবে, যেমনটি সে এদনের বাগানে হবাকে করেছিল। আদিপুস্তক ৩:৬ পদটি পড়ুন। নিষিদ্ধ ফল সম্পর্কে হবা প্রথম কোন জিনিষটি লক্ষ্য করেছিলেন ?

শয়তান হবাকে ফল খাওয়ার আকাঙ্খা করায়নি। তার ইচ্ছা তার নিজের হৃদয় থেকে এসেছে, অথবা বরং, সেই নির্দিষ্ট মুহূর্তে, তার পেট। আপনি ভাবতে পারেন হবার পেটের ক্ষুধা শুনে। তার মাংস খাবার চেয়েছিল, এবং শয়তান কেবল নিষিদ্ধ ফল দিয়ে তার ক্ষুধা মেটানোর পরামর্শ দিয়েছিল। ঈশ্বর তাকে উদারভাবে যে জিনিষ দিয়েছিলেন তা থেকে বেছে নেওয়ার জন্য হবার আরও শত শত খাবারের বিকল্প ছিল, কিন্তু সে চেয়েছিল যেঈশ্বর তাকে দূরে থাকতে বলেছিলেন।

পাঠ ৫ - চোখের লালসা

আদিপুস্তক ৩:৬ পদে,নিষিদ্ধ ফল সম্পর্কে হবা দ্বিতীয় জিনিসটি কী লক্ষ্য করেছিল ?

নিষিদ্ধ ফল কেবল হবার ক্ষুধা মেটাতে সক্ষম ছিল তা নয়, এটি দেখতেও সুন্দর এবং সুস্বাদুও হবে। সম্ভবত হবা ভেবেছিল যে সে অন্য কোন কিছুর চেয়ে ভাল স্বাদ পাবে। কোন "নিসিদ্ধ ফল" আপনার কাছে ভাল লাগছে ?

রাজা দাউদও তার চোখের লালসার শিকার হয়েছিলেন। **২য় শমুয়েল ১১:২-৪ পদ পড়ুন**। সে কি করেছিল ?

আমি যুক্তি দেব যে ইতিহাসের অন্য কোন স্থানের চেয়ে আজকে তাদের "ছাদ" থেকে নীচের দিকে তাকিয়ে আছে। ইন্টারনেট তৈরী এবং কম্পিউটার এবং মোবাইল ডিভাইসের প্রযুক্তিগত অগ্রগতির সাথে সাথে, অনেক সোশ্যাল মিডিয়া প্লাটফর্মেও বিকাশের সাথে সাথে, চোখের লালসা কখনই বেশী সহজলভ্য, বেশী আবেদনময়ী বা বেশী আসক্ত হয় নি। পৃথিবী যা কিছু দিতে পারে তা আপনার হাতের তালু থেকে যে কোন মুহূর্তে দেখা যাবে। শয়তানদের কেবল "চেহারা" শব্দটি ফিসফিস করার দরকার।

যাত্রা পুস্তক ২০:১৭ পদ লিখুন।

দাউদ একটি সুন্দরী মহিলার দিকে তাকালেন এবং তার সাথে যৌন ঘনিষ্ঠতা কামনা করলেন, তারপর তিনি রাজা হিসাবে তার ক্ষমতার অপব্যাবহার করলেন এবং তার যা নেওয়া হয়নি তা নিয়ে নিলেন। দাউদের পাপকে চিনতে পারা সহজ কারন এই গল্পটি প্রতিবারই পুনরাবৃত্তি করে যখন কেউ পর্ণোগ্রাফি দেখায় বা অন্য কোন পুরুষ বা মহিলার লোভ দেখায় যারা তাদের নয়।

লোভ - কামুকভাবে ইচ্ছা করা; অন্যের জিনিসের জন্য দীর্ঘ সময় ধরে অযৌক্তিকভাবে।

মথি ৫:২৮ পদে যীশু যৌন কামনা সম্পর্কে কি বলেছিলেন ?

যৌন অনৈতিকতা প্রায় সবসময় চোখের লালসার মধ্যে নিহিত থাকে, কিন্তু এই পৃথিবীর জিনিষগুলির আরও কিছু উদাহরন কি আছে যা আমাদের চোখ লালন করতে পারে?

মথি ৬: ২২-২৩ পদে যীশু আমাদের চোখ সম্পর্কে কি বলেন ?

জীবনের অহংকার

আদিপুস্তক ৩: ৬ পদে নিষিদ্ধ ফল সম্পর্কে তৃতীয় কোন বিষয় লক্ষ্য করেছিলেন ?

শয়তান হবাকে বুঝিয়েছিল যে সে ঈশ্বরের জ্ঞান লাভ করতে পারে এবং তার ইচ্ছার বাইরে তাঁর মতো হতে পারে। এবং এর মধ্যে রয়েছে মানবতার মূল বিষয়: জীবনের গর্ব। অহংকার সব পাপের মূল - ঈশ্বরের আধিপত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের উৎস। অহংকার নিজেকে অন্যদের থেকে শ্রেষ্ঠ করার চেষ্টা করে এবং নিজেকে চূড়ান্ত কর্তৃপক্ষ হিসাবে দাবি করে। **রোমীয় ১:২০-২৫ পদ** বর্ণনা করে যারা জীবনের গর্বের শিকার হয়েছে। তারা কি ভাবে বর্ণিত হয় ?

সংক্ষেপে, বিশ্ব শিক্ষা দেয় যে ঈশ্বর অপ্রয়োজনীয়, তার কর্তৃত্ব অস্থিত্বহীন, এবং আপনি মহাবিশ্বের কেন্দ্র। অতএব, জীবনে আপনি যা চান তা হউক। আপনি কোনটা ভালো তা ঠিক করুন। আপনারাই ঠিক করুন কোনটা সত্য। আপনার শরীর আপনার নিজের এবং আপনার মাংসিক আকাঙ্খাগুলি সন্তুষ্ট করার জন্য বোঝানো হয়েছে যদিও আপনি উপযুক্ত দেখেন। ঠিক এই কারণেই এই পৃথিবীর জিনিষগুলি আকর্ষণীয়। আপনি যদি সৎ হন, আপনি স্বীকার করবেন যে আপনার দেহ এই কথাটি বিশ্বাস করতে চায়। এবং যখনই আপনি ইচ্ছকৃতভাবে পাপ করবেন তখন আপনি এই কথাটি বিশ্বাস করার জন্য চয়ন করুন।

জীবনের অহংকার এমন জিনিসগুলিতেও লুকিয়ে থাকতে পারে যা স্বভাবতই পাপ নয়। জাগতিক কৃতিত্বেও কিছু উদাহরণ কি যেগুলো নিয়ে মানুষ গর্ব করতে পারে ?

১ম তিমথিয় ৬: ১০ পদে সম্পদ সম্পর্কে কি বলে ?

এটি বাইবেলের সবচেয়ে ভুল উদ্ধৃত পদগুলির মধ্যে একটি। আপনি হয়ত শুনেছেন যে " অর্থই সকল অনিষ্টের মূল" কিন্তু এটি ভূল। অর্থ কেবল ভালবাসা হলেই সব ধরণের অনিষ্টের দিকে পরিচালিত করে। এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে জাগতিক অর্জন পাপ নয়। একাডেমিক উৎকর্ষতার সাথে স্নাতক হওয়া, অলিম্পিক স্বর্ণপদক অর্জন করা, নোবেল শান্তি পুরষ্কার পাওয়া, অস্কার জেতা, একটি সফল ব্যবসা গড়ে তোলা ইত্যাদি সবই ভাল জিনিস। কিন্তু যদি এই ভাল জিনিসগুলি চূড়ান্ত জিনিস হয়ে যায়, যদি সেগুলি ব্যক্তিগত পরিচয় বা মূল্যবোধের উৎস হয়ে ওঠে, যদি সেগুলি প্রতারণা বা অন্যান্য পাপমূলক উপায়ে অর্জন করা হয়, যদি সেগুলি ঈশ্বরের গৌরবের পরিবর্তে আত্মতৃপ্তি এবং উচ্চতার জন্য চাওয়া হয়, তাহলে তারা জীবনের পাপী অহংকারের শ্রেণীতে পড়ে।

মৌলিক সত্য

খ্রীষ্টে বিশ্বাসী হিসাবে, আমাদের তিনটি ভয়ঙ্কর শত্রু রয়েছে যাদের থেকে আমাদের সর্বদা সতর্ক থাকতে হবে: (১) এই পৃথিবীর ব্যাবস্থা, (২) আমাদের অধার্মিক আকাঙ্খার পতিত প্রকৃতি এবং (৩) শয়তান।

আপনি কি আপনার নিজের আনন্দ এবং গৌরবের জন্য পার্থিব সাফল্য খুঁজছেন ? নাকি আপনি ঈশ্বরকে উপহার দিয়ে শ্রেষ্ঠত্ব চর্চা করে তাকে সম্মান করছেন ?

পাঠ ৬ - শত্রুদের আক্রমন

খ্রীস্টানদের তুলনায় শয়তানকে ঘৃনা করে এমন কিছু জিনিস আছে, কারন তারা যার সবচেয়ে বেশী ঘৃণা করে তার দূত। আপনি যদি খ্রীস্টকে আপনার জীবন দিয়ে থাকেন, শয়তান আপনার পরিত্রান কেড়ে নিতে পারে না। আপনি সর্বশক্তিমানের সুরক্ষার অধীনে আছেন এবং তাঁর বলিদানের রক্ত দ্বারা আপনাকে ধার্মিক ঘোষনা করা হয়েছে। কিন্তু আপনাকে অবশ্যই সচেতন থাকতে হবে যে, শয়তান আপনাকে শান্তি ছিনিয়ে নিতে এবং আপনার জীবনের জন্য পিতার পরিকল্পনা নস্যাৎ করতে তার ক্ষমতার সবকিছুই করবে। তিনি আপনার চরিত্র ধ্বংস করার জন্য ফাঁদ স্থাপন করবেন এবং আপনাকে আপনার দেহের লালসার দাস বানিয়ে রাখবেন। বিশ্বাসী হিসাবে, এই ফাঁদগুলি সম্পর্কে সচেতন হওয়া অপরিহার্য।

যোহন ৮:৪৪ পদে শয়তানকে কিভাবে বর্ননা করা হয়েছে ?

মথি ৪:৩ পদে শয়তানকে কী বলা হয়েছে ?

প্রকাশিত বাক্য ১২: ১০ পদে শয়তানকে কী বলা হয়েছে ?

এই পদগুলি শত্রু খ্রিষ্টানদের আক্রমন করার বিভিন্ন উপায় প্রকাশ করে। তার আধ্যাত্মিক অস্ত্রাগারে রয়েছে মিথ্যা, পাপের প্রলোভন এবং নিন্দা বা অভিযোগ। নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদ থেকে শয়তানের সূক্ষ্ম আক্রমণের বর্ননা দিন:

মথি ১৬: ২১-২৩

যোহন১৩:২

প্রেরিত ৫:৩

নতুন নিয়মের বার্নসের নোট (স্টাডিরাইট.ও আর জি) থেকে **২ করিন্থীয়ের ১১:১৪** এ নিম্নলিখিত মন্তব্যটি শয়তানের গোপন কৌশল সম্পর্কে অন্তদৃষ্টি প্রদান করে।

শয়তান খোলা যুদ্ধ চালায় না। তিনি খ্রিষ্টান সৈনিকের মুখোমুখি হন না। তিনি গোপনে অগ্রসর হন; অন্ধকারে তার পন্থা তোলে; ক্ষমতার বদলে চালাকি ব্যবহার করে, এবং কেবল শক্তি দ্বারা পরাজিত হওয়ার চেয়ে প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতা করতে চায়----- শয়তান প্রকাশ্যে উপস্থিত হয় না। তিনি আমাদের কাছে বিরক্তিকর রূপে আসেন না, কিন্তু আমাদের স্মরনে আসেন----আমাদের সামনে এমন কিছু প্রলোভন রাখুন যা তাৎক্ষনিকভাবে আমাদের তাড়িয়ে দেবেন না। তিনি বিশ্বকে একটি লোভনীয় দিক উপস্থাপন করবেন; আমাদের এমন আনন্দের জন্য আমন্ত্রন জানায় যা নিরীহ বলে মনে হয়,এবং আমাদের ভোগে নিয়ে যায় যতক্ষন না আমরা এতদূর চলে যাই যে আমরা পিছু হটতে পারি না।

আপনাকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে শয়তান আপনার চেয়ে স্মার্ট। আপনি তাকে অতিক্রম করতে পারবেন না। আপনি যদি একা তার মুখোমুখি হন, আপনি প্রতিবারই হেরে যাবেন। তিনি আপনার মনের মধ্যে দ্রুততম উপায় এবং আপনার হৃদয়ের দূর্বল জায়গাগুলি জানেন, এবং সেখানেই তিনি আক্রমন করেন।

নিম্নলিখিত শাস্ত্রপদগুলি আমাদের হৃদয় এবং মন সম্পর্কে কী বলে ?

যিরমিয় ১৭:৯ পদ

হিতোপদেশ ৪:২৩পদ

শয়তান জানে যে সে যদি আপনার মিথ্যা এবং প্রলোভন দ্বারা আপনার চিন্তাভাবনা এবং অনুভূতিগুলিকে কাজে লাগাতে পারে, তাহলে সে আপনার আচরণকে প্রভাবিত করতে পারে। যদি আপনি পাপের মধ্যে পড়েন, তাহলে তিনি দ্রুত আপনার মন ও হৃদয়কে আক্রমন ও নিন্দার সাথে আপনার সাথে অত্যাচার করে।

নিপীড়ন- ওজন কমানোর অবস্থা; শরীর বা মনের মধ্যে একটি ভারী অনুভূতি বা বাঁধা।

এই চক্রটি বারবার অব্যাহত থাকবে যতক্ষন না আপনি ঈশ্বরের নির্দেশাবলীর প্রতি মনোযোগ দেন বাক্যে এবং তাঁর শক্তিতে দৃঢ় থাকেন। ঈশ্বর আপনাকে শয়তানের আক্রম দেহের লালসার উপর নিরঙ্কুশ বিজয়ের উপায় প্রদান করছেন। আপনার পরাজিত, প্রতারিত বা ধ্বংস হওয়ার দরকার নেই।

মূল সত্য

ঈশ্বর তার সন্তানদের স্বয়ংক্রিয়ভাবে এই বিশ্বের সাথে পরিচয় দিতে অস্বীকার করতে এবং তাঁর রাজ্যের নীতি অনুযায়ী জীবনযাপন করতে বলছেন।

পাঠ ৭ - যুদ্ধে জয়লাভ

আদিপুস্তক মানবতার উপর শয়তানের প্রথম আক্রমন নথিভুক্ত করে এবং মানবতা হারিয়ে যায়। বিজয় দেখতে কেমন **? মথি ১:১১** এমন এক সময় নথিভুক্ত করে যখন যীশু শয়তানের প্রলোভনে প্রান্তরে গিয়েছিলেন। ২য় পদে আমরা জানতে পারি যে যীশু চল্লিশ দিন এবং রাত্রি খাবার ছাড়াই চলে গিয়েছিলেন। আপনি কল্পনা করতে পারেন তিনি কতটা ক্ষুধার্ত এবং দূর্বল ছিলেন।
মথি ৪:৩ পদে শয়তান প্রথমে কীভাবে তাঁকে প্রলুব্ধ করেছিল **?**

শয়তান প্রথমে যীশুকে প্ররোচিত করেতার শরীরের আকাঙ্খার মধ্যেদিতে, খাবারের জন্য তার ক্ষুধা মেটাতে। ৪ পদে যীশু কি ভাবে সাড়া দিয়েছিলেন **?**

৫-৬ পদে শয়তানের দ্বিতীয় প্রলোভন পড়ুন। শয়তান যীশুকে প্রলোভন দিয়ে মন্দিরের চুড়া থেকে নিজেকে পড়ে যেতে বলেছিল, আশা করেছিলেন যে ঈশ্বর স্বর্গ থেকে দেবদূত পাঠাবেন তাঁকে ধরতে। অন্য কথায়, তিনি চেয়েছিলেন যীশু তার অবস্থানের গর্বের মধ্যে আনন্দ পান। ৭ পদে, কি ভাবে যীশু পদটির মধ্যে দিয়ে সাড়া দিয়েছিলেন **?**

শয়তানের তৃতীয় প্রলোভন ৮-৯ পদ পড়ুন। শয়তান চোখের লালসার মাধ্যমে যিশুকে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করেছিল এবং প্রতিজ্ঞা করেছিল যে তিনি যদি তাকে প্রনাম ও উপাসনা করেন তবে তাকে পৃথিবীর সমস্ত রাজ্য দেবেন।
যীশু কিভাবে ১০ পদে সাড়া দিয়েছিলেন **?**

শয়তান ১১ পদে কি করেছে **?**

যীশু তার প্রাপ্ত প্রতিটি প্রলোভনে কীভাবে সাড়া দিয়েছিলেন ?

যীশু ঈশ্বরের পবিত্র বাক্যকে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন যাতে শত্রুরা তার সাথে প্ররোচিত সমস্ত প্রলোভন মোকাবেলা করতে পারে এবং তার শারীরিক প্রতিটি ইচ্ছা প্রতিহত করতে পারে। **গীত সংহিতা ১১৯:১১ পদ** আপনাকে কী করতে উৎসাহিত করে ?

কি ভাবে **ইব্রীয় ৪: ১২ পদে** বাক্যটি বর্ণিত হয়েছে ?

ঈশ্বরের বাক্যকে তলোয়ার হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এটা শয়তানের আক্রমন এবং আমাদের শারীরিক প্রলোভনের বিরুদ্ধে আমাদের প্রধান অপরাধ। যিশু শত্রুর মিথ্যাকে সত্যের সাথে মোকাবেলা করেছিলেন। আপনি কি ভাবে আপনার হৃদয়ে ঈশ্বরের বাক্যকে গোপন সম্পর্কে ধরে রাখবেন ? **যিহোশূয় ১: ৭ -৯ পদ** কি শেখায় ?

প্রতিদিন শাস্ত্র অধ্যায়ন করতে, সত্যের উপর ধ্যান করতে এবং আপনার লড়াইয়ে আপনাকে সাহায্য করবে এমন অনুচ্ছেদগুলি স্মরণে রাখতে শৃঙ্খলা লাগবে। তলোয়ার দিয়ে একজন সৈনিকের দক্ষতা তাদের মনোযোগ, নিষ্ঠা এবং অনুশীলনের দ্বারা নির্ধারিত হয়। ঈশ্বরের বাক্যের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। দিন রাত ধ্যান করুন। তবেই আপনার একটি শক্তিশালী অস্ত্র হবে এবং আপনি শয়তানের মিথ্যাগুলো কেটে ফেলতে পারবেন। তবে আপনার একটি শক্তিশালী প্রতিরক্ষারও দরকার।

ভিত্তিগত সত্য

আমরা খ্রীস্টের সঙ্গে একটি ঘনিষ্ট সম্পর্কের মধ্যে থাকি এবং আত্মায় চলি, আমাদের শরীর এবং পাপের উপর আমাদের বিজয় হবে।

ইফিষীয় ৬: ১০-১১ পদ পড়ুন। আধ্যাত্মিক শক্তি কোথা থেকে আসে ?

আমরা কি ভাবে শয়তানের বিরুদ্ধে দাঁড়াই ?

ঈশ্বরের বর্ম্ম

ইফিষীয় ৬:১৪-১৭ পদে আধ্যাত্মিক বর্ম্মের ছয়টি টুকরো তালিকাবদ্ধ করে যা একজন বিশ্বাসীকে শত্রুর আক্রমনের বিরুদ্ধে জয়লাভ করতে হবে। সেগুলো নিচে লিখুন।

১. ----------
২. ----------
৩. ----------
৪. ----------
৫. ----------
৬. ----------

১৮ নং পদে কোন অতিরিক্ত নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ?

মূল সত্য

ঈশ্বর তাঁর সন্তানদের তাদের আধ্যাত্মিক যুদ্ধে পরম বিজয়ের নিশ্চয়তা দিয়েছেন, যখন তিনি তাঁর প্রদত্ত সম্পূর্ন বর্ম্মের মধ্যে দিয়ে হাঁটছেন।

প্রার্থনা হল খ্রিষ্টান হিসাবে আমাদের সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার। ঈশ্বরের সাথে আমাদের যোগাযোগের একটি ধ্রুবক এবং সরাসরি মুক্ত যোগাযোগ রয়েছে, যিনি স্বর্গ ও পৃথিবীর সমস্ত কর্তৃত্বে রয়েছে। প্রতিটি অনুষ্ঠানে এবং সব ঋতুতে,প্রার্থনার মাধ্যমে আমাদের স্বর্গীয় পিতার সাথে ঘনিষ্ঠতা থাকতে হবে।

পাঠ ৮ - খ্রিষ্ট কি আমাদের প্রবক্তা

রোমীয় ৮:১৩ এবং গালাতীয় ৫:১৭ পদে আমাদের দেহ এবং আত্মা সম্পর্কে কি বলে ?

একজন খ্রিষ্টান হিসাবে, আপনার মধ্যে দুটি বিপরীত স্বভাব রয়েছে- আত্মা এবং দেহ। আপনার দেহ হল আপনার পাপ স্বভাব-আপনার "বুড়ো স্বভাব" অথবা শাস্ত্র বলে, আপনার "বৃদ্ধ মানুষ"। অভ্যাস, ইচ্ছা, চিন্তা এবং প্রতিক্রিয়া ঈশ্বরের ধার্মিকতার বিরোধী এবং তাঁর কাছ থেকে স্বাধীনতা চাই।

রোমীয় ৬ অধ্যায় পড়ুন।

খ্রিষ্টের সাথে কিসের মৃত্যু হয়েছিল (৬ তম পদ) ?

আপনার পুরাতন আত্মা কি মারা গেছে (২,৬,১০,১১ পদ) ?

এখন আমরা কি থেকে মুক্তি পেয়েছি (৭তম পদ) ?

পাপ এবং আমাদের পাপ প্রকৃতির বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রামে ঈশ্বর আমাদের কী করতে নির্দেশ দেন (১৩ তম পদ) ?

রোমীয় ৬ আমাদের শিক্ষা দেয় যে খ্রিষ্টের কাছে আসার আগে আমরা পাপের দাস ছিলাম। পাপের উপর বিজয় লাভের জন্য আমাদের জন্য এখনো কি দাসত্ব করতে হবে (১৬-২২ তম পদ) ?

গালাতীয় ২:২০ পদ নিজের কথায় পুনরায় লিখুন।

যীশু ক্রুশে আপনার সমস্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছেন। আপনার পাপের প্রকৃতি ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল, এবং আপনি এখন তাঁর মধ্যে একটি নতুন জীবন পেয়েছেন! আপনাকে যে স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে শয়তান আপনাকে তা নিপীড়ন করার চেষ্টা করবে। আপনি এখনো শত্রু ও দেহের প্রলোভন অনুভব করবেন, যেমনটি ইয়োব করেছিলেন। কিন্তু আপনি একা নন।

ইব্রীয় ২:১৮ পদ যীশু সম্পর্কে কি বলে ?

যীশু আপনার মুখোমুখি প্রলোভনগুলি জানেন এবং আপনার দেহের ইচ্ছাগুলি বুঝতে পারেন। এমনকি তিনি জানেন কিভাবে শত্রুরা এটি ঘটার আগে আক্রমন করবে।

যীশু লূক ২২:৩১ পদ এ পিতরকে কি বলেছিলেন ?

আবার, আমরা দেখেছি যে শয়তান আক্রমন করার আগে যীশুর অনুমতি প্রয়োজন। যীশু কি বলেছিলেন ৩২ পদে ? যীশুর কথাগুলো লক্ষ্য করুন: "এবং যখন আপনি আমার কাছে ফিরে আসবেন"। পিতর আত্মবিশ্বাসের সাথে ৩৩তম পদে বলেছিলেন যে তিনি মৃত্যুর সাথে খ্রিষ্টের সঙ্গে যাবেন, কিন্তু ৩৪ তম পদে যীশু কীভাবে উত্তর দিলেন ?

অবশ্যই যথেষ্ট, **লূক ২২:৫৬-৬২ পিত**রের বিশ্বাসঘাতকতার দলিল। শয়তান যীশুর কাছে গমের মতো ছাঁটার অনুমতি চেয়েছিলেন এবং যীশু তাকে তা দিয়েছিলে। কেন যীশু আমাদের শত্রুদের দ্বারা প্রলুব্ধ হতে দেন ?

লুক ২২:৩২ পদ লিখুন।

নিঃসন্দেহে শয়তান পিতরের বিশ্বাসকে ধ্বংস করতে চেয়েছিল এবং খ্রিষ্টের সাথে বিশ্বাস ঘাতকতার জন্য তাকে দুঃখ ও নিপীড়ন করতে চেয়েছিল,কিন্তু যীশুর অন্য পরিকল্পনা ছিল-"এবং যখন তুমি আমার কাছে ফিরে আসবে,তখন তোমার ভাইদের শক্তিশালী কর"।

১ করিন্থীয় ১০:১২-১৩ পদ প্রলোভন সম্পর্কে কী বলে ?

---

১ যোহন ২:১-২ পড়ুন। আমাদের প্রবক্তা কে ?

কলসীয় ২:১৪-১৫ পদ অনুসারে খ্রিষ্ট কী করেছিলেন ?

শয়তান যা আপনাকে দোষারোপ করতে পারে,এবং আপনাকে নিন্দা করতে পারে, সবই ক্রুশে মোকাবেলা করা হয়েছে। খ্রিষ্টের মৃত্যু এবং পুনরুত্থান শত্রুকে নিরস্ত্র করে,এবং তিনি এখন রাজাদের রাজার করুনায় আছেন। যীশু এখন সিংহাসনে বসে আপনার পক্ষে ওকালতি করেছেন। আপনার বিজয় সম্পূর্ণরূপে যীশুর উপরে! আপনি যতক্ষন এই পৃথিবীতে নিঃশ্বাস টানবেন,ততক্ষন আপনার প্রতি মুহুর্তে একটি বিকল্প আছে,হয় আলোতে হাঁটুন বা অন্ধকারে হাঁটুন।

পাঠ ৯ - আলোতে হাঁটুন

এক মুহূর্তের জন্য অন্ধকারের কথা ভাবুন। এটা কি ? এটা কি কেবল আলোর অনুপস্থিতি নয় ? সম্পূর্ণ অন্ধকার অর্জনের একমাত্র উপায় হল আলোর সমস্ত উৎস নিভিয়ে দেওয়া। **ইফিষীয় ৬:১২ পদে** শয়তানকে "এই যুগের অন্ধকারের শাসক" হিসাবে বর্ননা করে। নিচের পদগুলি আলো সম্পর্কে কী বলে ?

১ যোহন ১:৫

যোহন ৮:১২

গীতসংহিতা ১১৯:১০৫

এই জগতের অন্ধকার হল ঈশ্বর,যীশু এবং পবিত্র আত্মার অনুপস্থিতি। সেখানেই শত্রুর নিয়ম। পৌল একসময়ে অন্ধকারে বাস করত। দামেস্কের পথে,খ্রিষ্টানদের তাড়ানোর পথে,যীশু তার মুখোমুখি হলেন এবং তাঁর লক্ষ্য পরিবর্তন করলেন। যীশু **প্রেরিত ২৬:১৭-১৮ পদে** পৌলকে ব্যবহার করার বিষয়ে কি বলেছেন ?

ঈশ্বরের আলো এই পৃথিবীর অন্ধকারকে আলোকিত করে। তাঁর আলো তোমার কাছে পৌঁছেছে।
নিচের পদগুলি আপনার নিজের কথায় লিখুন।

কলসীয় ১: ১৩

ইফিষীয় ৫: ৮-৯ পদ

ঈশ্বরের কৃপা এবং যীশু খ্রিস্টের আত্মত্যাগের দ্বারা আপনি এই পৃথিবীর অন্ধকার থেকে রক্ষা পেয়েছেন। আপনি তার আলো বহন করেন, কিন্তু আপনি অন্ধকার থেকে মুক্ত নন। **লুক ১১: ৩৫ পদ** কি উৎসাহিত করে ?

যোহন ৩: ২০-২১ পদ অনুসারে অন্ধকার কি ভয় পায় ?

অন্ধকারের একমাত্র হুমকি হল আলো-অদৃশ্যের প্রকাশ। আপনি বিশ্বাসের মাধ্যমে রক্ষা পেয়েছেন, কিন্তু শত্রু এবং এই পৃথিবী আপনাকে ইচ্ছাকৃতভাবে অন্ধকারে পা রাখার জন্য প্রলুব্ধ করবে। ইচ্ছাকৃতভাবে ঈশ্বরের বাক্য অমান্য করা হচ্ছে তাঁর আলো থেকে বেরিয়ে আসা এবং নিজেকে রাক্ষসী আক্রমণের জন্য উন্মুক্ত করা। এটি শয়তানকে একটি পদাঙ্ক দেয় যা সে সুযোগ নেবে। আপনার হৃদয়ে কি কোন অনিশ্চিত অন্ধকার আছে যা আপনি লুকিয়ে রেখেছেন ?

যোহন ১: ৬-৭ পদে ঈশ্বরের সাথে মেলামেশা সম্পর্কে কি বলে ?

এটি আপনার লড়াই-আপনার দৈনন্দিন যুদ্ধ, ক্ষণে ক্ষণে। আপনি ঈশ্বরের বর্ম পরা এবং নম্রভাবে তাঁর বাক্যের অধীনে অন্ধকারের শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে। কয়েক মুহূর্তের জন্য **যাকোব ৪: ৬-১০ পদ** এ ধ্যান করুন। এই অনুচ্ছেদটি কীভাবে আপনাকে দোষী সাব্যস্ত করেছে এবং উৎসাহিত করেছে ?

শত্রুদের আক্রমন এবং দেহের লালসা সফলভাবে মোকাবেলা করার জন্য এবং ঈশ্বরের আলোতে চলার জন্য কোন নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে ?

রোমীয় ১২:১-২

---

২ করিন্থীয় ১০:৩-৬

ফিলিপীয় ৪: ৬-৮

---

২ তিমথীয় ২:২২

গালাতীয় ৫:১৬ পদ

একটি চূড়ান্ত চিন্তা

একটি পতিত বিশ্বে খ্রিষ্টের জন্য বিশ্বাসী হিসাবে, আমরা আধ্যাত্মিক যুদ্ধের অভিজ্ঞতা অব্যাহত রাখব। যাইহোক, ঈশ্বর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে আমরা তার বিজয়ে দৃঢ়ভাবে দাঁড়াতে পারি এবং শয়তান বা আমাদের দেহের লালসার দ্বারা পরাজিত হতে পারি না। ঈশ্বর আমাদের পতন থেকে রক্ষা করার জন্য বিশ্বস্ত হবেন এরং আমাদের স্বর্গীয় বাড়িতে তাঁর উপস্থিতিতে আমাদের নিরাপদে পৌঁছে দেবেন। পরবর্তী এবং চূড়ান্ত অধ্যায় শাস্ত্র যা সময়ের সমাপ্তি সম্পকে প্রকাশ করে তার উপর আলোকপাত করে।

মূল সত্য

যদিও আমাদের একটি শক্তিশালী শত্রু আছে, আমাদের একটি সর্বশক্তিমান অনুশীলন আছে এবং ঈশ্বর যিনি শয়তান কর্তৃপক্ষ আমাদের নিরাপত্তার গ্যারান্টি দেন যখন আমরা তাঁর উপর আস্থা রাখি।

অধ্যায় ৭
মৃত্যু এবং শেষ সময়

এটি ভয় এবং অজানা দ্বারা কৌতূহলী হওয়া উভয়ের জন্য একটি প্রাকৃতিক মানব প্রতিক্রিয়া। মৃত্যুর পরে জীবন সম্পর্কে কথোপকথন আকর্ষণীয় এবং ভয়ঙ্কর হতে পারে। পরের জীবন অনেক সিনেমা এবং টেলিভিশন অনুষ্ঠানের জন্য একটি জনপ্রিয় বিষয়বস্তু। যারা আত্মহত্যা করেছেন বলে দাবি করছেন এবং যারা তাদের গল্প বলার জন্য ফিরে এসেছেন তারা প্রায়ই সবথেকে ভাল বক্তা হয়ে ওঠে। এই জীবনের বাইরে যা আছে তার প্রতি মানবজাতির একটি সন্মিলিত আগ্রহ রয়েছে,কারন বাস্তবতা হল সবাই শেষ পর্যন্ত মারা যায়।

মৃত্যুর পরবর্তী জীবন এবং শেষ সময়ে কী ঘটে তা নিয়ে অসংখ্য দর্শন রয়েছে কারন ইতিহাস জুড়ে বেশীরভাগ সভ্যতা একমত যে মৃত্যুর পরে জীবন শেষ হয় না। মানুষের আত্মা চিরন্তন বলে বিশ্বাস করে এমন প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে কিছু সহজাত আছে বলে মনে হয়। সমস্ত ভিন্ন পরকালীন দর্শনের সাথে, নির্বাচন করা সহজ। কিন্তু কিভাবে আমরা সত্যের দর্শন এবং বিভ্রমের মধ্যে পার্থক্য করতে পারি ?

পাঠ ১ - বিচক্ষন সত্য

যোহন ৪:১ পদে কোন সতর্কতা দেওয়া হয়েছে ?

১ম যোহন ৪: ২-৩ পদ অনুসারে আমরা কি ভাবে সত্যের আত্মাকে চিনতে পারি ?

ঈশ্বরের বাক্য হল সেই ভিত্তি যার উপর সমস্ত সত্য দাঁড়িয়ে আছে। **যোহন ১৪: ৬ পদে,** যীশু খ্রীষ্ট ঘোষনা করেছিলেন, " আমি পথ, সত্য এবং জীবন। আমি ছাড়া কেউ পিতার কাছে আসতে পারে না।" **যীশু যোহন ১০: ৯ পদে** বলেছেন যে তিনি দরজা ছিলেন: " যদি কেউ আমার দ্বারা প্রবেশ করে তবে সে রক্ষা পাবে।" সত্যের পরীক্ষাই যীশু খ্রীষ্ট।

যীশু খ্রীষ্টের জীবন, মৃত্যু এবং পুনরুত্থানে কি ঘোষনা করা হয়েছে ? পাপের স্বিকারোক্তি, খ্রীষ্টের কাছে আত্মসমর্পণ এবং তাঁর শিক্ষার প্রতি আনুগত্যের কি পরামর্শ দেওয়া হয়েছে ? **গালাতীয় ১: ৬-৯** পদে এ সতর্কতাটি আবার লিখুন।

উপদেশক ৩:১১ পদ পড়ুন। ঈশ্বর আমাদের হৃদয়ে কি রেখেছেন ? কে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ঈশ্বরের কাজ জানতে পারে ?

ঈশ্বর আমাদের হৃদয়ে অনন্তকাল রেখেছেন, কিন্তু আমরা সময়ের দ্বারা আবদ্ধ একটি অস্থায়ী জগতে বাস করি। অনন্তকালের ধারনা এবং শেষ সময়ের চারপাশের রহস্যগুলি আমাদের সসীম মনের সাথে বোঝা কঠিন।

আমাদের নিজস্ব বুদ্ধি দ্বারা ঈশ্বরের কাজগুলি উন্মোচন করা অসম্ভব, কিন্তু তিনি আমাদের তাঁর কিছু রহস্য প্রকাশ করার জন্য বাইবেল দিয়েছেন। ঈশ্বরের বাক্য মৃত্যু সম্পর্কে কি বলে ? আমাদের মৃত্যুর পরে কি হবে ? শাস্ত্র শেষ সময় সম্বন্ধে কী শিক্ষা দেয় ?

দ্রষ্টব্য: এটি বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে খ্রিস্টের দেহের মধ্যে এই শাস্ত্রগুলির বিভিন্ন ব্যাখ্যা রয়েছে। কিন্তু আমি আপনাকে **১ম করিন্থীয় ১: ১০-৩১ পদে** পৌলের উপদেশের প্রতি মনোযোগ দিতে উৎসাহিত করি এবং এই পার্থক্যগুলিকে আপনার এবং অন্যান্য বিশ্বাসীদের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি করতে দেবেন না। বোঝার জন্য বিনীতভাবে শাস্ত্র এবং পবিত্র আত্মার প্রজ্ঞা সন্ধান করুন এবং সর্বদা ঈশ্বরের গৌরব করুন।

পরমদেশ

মানব দেহ হল একটি ব্যক্তির আত্মা বা আত্মার জন্য একটি অস্থায়ী তাঁবু। কিন্তু দেহের জীবন যেমন শেষ হয়ে যায়, আত্মার কি হয় ? যীশু **লুক ১৬: ১৯-৩১ পদে** একটি গল্প বলেছিলেন, দুজন পুরুষ-ধনী ব্যক্তি এবং লাসার নামে একজন ভিক্ষুক সম্পর্কে।

মৃত্যুর পরে লাসার কোথায় গিয়েছিলেন (২২ পদ) ?

ধনী ব্যক্তি কোথায় গিয়েছিল মৃত্যুর পর (২৩-২৪ পদ) ?

ধনীর জন্য নরক কেমন ছিল (২৩-২৪ পদ) ?

লাসারের জন্য আব্রাহামের বুক কেমন ছিল (২৫ পদ) ?

লাসার এবং ধনী ব্যক্তির কি পৃথক ছিল (২৬ পদ) ?

নরক, শাস্ত্রে শিওল নামেও পরিচিত, সেই জায়গা যেখানে মৃত্যুর পর আত্মারা চলে যায়। হিব্রু শব্দ শেওলকে কখনও কখনও প্রসঙ্গের উপর নির্ভর করে "কবর", "গর্ত" বা "নরক" হিসাবে অনুবাদ করা হয়। মনে হচ্ছে শেওলে দুটি বগি রয়েছে, যা একটি দুর্গম উপসাগর দ্বারা পৃথক করা হয়েছে। একদিকে ঈশ্বরে বিশ্বাস না করে তাদের জন্য যন্ত্রণার জায়গা সংরক্ষিত।

নরক- মৃতদের আবাসস্থল; চলে যাওয়া আত্মার স্থান; শিওল/পরমদেশ

অন্যদিকে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসীদের জন্য সংরক্ষিত আরামের জায়গা। কিন্তু নরক কোথায় অবস্থিত ?

যিহিস্কেলে একটি ভবিষ্যদ্বানী রয়েছে যা মিশরীয়দের মৃত্যুর পূর্বাভাস দেয় এবং কীভাবে তারা অন্য দুষ্ট শাসকদের সাথে নরকের গভীরতায় যোগ দেবে, যাকে "গর্ত" বলা হয়। যিহিস্কেল ৩২: ১৮,২৪ পড়ুন। নরক কোথায় অবস্থিত ?

---

১ শমূয়েল বইটি ভাববাদী শমুয়েলের বিদেহী আত্মার সাথে রাজা শৌলের অতিপ্রাকৃত সাক্ষাতের নথিভুক্ত করে। **১ শমুয়েল ২৮: ১-১৯ পদ** পড়ুন।

মধ্যবয়সী মহিলা কি দেখেছিল (১৩ তম পদ) ?

শমুয়েল কোথায় বলেছিলেন যে শৌল পরের দিন থাকবে (১৯ তম পদ) ?

শমুয়েলের আত্মা শৌলকে জানিয়েছিল যে সে পরের দিন মারা যাবে এবং তার সাথে নরকে যোগ দেবে। শৌলের প্রভুকে প্রত্যাখ্যান করার কারণে, এটা অনুমান করা নিরাপদ যে শৌল "আব্রাহামের বক্ষ" নামে পরিচিত নরকে যাননি, কিন্তু যন্ত্রনার স্থানে গিয়েছিলেন।

গীতসংহিতা ১৬:৯-১১ পদে দায়ুদ তার ভবিষ্যতের মৃত্যু সম্পর্কে কী বলেছিলেন ?

মনে হচ্ছে দায়ুদ বুঝতে পেরেছিল যে সে মারা যাওয়ার পর সে নরকে থাকবে, কিন্তু তার আশা ছিল কারণ সে বিশ্বাস করেছিল যে ঈশ্বর তাকে সেখানে রেখে যাবেন না। তার বিশ্বাস ছিল যে তিনি অবশেষে চিরকালের জন্য ঈশ্বরের উপস্থিতিতে থাকবেন কারণ ঈশ্বর পবিত্র এক,যীশু,দুর্নীতি দেখবেন।

পাঠ ২ - নরকের শক্তি ধ্বংস হয়ে গেছে

আমরা জানি যে যীশু তিন দিনের জন্য মারা গিয়েছিলেন এবং তাঁর আত্মা অবশ্যই তাঁর পার্থিব শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল। কিন্তু তাঁর আত্মা কোথায় গেল ? বাইবেল যীশুর মৃত্যুর সময় তার অবস্থান সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেয় না, তবে কিছু মূল পদ আমাদেরকে সংকেত দেয়।

মথি ১২:৪০ পদ অনুসারে খ্রিষ্ট তাঁর মৃত্যুর পরে কোথায় গিয়েছিলেন ?

লুক ২৩:৪৩ পদে ক্রুশে চোরকে কি বলেছিলেন ?

১ম পিতর ৩: ১৮-২০ পদে যীশু কাকে প্রচার করেছিলেন ?

১ম পিতর ৪: ৬ পদে মৃতদের সম্পর্কে কি বলে ?

প্রকাশিত বাক্য ১: ১৮ পদে, যীশু নিজের সম্পর্কে কি বলেছিলেন ?

এই পদগুলি থেকে, মনে হয় খ্রীস্টের কাছে "পাতালের চাবি" ছিল, তিনি পাতালের নিচে আব্রাহামের বুকের মধ্যে গিয়েছিলেন, এখানে "স্বর্গ" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

সেখান থেকেই তিনি উপসর্গের খেকে উপসাগর জুড়ে আত্মাদের কাছে প্রচার করেছিলেন (১ম পিতর ৩: ১৮-২০), সেই সাথে আব্রাহামের বক্ষ্যে থাকা আত্মাদের কাছেও সুসমাচার (নিজেকে মশীহ হিসাবে প্রকাশ করা) প্রচার করেছিলেন (১ম পিতর ৪: ৬পদ)।
পুনরুত্থানের কিছুক্ষণ পরে যীশু কি বলেছিলেন মরিয়মের কাছে উপস্থিত হয়ে? যোহন ২০:১৭ পদে ।

ইফিষীয় ৪: ৮-১০ পদ থেকে আপনি যা শিখেছেন তা বর্ণনা করুন।

পদগুলি এই ধারণাকে বাতিল করে দেয় যে যীশু মৃত্যুর সময় ঈশ্বরের সাথে ছিলেন। এটা আরো প্রবল যে তিনি "পৃথিবীর নীচের অংশে" পাতালে নেমেছিলেন, আত্মাদের কাছে প্রচার করার জন্য এবং তারপর ধার্মিকগনকে মৃত্যুর ফাঁদ থেকে বের করে এনেছিলেন যেখানে "তিনি বন্দীদিগকে বন্দীত্ব থেকে বের হওয়ার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।"

যীশুর মৃত্যু এবং পুনরুত্থান সর্বদা মহাবিশ্বের ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হবে। খ্রীস্টের পুনরুত্থানের পূর্বে মারা যাওয়া প্রত্যেকেই পাতালের দুটি অংশের একটিতে আবদ্ধ ছিল। কিন্তু খ্রিস্টের পুনরুত্থানের পরে, পাতালে মৃত্যুর শক্তি ধ্বংস হয়ে যায়।

হোশেয় ১৩: ১৪ পদে কোন ভবিষ্যদ্বাণী দেওয়া হয়েছিল ?

রোমীয় ৬: ৯ পদে খ্রীষ্ট সম্পর্কে কি বলে ?

যোহন ১০:১৭-১৮ পদ অনুসারে, যীশুর কি ক্ষমতা ছিল ?

---

১ করিন্থীয় ১৫:১৯-২২ পদ অনুসারে, খ্রীষ্টে যারা মারা গিয়েছিল তাদের জন্য কি হয়েছিল ?

নরকে ঐশ্বরিক আত্মারা ঈশ্বরের উপস্থিতিতে উঠতে পারে না যতক্ষন না পবিত্র মেষশাবক তাদের পাপের মূল্য পরিশোধ এবং ঢেকে রাখার জন্য রক্ত ঝরায়, মূলত তাদের প্রথম ফল হয়ে ওঠে। হেডিসে অধার্মিক আত্মারা চূড়ান্ত বিচার না হওয়া পর্যন্ত সেখানে থাকবে, কিন্তু অব্রাহামের বুকে থাকা ঐশ্বরিক আত্মারা এখন স্বর্গে যীশুর সাথে আছে।

ফিলিপীয় ২:৫-১১ পড়ুন।

ঈশ্বর ক্রুশে তার মৃত্যুর পর কি দিয়েছেন ?

কোন তিনটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে যীশুর নাম নত হবে ?

প্রতিটি জিহ্বার কি স্বীকার করা উচিত ?

স্বর্গ, পৃথিবী এবং নরকের গভীরতার সমস্ত বাসিন্দা প্রতিটি জিহ্বা স্বীকার করবে যে যীশু খ্রিষ্ট হলেন প্রভু।

বিশ্বাসীর মৃত্যু

এখন যেহেতু খ্রীষ্ট মৃত্যুকে জয় করেছেন এবং পিতার ডান হাতে বসে আছেন, সেই বিশ্বাসীদের আত্মার কি হবে যারা নিচের পদ অনুসারে মারা যায় ?

২ করিন্থীয় ৫:৮

ফিলিপীয় ১:২৩

মূল সত্য
যখন খ্রিষ্টানরা এই জীবন থেকে চলে যায়, তারা অবিলম্বে স্বর্গে যীশুর উপস্থিতিতে প্রবেশ করে।

খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের পর থেকে, সমস্ত বিশ্বাসীরা যারা মারা যায় তাদের আত্মারা সরাসরি যীশুর সাথে স্বর্গে থাকে। তারা আর নরকে যায় না, কারণ খ্রীষ্ট ইতিমধ্যেই তাদের পাপের মূল্য পরিশোধ করেছেন। খ্রীষ্টে ধার্মিকদের মৃত্যু সম্পর্কে নিচের অনুচ্ছেদগুলো কি শিক্ষা দেয় ?

ইব্রীয় ২:১৪-১৫

---

১ থিষলনীকিয় ৪:১৩-১৪

গীতসংহিতা ১১৬:১৫

হিতোপদেশ ১৪:৩২

আপনি যদি যীশু খ্রিষ্টে বিশ্বাসী হন, তাহলে মৃত্যুর ভয়ে বেঁচে থাকার কোন প্রয়োজন নেই বা নিরাশ হয়ে মারা যাওয়া প্রিয়জনদের জন্য দুঃখ করবেন না। বরং , যীশু খ্রীষ্টের সুসংবাদ তাদের সাথে ভাগ করে নেওয়ার জন্য অধ্যাবসায়ী হন, যারা তার সঞ্চিত অনুগ্রহের জ্ঞান ছাড়াই ধ্বংস হয়ে যাচ্ছেন,কারণ শেষ ঘনিয়ে আসছে।

পাঠ ৩ - শেষ সময়

বাইবেলে এমন অনেক অনুচ্ছেদ রয়েছে যা শেষ দিনগুলিতে ভবিষ্যদ্বানীপূর্ণ অন্তদৃষ্টি প্রদান করে। পন্ডিত এবং মন্তব্যকারীরা শাস্ত্রের উপর ঢেলে দিয়েছেন শেষের চারপাশের সমস্ত রহস্যের ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে। এই অধ্যায়ের শুরুতে আমি যেমন উল্লেখ করেছি, এটি বোঝা গুরুত্বপূর্ণ শেষ সময়ে সংঘটিত নির্দিষ্ট ঘটনাগুলির সময়রেখা সম্পর্কে খ্রিষ্টের দেহের মধ্যে বিভিন্ন ব্যাখ্যা রয়েছে।

প্রতিটি ব্যাখ্যার পরীক্ষা করার জন্য সময় নেওয়ার পরিবর্তে, সাধারণভাবে প্রতিটি ঘটনাকে ঘিরে ধর্মগ্রন্থের দিকে নজর দেওয়া আরো উপকারী হবে: খ্রীষ্টশত্রু প্রকাশিত, মহাক্লেশ, মন্ডলীর প্রফুল্লতা, যীশু খ্রিষ্টের দ্বিতীয় আগমন, ধার্মিক বিচারক, নরক এবং নতুন স্বর্গ এবং পৃথিবী।

শেষের দিনগুলি

যখন আমরা জানব কিভাবে শেষের সময় ঘনিয়ে আসছে ? শেষকালে পৃথিবীর তাপমাত্রা সম্পর্কে নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদগুলো কি বলে ?

মথি ২৪:৩-৮

মথি ২৪:৯-১৪

---

২ তিমথীয় ৩:১-৭

২পিতর ৩:৩-৪

---

১ যোহন ২:১৮

তিমথীয় বর্ননা করে শেষ দিনে কিছু খ্রিষ্টান মন্ডলীর অবস্থা। আপনি নিম্নলিখিত পদগুলি থেকে কি শিখেন ?

১ তিমথীয় ৪: ১-৩

---

২ তিমথীয় ৪: ৩-৪

এই বর্ননাগুলির মধ্যে কতগুলি আজকে পরিচিত তা স্বীকৃতি দেওয়া খুব বিচক্ষন। এটা সত্য যে এই বৈশিষ্ট্যগুলি এবং ঘটনাগুলি বেশিরভাগ সময়কালেই বিদ্যমান ছিল, কিন্তু পৃথিবী খ্রিষ্টের দ্বিতীয় আগমনের জন্য প্রস্তুত হওয়ার সাথে সাথে তাদের তীব্রতা বৃদ্ধি পাবে । আমি যুক্তি দেব এই যে বৈশিষ্ট্যগুলি আমাদের ইতিহাসের অন্য যে কোনো সময়ের তুলনায় আজ বেশি পরিচিত। এবং তাদের তীব্রতা কেবল সময়ের অগ্রগতি বৃদ্ধি করবে । কিন্তু শেষ কখন শুরু হয়েছে তা আমরা কীভাবে জানব ?

২ থিষলনীকিয় ২:১-৩ অনুযায়ী, কাকে প্রকাশ করা আবশ্যক ?

পাঠ ৪ - খ্রীষ্টশত্রু প্রকাশিত হয়েছে

খ্রীষ্টশত্রু কে ? পুরাতন নিয়মে দানিয়েলের বই বাইবেলের ভবিষ্যদ্বানীতে পরিপূর্ণ। সেই সময়ে,দানিয়েল জানতেন না যে ভবিষ্যদ্বানী কী বোঝায়, কিন্তু অনেক বছর পরে, ঈশ্বর যোহনকে প্রকাশিত বাক্যের ভবিষ্যদ্বানীমূলক বই লিখতে অনুপ্রানিত করেছিলেন যা দানিয়েলের ভবিষ্যদ্বানীর কিছু স্পষ্টতা এনেছিল।

প্রকাশিত বাক্য ১৩:১-৫ পদ পড়ুন।

ড্রাগন পশুদের কি দেয় (১-২ পদ) ?

যোহন একটি পশুর মাথায় কি দেখেছিল (৩তম পদ) ?

ক্ষতের কি হয়েছে (৩ পদ) ?

বিশ্ব কীভাবে অলৌকিক নিরাময়ে প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিল (৩-৪ পদ) ?

অদ্ভূত পশুর কর্তৃত্ব কতদিন অব্যাহত ছিল (৫ পদ) ?

অধ্যায় ৬ এ, ড্রাগন যার কথা প্রকাশিত বাক্যে উল্লেখ করা হয়েছে তিনি হলেন শয়তান। খ্রীষ্টশত্রু পশু নামে পরিচিত। **প্রকাশিত বাক্য ১৩:২ পদে** বলা হয়েছে যে শয়তান খ্রীষ্টশত্রুকে পৃথিবীতে শাসন করার ক্ষমতা এবং অধিকার দেয়। এক পর্যায়ে তিনি এক প্রকার মারাত্মক ক্ষত ভোগ করেন, কিন্তু তারপর অলৌকিকভাবে আরোগ্য লাভ করেন। বিশ্ব তাকে পূজা করে সাড়া দেয়।

দানিয়েল ৯:২৬ পদে ইঙ্গিত দেয় যে, " রাজকুমার যিনি আসবেন" কাকে বোঝায়, যাকে আমরা এখন জানি খ্রীষ্টশত্রু। দানিয়েল ৯: ২৭ পদ পড়ুন। এই "রাজপুত্র" প্রথমে কি করবে ?

তিনি "সপ্তাহের মাঝামাঝি" কি করবেন ?

এই ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে, খ্রীস্টশত্রু ইস্রায়েল এবং আশেপাশের দেশগুলির সাথে এক ধরনের শান্তি চুক্তি করবে, বা শক্তিশালী করবে। কিন্তু "সপ্তাহের মাঝামাঝি" সে চুক্তি ভঙ্গ করবে এবং একধরনের জঘন্য কাজ করবে।

প্রকাশিত বাক্য ১৩: ৫-৮ পদ অনুসারে, খ্রীস্টশত্রু বিয়াল্লিশ মাস পর কি করবে ?

কিভাবে **২থিষলণীকীয় ২: ৩-৪ পদে** খ্রীস্টশত্রু এর কর্ম বর্ণনা করে ?

এই তিনটি অনুচ্ছেদ (**দানিয়েল ৯:২৭, প্রকাশিত বাক্য ১৩:৬; ২ থিষলনীকিয় ২:৪**) সবাই একই ঘটনার কথা বলেছে। যীশু **মথি ২৪:১৫ পদে** এই ঘটনাকে কী বলেছিলেন ?

ধ্বংসের ঘৃনা হল যখন খ্রীষ্টশত্রু মন্দিরে প্রবেশ করবে এবং নিজেকে ঈশ্বর বলে দাবি করবে। দানিয়েল এই ঘটনাটি "সপ্তাহের মাঝামাঝি" ঘটছে উল্লেখ করে, যখন প্রকাশিত বাক্য বলে যে এটি ৪২ মাস পরে ঘটবে। স্পষ্টতই, দানিয়েলের ভবিষ্যদ্বানীর প্রতিটি এক সপ্তাহের সময় সাত বছরের সমান।

প্রকাশিত বাক্য ১৩:১১-১৭ পদ পড়ুন।

অন্য জন্তু পৃথিবীতে কি করে (১২ তম পদ) ?

অন্য জন্তু পৃথিবীতে কিভাবে খ্রীষ্টবিরোধী উপাসনা করতে রাজি করে (১৩-১৪ তম পদ) ?

যারা খ্রিষ্টের মূর্তি পূজা করে না তাদের কী হবে (১৫ তম পদ) ?

জন্তু প্রতিটি ব্যক্তিকে কী করতে বাধ্য করে (১৬-১৭ পদ) ?

প্রকাশিত বাক্য ১৬:১৩ পদ অনুসারে কীভাবে অন্য পশুকে নির্দেশ করে ?

দানিয়েল ৮:২৩-২৫ এর ভবিষ্যদ্বাণী পড়ুন এবং খ্রীষ্টশত্রুর বর্ননা দিন।

শয়তান (ড্রাগন), খ্রীষ্টশত্রু (জানোয়ার) এবং মিথ্যা ভাববাদী (অন্য জন্তু) এই পৃথিবীতে শাসন করবে, সেই সময় মহাক্লেশ নামে পরিচিত হবে। দানিয়েল এই ভবিষ্যদ্বানী করেছিল যে এই সময়কালটি সাত বছর স্থায়ী হবে। এই সময়ের মধ্যে যে অসাধারণ ঘটনাগুলি ঘটবে তার একটি বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রকাশিত হয়েছে।

পাঠ ৫ - মহাক্লেশ

যীশু কিভাবে **মথি ১৫:২২** পদে দুর্দশা বর্ননা করবেন ?

দানিয়েল ৯:২৪ পদে পাওয়া ভবিষ্যদ্বানীটি দুর্দশার সম্পর্কে কী বলে ?

দানিয়েল কর্তৃক ভবিষ্যদ্বানী করা সত্তর সপ্তাহ (৪৯০ বছর),যীশু খ্রিষ্টের সাথে ইস্রায়েলের জাতি পুনর্মিলনের কথা উল্লেখ করে্ সত্তর সপ্তাহের মধ্যে উনত্রিশটি ইতিমধ্যে সংঘটিত হয়েছে। ইস্রায়েল যীশুকে ভাববাদী হিসাবে প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং আজও তারা তাদের ত্রানকর্তার আসার জন্য অপেক্ষা করছে। খ্রীষ্টশত্রু প্রকাশিত হলে, শেষ সপ্তাহ (সাত বছর)শুরু হবে।

মহাক্লেশ হল নির্দিষ্ট সাত বছরের নির্দিষ্ট সময় যেখানে অবিশ্বাসী পৃথিবী তাদের অধর্মের শিখরে পৌঁছাবে, ইস্রায়েল জাতি যীশু খ্রিষ্টকে ভাববাদী হিসাবে স্বীকার করবে এবং গ্রহন করবে এবং ঈশ্বও প্রত্যাখ্যানকারীদেরও উপর তার ক্রোধ দেবেন। অনেক খ্রিষ্টান এই বইটি পড়তে দ্বিধাগ্রস্থ হয় কারণ এটি বোঝা কঠিন, কিন্তু **প্রকাশিত বাক্য ১:৩ এবং ২২:৭ পদ** অনুসারে,ঈশ্বর তাদের কোন প্রতিশ্রুতি দেন ?

নিম্নোক্ত ঘটনাগুলি একটি সাধারণ রূপরেখা যা দুঃখের সময় সংঘটিত হয়।

ছয়টি সীলমোহর

প্রকাশিত বাক্য ৫: ১ পদে,সাতটি সিলমোহরযুক্ত একটি পৃষ্ঠা চালু করা হয়েছে। অধ্যায় যত এগোচ্ছে সাতটি সিলমোহর একে একে ভেঙ্গে যায়, এবং মহা ক্লেশের ঘটনাগুলি প্রকাশ পায়। প্রতিটি সিল মোহর ভেঙ্গে যাওয়ায়, মহা বিপর্যয় এবং ঈশ্বরের ক্রোধ ও শক্তির প্রদর্শন পৃথিবীতে শুরু হয়। প্রকাশিত বাক্য ৬ অধ্যায় থেকে শুরু করে অনুস্মরন করুন।

- মিথ্যা খ্রীস্ট জয় করতে আসে (১-২ পদ)
- পৃথিবী থেকে শান্তি নেওয়া হয় (৩-৪ পদ)
- দুর্ভিক্ষ (৫-৬ পদ)
- তলোয়ার, দুর্ভিক্ষ, মহামারী এবং বন্য জন্তু দ্বারা মৃত্যু (৭-৮ পদ)
- খ্রীস্টান শহীদরা প্রতিশোধের জন্য আহ্বান জানান (৯-১১ পদ)
- সন্ত্রাস এবং পরিবেশগত বিপর্যয় (১২-১৭ পদ)।

সাতটি তূরীধ্বণী

প্রকাশিক বাক্য ৮: ১ পদে সপ্তম সীল ভাঙ্গার পর স্বর্গে নীরবতা এবং তারপর সাতটি তূরী ধ্বনির একটি অধ্যায়। যেহেতু স্বর্গদূতেরা প্রথম ছয়টি তূরী বাজায়, পৃথিবী ঈশ্বরের ক্রোধ অনুভব করতে থাকে যতক্ষন না সপ্তম তূরী, যা খ্রীস্টের আসন্ন রাজত্ব ঘোষণা করে। **প্রকাশিত বাক্য ৮:২-৯:৯: ২১ এবং ১১: ১৫-১৯ অনুস্মরণ করুন।**

সাত বাটি ক্রোধ

১। পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ পুড়ে যায় (৮: ৭ পদ) ।
২। সমুদ্রের এক-তৃতীয়াংশ রক্ত হয়ে যায় (৮: ৮-৯ পদ) ।
৩। এক-তৃতীয়াংশ নদী তিক্ত হয় (৮: ১০-১১ পদ) ।
৪। চাঁদ এবং নক্ষত্রের এক তৃতীয়াংশ অন্ধকারে পরিনত হয় (৮: ১২-১৩ পদ)।
৫। যন্ত্রনাদায়ক প্রাণীরা অতল গর্ত থেকে বেরিয়ে আসে (৯: ১-১২ পদ)।
৬। মানবজাতির এক-তৃতীয়াংশ হানাদার বাহিনী দ্বারা ধ্বংস হয়ে যায় (৯ :১৩-২১ পদ) ।
৭। বজ্র, বজ্রপাত, ভূমিকম্প এবং শিলাবৃষ্টি (১১:১৫-১৯ পদ) ।

শেষ তূরী বাজানোর সময়, বিচারের আর একটি অধ্যায় ঢেলে দেওয়া হয়েছে, যা **প্রকাশিত বাক্যে ১৬ অধ্যায়ে** ঈশ্বরের ক্রোধে ভরা সাতটি বাটি হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। অধ্যায়ের মাধ্যমে অনুস্মরন করুন।

১। যারা পশুর চিহ্ন বহন করে তাদের গায়ে ঘা দেখা দেয় (২পদ)।
২। সমুদ্র রক্তে পরিণত হয় এবং সমুদ্রের সমস্ত প্রাণ নিহত হয় (৩ পদ)।
৩। নদী ও জলের ঝর্ণা রক্তে পরিণত হয় (৪ পদ)।
৪। সূর্য আগুন দিয়ে মানুষকে ঝলসে দেয় (৮ পদ)।
৫। পশুদের রাজ্য অন্ধকার হয়ে যায় (১০ পদ)।
৬। ইউফ্রেতিস শুকিয়ে যায় আসন্ন যুদ্ধের প্রস্তুত হওয়ার জন্য (১২ পদ)।
৭। আলোর ঝলকানি, বজ্রপাত ও গর্জন, বড় ভূমিকম্প এবং শীলাঝড় (১৭-২১ পদ)।

আর্মাগেডনের যুদ্ধ

ঈশ্বরের বিচারের ষষ্ঠ বাটি খালি হওয়ার সাথে সাথে, ঈশ্বরের মহান যুদ্ধের সূচনা হয়, যা আর্মাগেডনের যুদ্ধ নামে পরিচিত (১৬:১৩-১৬)। খ্রীষ্ট শত্রু এবং পৃথিবীর রাজারা তাদের সেনাবাহিনীকে একত্রিত করে ইস্রায়েল এবং স্বয়ং ঈশ্বরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লড়বে।

প্রকাশিত বাক্য ১৬:১৭ অনুসারে, সপ্তম বাটি ঢেলে স্বর্গের মন্দির থেকে কোন বাক্য ঘোষনা করা হয় ?

আর্মাগেডনের যুদ্ধের সমাপ্তির পর যীশু খ্রিষ্টের বহু প্রতিক্ষিত দ্বিতীয় আগমন ঘটে। এই গৌরবময় ঘটনাটি নিয়ে আলোচনা করার আগে, আমি প্রথমে মন্ডলীর উৎসাহ সম্পর্কে একটি নির্দিষ্ট বিশ্বাসের পরিচয় দিতে চাই।

অক্ষতত্ত্ব - শেষ বা চূড়ান্ত বিষয়ের মতবাদ, যেমন মৃত্যু, পুনরুত্থান, অমরত্ব, যুগের শেষ, খ্রিষ্টের দ্বিতীয় আবির্ভাব, বিচার এবং ভবিষ্যতের অবস্থা।

মূল সত্য

কষ্ট হল একটি সাত বছরের সময় যখন ঈশ্বর তাদের ক্রোধ ঢেলে দেবেন যারা তাদের পুত্রকে প্রত্যাখ্যান করেছে।

পাঠ ৬ - মন্ডলীতে পরম আনন্দ

পরম আনন্দ বলতে এমন একটি ঘটনাকে বোঝায় যখন যীশু তাঁর মন্ডলীকে পৃথিবী থেকে ছিনিয়ে আনবেন এবং তাদের সামনে থেকে নিয়ে আসবেন। ১ থিসকলনীয় ৪:১৬-১৭ কি ঘটবে বলে ?

ধরা পড়া শব্দটি গ্রিক শব্দ হারপাজো, যার অর্থ ছিনিয়ে নেওয়া। ল্যাটিন শব্দ রেপিও, যেখান থেকে ইংরেজি শব্দ রাপচার এসেছে।

খ্রীষ্টের দেহের মধ্যে বিতর্কের সূত্রপাত কখন ঘটে তা নিয়ে। সাধারণত তিনটি চিন্তাধারা রয়েছে:

- প্রাক-কষ্ট - পূর্বে অত্যাচার সংঘর্ষ ঘটে।
- মধ্য-কষ্ট - উচ্ছ্বাস কষ্টের সময়কালের মাঝামাঝি সময়ে সংঘটিত হয়।
- পরবর্তী-কষ্ট - বিপদ উত্তেজনা দুঃখ-কষ্টের পরে ঘটে।

এই মতামতগুলির প্রত্যেকটি তাদের দাবি সমর্থন করার জন্য শাস্ত্রে বিভিন্ন ব্যাখ্যা আছে। এই পার্থক্যগুলির কারন হল যে বাইবেলে শেষ সময়ে সংঘটিত সমস্ত ঘটনার জন্য একটি স্পষ্ট সময়রেখা দেয় না। এই ভিন্ন সময়ের তত্ত্ব সত্ত্বেও, তারা সবাই একমত যে প্রফুল্লতা ঘটাবে।

যোহন ১৪:১৩ তে যীশু কি শিক্ষা দিয়েছিলেন ?

আমি বিশ্বাস করি অন্যান্য দুটো দৃষ্টিভঙ্গির তুলনায় পূর্ব কষ্টের দৃশ্যের জন্য আরো শাস্ত্রীয় সমর্থন রয়েছে। নিচের পদগুলি উল্লাস সম্পর্কে কি শিক্ষা দেয় ?

মথি ২৪:৩৬-৪৪

---

১ থিষলনীকিয় ১:৯-১০

---

১ থিষলনীকিয় ৫:১-১১

প্রকাশিত বাক্য ৩:১০

আমি বিশ্বাসকারী যে পূর্ব-দৃষ্টিভঙ্গি ঈশ্বরের চরিত্র এবং ধার্মিকদেও আগামী ক্রোধ থেকে রক্ষা করার জন্য তার আকাঙ্খাকে সর্বোত্তমভাবে অন্তর্ভূক্ত করে। নির্বিশেষে যখন বিশেষভাবে আনন্দ ঘটে, তবুও সত্য যে যীশু খ্রিষ্ট ফিরে আসবেন এবং তাঁর মন্ডলী তাঁর উপস্তিতিতে জড়ো করবেন।

গৌরবান্বিত দেহ

সেই বিশ্বাসীদের আত্মা যারা যীশুর পুনরুত্থানের পর মারা যায় কিন্তু উল্লাসের আগে তাদের শারীরিক শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তাদের দেহ পৃথিবীতে থাকে যখন তাদের আত্মারা যীশুর সাথে স্বর্গে যোগ দেয়। কিন্তু উল্লাস ঘটলে অলৌকিক কিছু ঘটবে।

১ করিন্থীয় ১৫:৪৯-৫৮ পদ

বিশ্বাসী কার মূর্তি বহন করবে (৪৯ তম পদ) ?

বিশ্বাসীদের কি হবে (৫১-৫২ তম পদ) ?

বিশ্বাসীরা কি "পড়বে"(৫৩ তম পদ) ?

এই রূপান্তরের পরে "গিলে ফেলা" কি (৫৪ তম পদ) ?

শেষ তূরীতে,স্বর্গে থাকা আত্মার মৃতদেহগুলির অবিচ্ছেদ্যভাবে উত্থাপিত হবে এবং যারা পৃথিবীতে এখনও বেঁচে আছে,তাদের "চোখের পলকে" রূপান্তরিত করা হবে এবং তাদের জন্য প্রস্তুত মহিমান্বিত দেহগুলি গ্রহন করা হবে। অস্থায়ী, পার্থিব দেহগুলি পৃথিবীর ধুলো থেকে তৈরী করা হয়, কিন্তু গৌরবান্বিত দেহগুলি অবিনশ্বর এবং অমর হবে,স্বর্গে অনন্ত জীবনের উপযুক্ত।

১ যোহন ৩:২ অনুসারে এই মহিমান্বিত দেহগুলি কেমন হবে ?

বিশ্বাসীদের গৌরবান্বিত দেহ তাঁর পুনরুত্থানের পর যীশুর মহিমান্বিত দেহের মত হবে। খ্রীষ্টের দেহের কোন বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদে প্রকাশিত হয়েছে ?

লূক ২৪:৩১

লূক ২৪:৩৬-৪৩

যোহন ২০:২৪-২৯

দুঃখ-কষ্টের আগে, চলাকালীন বা পরে হর্ষধ্বনি ঘটুক না কেন, বিশ্বাসীদের খ্রীষ্টের সাথে তাদের নতুন মহিমান্বিত দেহে থাকবেন কারণ তিনি আবার পৃথিবীতে অবতরণের প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

পাঠ ৭ - যীশু খ্রিষ্টের দ্বিতীয় আগমন

যীশু খ্রিষ্টের দ্বিতীয় আগমন হবে সর্বকালের অন্যতম নাটকীয় ঘটনা। খ্রীষ্টের প্রথম পৃথিবীতে আগমন একটি অস্পষ্ট গ্রামে একটি আস্তাবলে একটি দরিদ্র কুমারীর কাছে জন্মগ্রহন করেছিলেন এবং সাধারন রাখালদের দ্বারা প্রচারিত হয়েছিল। তাঁর দ্বিতীয় আগমন হবে তার সাধারণ শক্তি এবং গৌরবের পূর্ণ প্রদর্শণ। আর্মাগেডন যুদ্ধের সময়, খ্রিষ্ট নিজেকে সমগ্র বিশ্বের কাছে পরিচিত করে তুলবেন।

প্রকাশিত বাক্য ১৯:১১ পড়ুন।

যীশু কিভাবে তার ফিরে আসার বর্ননা করে (১৪ তম পদ) ?

যারা খ্রিষ্টের পিছনে অনুস্মরণ করে তাদের বর্ননা কিভাবে করা হয় (১৪ তম পদ)?

যীশু কি দিয়ে জাতিদের আঘাত করবেন (১৫ তম পদ) ?

যীশুর পোশাক এবং উরুতে কি লেখা আছে (১৬ তম পদ) ?

খ্রীষ্ট শত্রু এবং মিথ্যানবী এর কি হবে (২০ তম পদ) ?

খ্রীস্টকে প্রত্যাখ্যানকারী সকলের কি হবে (২১ তম পদ) ?

---

১৯ নং পদে উল্লেখিত "স্বর্গে সেনাবাহিনী" বিশ্বাসীদেরকে নিয়ে গঠিত যরা পূর্বে উচ্ছৃঙ্খল এবং রূপান্তরিত হয়েছে।
প্রকাশিত বাক্য ১৭:১৪ অনুসারে, "যারা তাঁর সাথে আছে" তাদের কী বলা হয় ?

যিহুদা ১৪-১৫ অনুসারে, কে "প্রভু" তার বংশধরকে নিয়ে আসেন ?

খ্রিষ্ট তার মন্ডলীর সাথে পৃথিবীতে আসবেন যারা তাকে প্রত্যাখ্যান করবে তাদের উপর চূড়ান্ত রায় কার্যকর করবে। যীশুর দ্বিতীয় আগমন সম্পর্কে আপনি যা শিখেন তা লিখুন।

মথি ২৪:২৭-৩১

প্রেরিত ১:১১

সখরীয় ১৪:১-৪

প্রকাশিত বাক্য ১:৭

ভিত্তিগত সত্য
খ্রিষ্ট তাঁর মন্ডলীকে আনন্দে স্বর্গে একত্রিত করেন, তখন বিশ্বাসীরা মৃতদেহকে গৌরবান্বিত করবে এবং তাঁর দ্বিতীয় আগমনের জন্য পৃথিবীতে ফিরে আসার সাথে সাথে তাঁর সাথে থাকবে।

খ্রিষ্টের সহস্রাব্দ রাজত্ব

যীশু তার শত্রুদের পরাজিত করার পরে,
তিনি পৃথিবীতে তার রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করবেন।
প্রকাশিত বাক্য ২০:১-৬ পড়ুন।
শয়তানের কি হবে (১-৩ তম পদ) ?

কে খ্রিষ্টের সাথে বসবাস করে এবং রাজত্ব করে (৪ পদ) ?

এই সময়কাল কতদিন চলবে (৪-৬ পদ) ?

শয়তান অতল গর্তে আবদ্ধ এবং শৃঙ্খলিত, যখন যীশু এক হাজার বছর ধরে তাঁর সাধুদের সাথে পৃথিবী শাসন করেন। আপনি নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদগুলি থেকে সহস্রাব্দের সময়কাল সম্পর্কে কি শিখবেন ?

যিশাইয় ২:১-৫

যিশাইয় ১১:৫-১০

গাব্রিয়েল দূত লূক ১:৩১-৩৩ পদে মরিয়মকে কী বলেছিলেন ?

যীশুর সহস্রাব্দ রাজত্ব বাইবেলের ভবিষ্যদ্বানীর একটি বিশাল সংখ্যার পরিপূর্ণতা হবে। এটি একটি দূর্দান্ত শান্তি,আনন্দ এবং সান্ত্বনার সময় হবে তবে চিরকাল স্থায়ী হবে না। **প্রকাশিত বাক্য ২০:৭-১০ পড়ুন**।

হাজার বছর শেষে কি হবে (৭তম পদ) ?

শয়তান মুক্ত হওয়ার পর সে কি করবে (৮তম পদ) ?

যারা শয়তান দ্বারা প্রতারিত হয় তাদের কি হবে (৯ পদ)?

শয়তানের চূড়ান্ত বাক্য কি হবে (১০ তম পদ) ?

প্রকাশিত বাক্যের এই অনুচ্ছেদটি প্রকাশ করে যে হাজার বছর ধরে এমন অনেক লোক থাকবে যারা যীশুকে অবমাননা করবে, এমনকি শয়তানের প্রভাব ছাড়াই ,একবার শয়তান মুক্তি পেলে,সে প্রতিপক্ষকে একত্রিত করে একটি শেষ আক্রমন করার চেষ্টা করবে এবং খ্রিষ্ট তার লোকদের ধ্বংস করবে। কিন্তু ঈশ্বর তাদেরকে স্বর্গ থেকে আগুন নিয়ে ধ্বংস করবেন এবং শয়তানকে পাঠাবেন খ্রীষ্টশত্রু এবং মিথ্যা নবীকে অনন্তকালের জন্য আগুনের হ্রদে যোগ দিতে। এবং তারপরে আসে শেষ এবং চূড়ান্ত রায়।

পাঠ ৮ - ধার্মিক বিচারক

প্রেরিত ১৭:৩০-৩১ অনুসারে, ঈশ্বর কাকে ধার্মিক বিচারক হিসেবে নিয়োগ করেছেন ?

যোহন ৫:৩০ অনুসারে, যীশু কেন বলেন যে তার বিচার ধার্মিক ?

মথি ২৫:৩১-৪৬ পদ পড়ুন।

যীশু তাঁর সাথে জড়িত হওয়া সমস্ত জাতির সাথে কি করবেন (৩২-৩৩ পদ) ?

যীশু তাঁর ডান দিকে কী বলবেন (৩৪-৪০ পদ) ?

যীশু তাঁর বাম দিকে কী বলবেন (৪১-৪৬ পদ) ?

ব্যঙ্গাত্মকভাবে, সমস্ত পথই ঈশ্বরের দিকে পরিচালিত করে। প্রত্যেক মানুষ সৃষ্টিকর্তার সামনে দাড়াবে এবং হয়ত বিনম্রভাবে খ্রীষ্টের ধার্মিকতা পরিহিত হবে, অথবা নগ্ন, দোষী এবং তাদের পাপে নিন্দিত হবে। আবার খ্রিষ্টের বিচার সম্পর্কে মন্ডলীর মধ্যে কিছু ভিন্ন বিশ্বাস রয়েছে। আবার অনেকে বিশ্বাস করেন যে তাঁর রাজত্বের শেষে কেবল একটি বিচার আছে। বিভিন্ন বিশ্বাস সত্ত্বেও,এই সত্যটি রয়েছে যে যীশু ন্যায়পরায়ন বিচারক,এবং সকলেই তাদের শাস্তি পেতে তাঁর সামনে দাড়াবে।

খ্রিষ্টের বিচার আসন

খ্রিষ্টের বিচার আসনটি অনেকে বিশ্বাস করে যে প্রথম বিচার শুধুমাত্র সংরক্ষিতদের জন্য সংরক্ষিত। এটা বিশ্বাস করা হয় যে উপাসনা এবং মহাক্লেশের যে কোন সময় এটি সংঘটিত হয়েছিল। এটি নিন্দার রায় নয় কারণ যীশু ক্রুশে পাপের জন্য মূল্য দিয়েছেন। যারা তাঁকে পেয়েছে তাদের পাপ ক্ষমা করা হয়েছে। বরং এটি প্রত্যেক ব্যক্তির বিশ্বস্ততা এবং সেবার বিচার।

১ করিন্থীয় ৩: ১১-১৫ পদ পড়ুন।

সকল বিশ্বাসীদের ভিত্তি কে (১১ পদ) ?

খ্রিষ্টের ভিত্তিতে আপনি কোন ধরনের জিনিস তৈরী করতে পারেন (১২ পদ) ?

কিভাবে আপনার কাজ পরীক্ষা করা হবে (১৩ পদ) ?

ফলাফল কি হবে (১৪-১৫ পদ) ?

---

১ করিন্থীয় ৪:৫ পদ অনুসারে,যীশু আলোতে কী আনবেন ?

---

২ করিন্থীয় ৫:৯-১১ পদ অনুসারে আপনি কি শিখবেন ?

আপনি কি আপনার জীবনে এমন কিছু চিনতে পারেন যা আপনি তৈরী করবেন যা খ্রিষ্টের আগুনের পরীক্ষা সহ্য করবে না ?

হৃদয়ের সমস্ত গোপন উদ্দেশ্য এবং আকাঙ্খা ন্যায়পরায়ন বিচারকের সামনে প্রকাশ করা হবে। স্বার্থপর উচ্চাকাংখা, অধার্মিকতা এবং অহংকারের মাধ্যমে করা সব কিছু ছাই হয়ে যাবে। কিন্তু রাজার সেবায় অনুগত্যের নম্র কাজগুলি থাকবে এবং সেই অনুযায়ী পুরস্কৃত হবে। নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদে কি পুরস্কৃত করা হবে ?

২ তিমথীয় ৪:৭-৮ পুরস্কার: মুকুটটি ----------

যাকোব ১:১২ পুরস্কার: মুকুটটি ----------

১ পিতর ৫:৪ পুরস্কার: মুকুটটি ----------

প্রকাশিত বাক্য ৪:৯-১১ পদ অনুসারে চব্বিশজন প্রবীন তাদের মুকুটের সাথে কি করেন ?

যীশু খ্রিষ্টের উপস্থিতির তুলনায় কোন পুরস্কার বা সম্মান ম্লান হবে!

পাঠ ৯ - শুভ্র সিংহাসনের বিচার

শ্বেত সিংহাসনের বিচার কেউ কেউ বিশ্বাস করেন যে কেবলমাত্র অনুতপ্ত পাপীদের জন্য সংরক্ষিত এবং খ্রীস্টের সহস্রাব্দ রাজত্যের শেষে শয়তানকে আগুনের হ্রদে প্রেরণের পর এটি ঘটবে।

প্রকাশিত বাক্য ২০:১১-১৫ পড়ুন।

বিচার শুরু হলে যারা খ্রীষ্টকে প্রত্যাখ্যান করবে তারা কি করার চেষ্টা করবে (১১ পদ) ?

কিভাবে মৃতদের বিচার করা হবে (১২ পদে) ?

মৃতেরা কোথা থেকে আসে (১৩ পদ) ?

জীবন বইতে যারা লেখা নেই তাদের কি হবে (১৪-১৫ পদ) ?

পরমদেশের গভীরতায় বিচারের অপেক্ষায় থাকা প্রতিটি আত্মা এবং যারা সহস্রাব্দের শেষের যুদ্ধে ঈশ্বরের অগ্নিতে ভস্মিভূত হয়েছে তারা তাদের প্রত্যাক্ষানকারীর সামনে দাঁড়াবে এবং তারা তাদের শাস্তি পাবে।

নিচের অনুচ্ছেদ অনুসারে বিচারকরা যীশুর প্রতি কীভাবে প্রতিক্রিয়া জানাবেন ?
রোমীয় ৩: ১৯ পদ:

ফিলিপীয় ২: ৯-১১ পদ

সর্বশক্তিমান ন্যয়পরায়ণ বিচারকের উপস্থিতিতে প্রতিটি মুখ নীরব হয়ে যাবে। সবাই তাকে প্রভু হিসাবে স্বীকার করবে এবং তার বিচার গ্রহন করবে।

নরক

নরক খ্রিস্টানদের জন্য, বাইবেলের মতবাদকে প্রত্যাখ্যান করা আরো বেশি সাধারন হয়ে উঠেছে। অনেক কারন যে ঈশ্বর প্রেমের এবং ঈশ্বর কাউকে চিরকালের জন্য এমন ভয়াবহ যন্ত্রণার জায়গায় পাঠাবেন না।

আপনি নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদ থেকে ঈশ্বরের হৃদয় সমাপর্কে কি শিখতে পারেন ?

১ম তিমথীয় ২: ৩-৬ পদ

২য় পিতর ৩:৯ পদ

ঈশ্বর প্রকৃতপক্ষে প্রেমের ঈশ্বর এবং চান না যে কেউ নরকে যাক। ঠিক সে কারণেই তিনি পালানোর পথ দিয়েছিলেন। **যোহন ৩: ১৬-২১ পদ** পড়ুন।

কেন ঈশ্বর তাঁর পুত্রকে পাঠিয়েছিলেন (১৬-১৭ পদ) ?

মানুষ কিভাবে নিন্দিত হয় (১৮-২০ পদ) ?

উদ্বেগজনক সত্য হল যে মানুষ ত্রানকর্তাকে প্রত্যাখ্যান কওে নিজেদের জন্য নরক বেছে নেয়। যীশু ন্যায়পরায়ন বিচারক, এবং যদি পাপীরা অনুতপ্ত হতে অস্বিকার করে এবং তার ক্ষমা পায়, অনন্তকাল ধরে তাদের পাপের শাস্তি ভোগ করতে হবে। যারা নরকের মতবাদ প্রত্যাখ্যান করে তারা অবশ্যই যীশুর শিক্ষা উপেক্ষা করবে। নিচের অনুচ্ছেদে খ্রীস্টের কথাগুলো সংক্ষিপ্ত করুন।

মার্ক ১৬:১৫-১৬ পদ

মথি ১৩: ৪০-৪৩ পদ

ভিত্তিগত সত্য
খ্রিস্ট শিখিয়েছিলেন যে, যে কেউ তাকে প্রত্যাখ্যান করবে সে নিন্দা এবং বিচারের মুখোমুখি হবে।

শাস্ত্র অনুসারে, নরক একটি আসল স্থান এবং যারা ত্রানকর্তাকে প্রত্যাখ্যান করে তাদের জন্য সংরক্ষিত। কিন্তু যারা যীশু খ্রীস্টের মাধ্যমে পরিত্রান পেয়েছে তাদের নাম জীবন পুস্তকে লেখা আছে এবং অনন্তকাল ধরে যীশুর উপস্থিতিতে থাকবে।

নিচের অনুচ্ছেদে যীশু স্বর্গ সম্পর্কে কি বলেন ?

যোহন ১৪: ১-৩ পদ

যোহন ১৬: ২২ পদ

পাঠ ১০ - একটি নতুন স্বর্গ এবং একটি নতুন পৃথিবী

যখন খ্রীস্টের সহস্রাব্দ রাজত্ব শেষ হবে, প্রকাশিত বাক্য একটি নতুন স্বর্গ এবং একটি নতুন পৃথিবীর কথা বরে। **প্রকাশিত বাক্য ২১-২২ অধ্যায়** পড়ুন এবং শূন্যস্থান পূরণ করুন।

- প্রথম স্বর্গ এবং প্রথম পৃথিবী ---------- (২১:১ পদ)।
- ওখানে আর কিছু ছিল না ---------- (২১:১ পদ)।
- স্বর্গ এমন একটি জায়গা যেখানে কেবল ঈশ্বর ---------- (২১:৩ পদ)।
- ঈশ্বরের ইচ্ছা ---------- (২১:৪ পদ)।
- সেখানে অন্য কিছু থাকবে না ---------- (২১:৪ পদ)।
- ঈশ্বর সব কিছু তৈরী করেন---------- (২১:৫ পদ)।
- যিনি তৃষ্ণার্ত ---------- (২১:৬ পদ)।
- যে জয় করবে সে করবে ---------- (২১:৭ পদ)।
- স্বর্গ উজ্জল, যেমন ---------- (২১:১১ পদ)।
- দেয়াল টি তৈরী ---------- (২১:১৮-২০ পদ)।
- ১২ টি দরজা তৈরী হয়েছে---------- (২১:২১ পদ)।
- রাস্তাগুলি তৈরী ---------- (২১:২১ পদ)।
- স্বর্গে মন্দির ---------- (২১:২২ পদ)।
- স্বর্গ আলোকিত হয় ---------- (২১:২৩ পদ)।
- দ্বার কখনো হবে না ---------- (২১:২৫ পদ)।
- নাগরিকরা হল যারা---------- (২১:২৭ পদ)।
- স্বর্গে একটি নদী আছে---------- (২২:১ পদ)।
- সেখানে একটি গাছ আছে ---------- (২২:২ পদ)।
- সেখানে নেই ---------- (২২:৩ পদ)।
- সেখানে আছে ---------- (২২:৩ পদ)।
- স্বর্গে আমরা হব ---------- (২২:৩-৫ পদ)।

স্বর্গ সম্পর্কে সবকিছু ঈশ্বরের পবিত্রতা এবং গৌরব প্রতিফলিত করে। স্বর্গে ঈশ্বরের পরিবারের সমস্ত বাসিন্দারা চিরকাল শান্তিতে, নিরাপত্তা এবং তাঁর উপস্থিতিতে পরিপূর্ণতায় বাস করবে। আর কখনও ভয়, একাকীত্ব বা কষ্ট হবে না। সমস্ত প্রশংসা ঈশ্বরেরই।

উপসংহার

ভিত্তিগত সত্য

স্বর্গ এমন একটি স্থান যেখানে ঈশ্বর সমস্ত বিশ্বাসীদের জন্য প্রস্তুত করেছেন। সমস্ত বসবাসকারীরা অবশেষে পরম ভালবাসা, আনন্দ, শান্তি, স্বাধীনতা ঈশ্বর এবং অন্যদের সাথে একটি সঠিক সম্পর্ক স্থাপন করবে।

আমি আশা করি এই অধ্যায়টি আপনাকে বিভিন্ন পালক, ভাষ্যকার বা ধর্মতাত্ত্বিকদের কাছ থেকে পরমদেশ, অত্যাচার, কষ্টের সময়কাল এবং আরও অনেক কিছু সম্পর্কে স্পষ্টতা প্রদান করেছে, কিন্তু মৃত্যু এবং শেষ সময় সম্পর্কে ঈশ্বরের বাক্য কি বলে। আপনি বিকল্প ব্যাখ্যার মধ্যে আসতে পারেন এই বিষয়গুলিতে ভিন্ন মতামত আপনাকে কষ্ট দিতে দেয় না। সত্যের জন্য পবিত্র বাক্যের দিকে তাকান এবং বিনীতভাবে চুড়ান্ত কর্তৃত্ব এবং ঈশ্বরের সর্বজ্ঞতার কাছে আত্মসমর্পন করুন। আপনি তাঁর পরাক্রমশালী হতে, এবং শেষ পর্যন্ত যা কিছু ঘটবে তা তাঁর নিয়ন্ত্রনে। প্রতিদিন এবং তাঁর বাক্যে থাকুন। ধার্মিকতা অনুস্মরন করুন। সুসমাচার ভাগ করুন, এবং আমাদের ত্রানকর্তা যীশুখ্রিস্টের গৌরবময় প্রত্যাবর্তনের জন্য অপেক্ষা করুন।

পরিশিষ্ট - ক
ঈশ্বরের সাথে দৈনন্দিন ঘনিষ্ঠতা গড়ে তোলা

পরিত্রানের মাধ্যমে প্রাপ্ত সবচেয়ে বড় উপহার হল, ঈশ্বরের সাথে ঘনিষ্ঠ, নির্ভরশীল সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষমতা। তিনি আপনার কাছ থেকে বেমি কিছু চান না।

সময় আলাদা করুন

দিনের সেরা সময় (সকাল বা সন্ধ্যা) বেছে নিন এবং ঈশ্বরের সাথে দৈনন্দিন ভক্তিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন। এমন একটি লক্ষ্য নিয়ে নিজেকে নিরুৎসাহিত করার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করবেন না যা আপনি রাখতে পারবেন না । ছোট শুরু করুন, এবং তারপর আপনার বৃদ্ধি হিসাবে সময় যোগ করুন। প্রতিদিন পনের মিনিট দিয়ে শুরু করুন।

বাইবেলের একটি বই বেছে নিন

একটি অধ্যায় (বা কম যদি এটি একটি দীর্ঘ অধ্যায় হয়) বা কয়েকটি পদ পড়ুন এবং এটিতে ধ্যান করুন। উপরন্তু, আপনি একটি দৈনিক ভক্তিমূলক বই থেকে পড়তে চাইতে পারেন। **পরিশিষ্ট খ দেখুন : পরামর্শের জন্য প্রস্তাবিত বই।**

প্রার্থনা করুন

আপনি যে সত্যগুলি পড়েছেন তার জন্য বিশেষভাবে প্রার্থনা করুন। তারা আপনার জীবনে কিভাবে প্রয়োগ করে তা প্রকাশ করতে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করুন। নম্রতার জন্য প্রার্থনা করুন যেন তিনি তার কর্তৃত্বের কাছে নিজেকে সমর্পণ করুন এবং আনুগত্যে সাড়া দেন।

তাঁর কথা শুনুন

কয়েক মিনিট নীরবে কাটান.শুধু শুনুন। এটি প্রথমে অস্বস্তিকর হতে পারে। ধ্রুবক বিভ্রান্তির সময়ে স্বাগত জানাই এবং চুপচাপ বসে থাকতে অভ্যস্ত নই। ধৈর্য্য ধরুন এবং ঈশ্বর আপনার সাথে কথা বলতে বিশ্বস্ত হবেন। মনে রাখবেন যে পবিত্র আত্মা আপনার মধ্যে বাস করছেন এবং আপনার মধ্যে বাস করেছেন এবং আপনার চিন্তাধারায় আপনাকে পরিবেশন করতে পারেন।

একটি নথি রাখুন

ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য আপনার প্রার্থনা, অভিজ্ঞতা, ধারনা বা প্রতিফলন নথিভুক্ত করেন। পদগুলি আপনার কাছে কী বোঝায় এবং প্রভু আপনার হৃদয়ের সাথে যা কিছু বলেন তা লিখুন।

আবার প্রার্থনা করুন

আপনার প্রার্থনা সম্পর্কে মনোযোগী হন। আপনাকে নির্দেশনা দেওয়ার জন্য এ সি টি এস পদ্ধতিটি ব্যবহার করুন।

- এ - আরাধনা - ঈশ্বরের গৌরব এবং উপাসনা
- সি - স্বীকারোক্তি - কোন পরিচিত পাপের জন্য অনুতাপ এবং স্বীকার করুন।
- টি - ধন্যবাদ দিন - আপনার জীবনে ঈশ্বরের আশীর্বাদগুলির জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুন।
- এস - মিনতি - বিনীতবাবে আপনার প্রয়োজন এবং অন্যদের চাহিদার জন্য অনুরোধ করুন।

ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে আপনাকে আপনার দিন জুড়ে তাঁর উপস্থিতি জানতে এবং স্বীকার করতে সাহায্য করুন।

পরিশিষ্ট - খ
প্রস্তাবিত বইসমূহ

পরিশিষ্ট খ প্রস্তাবিত বই যদিও ঈশ্বরের গভীর করা জন্য অনেকগুলি চমৎকার বই পাওয়া যায়, আমরা আপনাকে নির্দেশনা, শিক্ষা এবং প্রতিযোগিতা জানাতে নিম্নলিখিত সুপারিশ করি।

শিষ্যত্বের বইসমূহ

ঈশ্বরের অভিজ্ঞতা: ঈশ্বরকে জানা এবং তাঁর ইচ্ছা অনুসারে কাজ করা, হেনরী টি ব্ল্যাকবি, রিচার্ড ব্ল্যাকবি, ক্লাউদে ভি কিং দ্বারা সংকলিত
মানুষ থেকে মানুষ চার্লস আর সুইন্ডল দ্বারা সংকলিত
বিবাহ একটি মন্ত্রক সিরিজটি ক্রেইগ কাষ্টার দ্বারা সংকলিত
সাহসী মানুষ:আদমের নীরবতা ভাঙ্গার জন্য ঈশ্বরের আহ্বান,ডা: ল্যারি ক্র্যাব
অভিভাবকত্বের মন্ত্রক সিরিজটি ক্রেইগ কাষ্টার দ্বারা সংকলিত
কিশোর- কিশোরীদের বোঝার সিরিজটি ক্রেইগ কাষ্টার দ্বারা সংকলিত

ভক্তিমূলক বইসমূহ

ঈশ্বরের সাথে প্রতিদিনের অভিজ্ঞতা এন্ড্রু মূরে দ্বারা সংকলিত
সন্নিকটে: গভীর বিশ্বাসের জন্য প্রতিদিন পড়ুন জন এফ. ম্যাকআর্থার দ্বারা সংকলিত
যীশুর সাথে প্রতিদিন: নতুন বিশ্বাসীদের সাথে প্রথম পদক্ষেপ গ্রেগ ল্যাওরি
ঈশ্বরের অভিজ্ঞতা: ঈশ্বরকে জানা এবং তাঁর ইচ্ছা অনুসারে কাজ করা, হেনরী টি ব্ল্যাকবি, রিচার্ড ব্ল্যাকবি, ক্লাউদে ভি কিং দ্বারা সংকলিত
বাইবেল পরিচিতি: ঈশ্বরের বাক্যের একটি পূর্ণ বিস্তৃতি ৩৬৬ দৈনিক পাঠ এবং প্রতিফলন ব্রেন্ডা কুইন এবং ফিলিপ ইয়াসি দ্বারা সংকলিত
যুগলদের একসাথে থাকার মুহূর্ত ডেনিস এবং বারবারা রাইনি দ্বারা সংকলিত
আমার উচ্চতা তাঁরই উচ্চতার জন্য ওসওয়াল্ড চেম্বারস দ্বারা সংকলিত
বাগানের অন্য প্রান্তে: বাইবেলীয় নারীত্ব ভার্জিনিয়া রুথ ফুগেট দ্বারা সংকলিত
আমাদের প্রতিদিনের খাদ্য, সহজ ডিজিটাল এবং মুদ্রিত ভক্তি https://odb.org/
জন সি ব্রোজার দ্বারা সংকলিত স্ব-মুখোমুখি
মরুভূমিতে প্রবাহ মিসেস চার্লস কোম্যান দ্বারা সংকলিত
দিন দিন ভালোবাসার সাহস: দম্পতিদের জন্য ভক্তির একটি বছর স্টিফেন এবং অ্যালেক্স কেন্ড্রিকের দ্বারা সংকলিত
গীতসংহিতার এক বছর উইলিয়াম জে পিটারসন এবং র‍্যান্ডি পিটারসন দ্বারা সংকলিত

কিশোরদের জন্য ভক্তিমূলক এবং শিষ্যত্ব সম্পদ

হাড়ের জন্য খারাপ: পনের তরুন বাইবেল নায়ক য্রা ঈশ্বরের জন্য মৌলবাদী জীবনযাপন করছেন মাইলস ম্যাকফারসন বাইবেল অ্যাপ ইউভারসন (অ্যাপল এবং অ্যান্ড্রয়েডে উপলব্ধ)
বাইবেল প্রকল্প সম্প্রচার এবং ভিডিও, sttps://bibleproject.com ছোট মহিলাদের সাথে বেড়ে ওঠা: আপনার মেয়ের সাথে শিক্ষণীয় মুহূর্তগুলো ধরে রাখা ডোনা জে. মিলার সাথে লিন্ডা হল্যান্ড দ্বরা সংকলিত
জোশ ম্যাকডওয়েল দ্বারা সংকলিত প্রতিদিন ভক্তির সাথে, সাবসক্রাইব করুন অনলাইনে জোশ. অর্গ/রিসোর্স/ইয়োথ ফ্যামিলি/ডেইলি ডিভোশনস/ইয়োথ/টকশিট ডেভিড লিন দ্বারা সংকলিত (প্রাথমিক এবং উচ্চ বিদ্যালয়ের জন্য বিভিন্ন বই সমূহ)
যুব ভক্তি জোশ ম্যাকটওয়েল দ্বারা সংকলিত।

সম্পর্কের বইসমূহ

শুধুমাত্র পুরুষদের জন্য শাওন্তি এবং জেফ ফেল্ডহানের দ্বারা রচিত
শুধুমাত্র অভিভাবকদের জন্য শাওন্তি ফেল্ডহান এবং লিসা এ রাইস দ্বারা রচিত
শুধুমাত্র মহিলাদের জন্য শাওন্তি ফেল্ডহান দ্বারা রচিত
শুধুমাত্র তরুন পুরুষদের জন্য জেফ ফেল্ডহান এবং এরিক রাইচ সাথে শাওন্তি ফেল্ডহানের দ্বারা রচিত
শুধুমাত্র তরুন মহিলাদের জন্য শাওন্তি ফেল্ডহান এবং লিসা এ রাইস দ্বারা রচিত
অপেক্ষায় মহিলারা: সঠিক কিছুর জন্য অপেক্ষা করার সময় ঈশ্বরের সেরা হওয়া জ্যাকি কেন্ডাল এবং ডেবি জোন্স দ্বারা সংকলিত
ভবিষ্যতের স্বামীর জন্য প্রার্থনা করা: তার জন্য আপনার হৃদয়ের প্রস্তুতি রবিন জোন্স গুন এবং ট্রিসিয়া গয়ারের দ্বারা সংকলিত
প্রার্থনারত স্ত্রীর শক্তি স্টর্মি ওমার্টিয়ান দ্বারা সংকলিত

যৌনতা সম্পর্কে কথা বলা

আপনার সন্তানের সাথে যৌনতা সম্পর্কে আত্মবিশ্বাসের সাথে কথা বলা যায় লেনোর বুথ দ্বারা সংকলিত
শুধু কথার চেয়ে বেশী: যৌনতা সম্পর্কে আপনার সন্তানদের অভ্যস্থ হয়ে ওঠা জোনাথন ম্যাককে দ্বারা রচিত

পরিশিষ্ট গ
শব্দকোষ

এই সংজ্ঞাগুলি ওয়েবস্টারের নতুন আন্তর্জাতিক ইংরাজি অভিধান, দ্বিতীয় সংস্করণ আনব্রিজড, G&C মেরিয়াম কোম্পানি (১৯৩৯) থেকে নেওয়া হয়েছে।

মেনে চলুন: "বজায় রাখা; জমা দেওয়া; ফল না দিয়ে সহ্য করা অব্যাহত রাখা; স্থিতিশীল বা স্থির থাকা।" যীশু খ্রীস্টের সাথে একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুলতে এবং বিজয়ের জীবনযাপন করতে, আমাদের অবশ্যই তাঁর সাথে থাকতে হবে-প্রার্থনায় তাঁর সাথে কথা বলতে হবে, তাঁর বাক্যে ধ্যান করতে হবে এবং পবিত্র আত্মার নির্দেশনা শুনতে হবে।
গীত সংহীতা ৯১:১পদ; যোহন ১৫:৪-১০ পদ দেখুন।

জবাবদিহিতা: "হিসাব সমর্পন করার জন্য আহ্বান করা যেতে পারে; নিজের আচরণের জন্য জবাবদিহিতা।" খিস্টের দেহের সদস্য হিসাবে, ঈশ্বর আমাদের প্রত্যেককে উৎসাহ, সুরক্ষা,উপদেশ এবং সংশোধনের উদ্দেশ্যে একে অপরের কাছে জবাবদিহি করার আহ্বান জানান।
লুক ৯:১০ পদ, রোমীয় ১৪:১২ পদ, গালাতীয় ৬: ১ পদ, ১ম পিতর ৪: ৫ পদ দেখুন ।

দত্তক নেওয়া: "নিজের হিসাবে গ্রহন বা মেনে নেওয়া; অনুমোদন করা; গ্রহন করা; পছন্দ, সন্তান,উত্তরাধিকারী, বন্ধু বা নাগরিক হিসাবে সম্পর্কের ক্ষেত্রে গ্রহন করা।" যখন একজন পাপী অনুতপ্ত হয় এবং খ্রীস্টকে উদ্ধারকর্তা এবং প্রভু হিসাবে গ্রহন করে, তখন তারা ঈশ্বরের পরিবারে গৃহীত হয় এবং তার সন্তানদের একজন হয়ে যায়। তাদের পিতার প্রবেশাধীকার দেওয়া হয় এবং ঐশরিক উত্তরাধিকারের অংশীদার হয়। বাস করা পবিত্র আত্মা তাদের হৃদয়ে নিশ্চিত করে যে তারা ঈশ্বরের সন্তান।
হোশেয় ১: ১০ পদ, যোহন ২০: ১৭ পদ, রোমীয় ৮: ১৪, ১৫, ১৭ পদ দেখুন।

প্রেরিত: "একজনকে প্রেরন করা হয়েছে; একজন বার্তাবাহক; খ্রীস্টের বারোজন শিষ্যদের মধ্যে একজন, বিশেষ করে তার সঙ্গী এবং সাক্ষী হিসাবে নির্বাচিত, এবং সুসমাচার প্রচারের জন্য পাঠানো হয়েছে।" যীশু খ্রীস্ট বারোজন শিষ্যকে নিজের কাছে ডেকেছিলেন এবং তারপর তাদের ইচ্ছা পূরণ করতে এবং তাঁর পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য তাদের পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন।
মথি ২৮:১৮-২০ পদ, রোমীয় ১: ১ পদ; গালাতীয় ১:১ পদ দেখুন।

পুনরায় জন্ম: " পুনর্জন্ম; নবায়ন; আধ্যাত্মিক জীবন পাওয়া।" প্রত্যেক মানুষ একটি শারীরিক জন্মের অভিজ্ঞতা লাভ করে, কিন্তু যখন একজন পাপী অনুতপ্ত হয় এবং যীশু খ্রিস্টকে প্রভু এবং পরিত্রাতা হিসাবে গ্রহন করে, তখন তারা পবিত্র আত্মার দ্বারা পুনরায় জন্মগ্রহন করে। ঈশ্বরের আত্মা তাদের হৃদয়ে বাস করতে আসে, তাদের ঈশ্বরের জীবন প্রদান করে।
যিহিষ্কেল ৩৬: ২৬, ২৭ পদ; যোহন ৩: ১- ৮ পদ দেখুন।

নিন্দিত বা নিন্দা: " উচ্চারন করা হয়েছে ভুল, দোষী, মূল্যহীন বা বাজেয়াপ্ত; শাস্তি,ধ্বংস, বা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।" প্রতিটি মানুষ পাপের মধ্যে জন্মগ্রহন করে, লঙ্ঘনের জন্য দোষী এবং ঈশ্বরের শাস্তির যোগ্য। যীশু খ্রীস্ট পৃথিবীর পাপ নিজের উপর নিয়েছিলেন, এবং প্রত্যেক পুরুষ ও নারীর অপরাধকে ক্রুশে নিয়ে দিয়েছিলেন, এইভাবে সমস্ত বিশ্বাসীকে নির্দোষ এবং ন্যায়সঙ্গত ঘোষণা করেছিলেন।
রোমীয় ৫: ১৬-১৮ পদ; ৮:১; ১৩:২ পদ দেখুন।

স্বীকারোক্তি: " ব্যাক্তিগত, গোপন বা নিজের জন্য ক্ষতির কোন কিছুর স্বীকৃতি দেওয়া।" যখন একজন বিশ্বাসী ঈশ্বরের বাক্য বা পবিত্র আত্মার দ্বারা তাদের চিন্তাভাবনা, উদ্দেশ্য, মনোভাব, বা ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট নয় এমন কর্মের জন্য দোষী সাব্যস্ত হয়, তখন সঠিক প্রতিক্রিয়া স্বীকারোক্তি। আসল স্বীকারোক্তি অনুতাপের পরে হবে।
২ শমূয়েল ১২:১৩পদ; ১ যোহন ১: ৯-১০ পদ দেখুন।

দৃঢ় প্রত্যয়: "একটি দৃঢ়, প্ররোচনা বা বিশ্বাস; ত্রুটির বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার অবস্থা বা সত্য স্বীকার করতে বাধ্য করা।" কেবল পবিত্র আত্মাই হৃদয়ে পাপের প্রত্যয় জাগাতে পারেন। পবিত্র আত্মার দ্বারা দণ্ডিত হওয়া নম্র বিশ্বাসীকে স্বীকারোক্তি এবং অনুতপ্ত হওয়ার আহ্বান জানায়।
গীত সংহীতা ৩২: ৩-৫ পদ, যোহন ১৬: ৭ -৮ পদ দেখুন।

শৃঙ্খলা: "শেখানো; স্ব-নিয়ন্ত্রন বা প্রদত্ত মানগুলির আনুগত্যে প্রশিক্ষন দেওয়া; নির্দেশ এবং অনুশীলনের মাধ্যমে বিকাশ করা।" কেউ স্বাভাবিকভাবেই আধ্যাত্মিক পরিপক্কতা এবং ঐশরীক চরিত্র বিকাশ করে না। দয়াময় প্রভু প্রত্যেক বিশ্বাসীর জীবনে শৃঙ্খলা ব্যবহার করেন তাদের শিক্ষা দিতে, প্রশিক্ষন দিতে এবং তাদের ঈশ্বরের পরিপক্কতায়, ধার্মিক সন্তানের মত গড়ে তুলতে।

উন্নতি: " গড়ে তোলা; নৈতিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, বা আধ্যাত্মিক উন্নতি; নির্দেশনা।" যীশু খ্রীস্টপৃথিবীতে এসেছিলেন মানুষকে তাঁর পিতার সাথে সম্পর্কের মধ্যে আনতে। অনুরুপভাবে, বিশ্বাসীদেরকে বলা হয় যে তারা একে অপরকে খ্রীস্টের উপর নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি করতে এবং পিতার সাথে আধ্যাত্মিক ঘনিষ্ঠতা গড়ে তুলতে উৎসাহিত করবে।
রোমীয় ১৫:২পদ; ১ম করিন্থীয় ১৪:১২,২৬ পদ; ইফিষীয় ৪:২৯ পদ দেখুন।

সহভাগিতা: "একসাথে থাকার অবস্থা; আগ্রহের সম্প্রদায়, কার্যকলাপ, বা অনুভূতি; সমান বা বন্ধুত্বপূর্ণ পদে ব্যক্তিদের সাহচর্য।" সত্যখ্রিস্টান সহযোগীতা একে অপরকে দেওয়া এবং গ্রহন করা উভয়ই। এটি যীশু খ্রীস্ট এবং তাঁর শরীরে (গীর্জা) অংশীদারিত্ব এবং অংশগ্রহণের সাধারণ বাক্যকে কেন্দ্র করে। বিশ্বাসীদের মধ্যে সহভাগিতা ত্রানকর্তার সাথে অন্তরঙ্গ মেলামেশার ফল।
যোহন ১৭: ৩,২১পদ; ১ম করিন্থীয় ১:৯পদ; ১ম যোহন ১: ৩-৭ পদ দেখুন।

মহিমান্বিত করা: "সম্মান, প্রশংসা, বা সম্মান করা জন্য; জাঁকজমক প্রকাশ করার জন্য।" একজন বিশ্বাসীর জীবন ঈশ্বরের গৌরব কওে যখন তারা অন্যায় থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং ঈশ্বরের ইচ্ছার অধীনে জীবনযাপন করে,ঈশ্বরের বাক্যের আনুগত্য করে এবং পরিত্রাতাকে ভালবাসে।
মথি ৫:১৬পদ; ১ করিন্থীয় ৬:২০পদ;প্রকাশিত বাক্য ১৫:৪ পদ দেখুন।

অনুগ্রহ: "ঐশ্বরিক অনুগ্রহহীন; ঈশ্বরের একটি অতি প্রাকৃত, নিখরচায় উপহার যীশু খ্রীষ্ঠের গুনাবলির মাধ্যমে তাদের পুনরুত্থানের জন্য মানব জাতিকে দান করেছিল; ঐশ্বরিক ভালবাসা; অনুতপ্ত পাপীর জন্য ক্ষমা।" অনুগ্রহ হল অযোগ্যদের জন্য ঈশ্বরের মঙ্গল,তাঁর দয়া থেকে সম্পূর্ণরুপে প্রদত্ত পাপের ক্ষমা করা ব্যক্তির যে কোনও যোগ্যতার উপর সম্পূর্ণরূপে অসঙ্গতিপূর্ণ।
বিলাপ ৩:২২পদ; রোমীয় ৫:১-২; ৬:১৪-১৫ পদ পড়ুন।

মানবীয় বা নম্রতা: "চেতনায় নম্র থাকার অবস্থা বা গুন; অহংকার এবং গর্ব থেকে মুক্তি; মনের নীচতা; আত্মসমর্পণ বা নম্র সৌজন্যমূলক আচরণ; আত্মায় গর্বিত বা দৃঢ়তা নয়।" নম্রতা গর্বের বিপরীত এবং ঈশ্বরের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। ঈশ্বর উচ্চ এবং মহান, তবুও তিনি তাঁর সৃষ্টির কল্যানের জন্য উদ্বিগ্ন হওয়ার জন্য নিজেকে নিচু করেন। ঈশ্বর নম্রদের উপর তাঁর অনুগ্রহ বর্ষণ করেন।
গীতসংহিতা ১১৩:৫-৬পদ; যাকোব ৪:৬ পদ পড়ুন।

অন্তরঙ্গ: "ব্যক্তিগত সম্পর্ক বা মেলামেশায় ঘনিষ্ঠ; পরিচিতি; ঘনিষ্ঠভাবে একত্রিত; অন্তরাত্মার সাথে সম্পর্কিত।" যীশু খ্রীষ্ট ক্রুশে মৃত্যুবরণ করেছিলেন যাতে মানব জাতির জন্য ঈশ্বরের কাছে সঠিক হওয়া যায় এবং তাঁর সাথে একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের অংশীদার হয়।
হিতোপদেশ ৩: ৩২ পদ এবং যোহন ১৫:১৫ পদ দেখুন।

ন্যায়পরায়ণতা বা ন্যায্যতা: " অপরাধবোধ বা দোষ থেকে মুক্ত উচ্চারণ; নিষ্কৃতি; ধার্মিক হিসাবে আচরণ; পাপের শাস্তি থেকে মুক্ত।" ন্যায্যতা নিন্দার বিপরীত। ঈশ্বর হলেন পবিত্র বিচারক এবং প্রত্যেক ব্যক্তিকে ন্যায়সঙ্গত বা নিন্দিত রায় প্রদান করবেন। ঈশ্বরের সন্তানদের ক্ষমা করা হয়, অথবা খ্রীষ্টের মধ্যে ন্যায়সঙ্গত করা হয়।
যিশাইয় ৫৩:১১ পদ; রোমীয় ৩:২৮ পদ দেখুন।

ক্ষমা বা করুণা: " শাস্তি দ্বারা ক্ষতি করা থেকে সহনশীলতা; সহানুভূতি বা ক্ষমা করার স্বভাব; অতিরিক্ত বা সাহায্য করার ইচ্ছা।" ঈশ্বর দুঃখী ও দুঃখীদের প্রতি দয়া, দয়া এবং সদিচ্ছায় সমৃদ্ধ। যদিও সমস্ত মানবজাতি ঈশ্বরের সামনে দোষী, তাঁর বিচারের যোগ্য,তিনি খ্রীষ্টকে ত্রানকর্তা এবং প্রভু হিসাবে গ্রহনকারী সকলের প্রতি দয়া প্রদর্শন করেন।
যাত্রাপুস্তক ৩৪: ৬ পদ; ইফিষীয় ২: ৪ পদ দেখুন।

অহংকার: " নিজের মূল্যবোধ এবং নীচে যা অযোগ্য তা ঘৃণা: শ্রেষ্ঠত্বের অযৌক্তিক অহংকার।" অহংকার নম্রতার বিপরীত। অহংকার হল আত্ম-ধার্মিকতা, আত্ম-সন্ধান, আত্ম-নির্ভরতা এবং ঈশ্বরের কাছ থেকে স্বাধীনতা। এটি নিজের এবং নিজের ক্ষমতার উপর বিশ্বাস বা আস্থা স্থাপন করেছে। ঈশ্বর অহংকারীদের প্রতিহত করেন।
হিতোপদেশ ১১: ২ পদ; ১৬:১৮ পদ; যিশাইয় ২: ১৭ পদ; ১ম যোহন ২: ১৬ পদ; যাকোব ৪: ৬ পদ।

প্রশ্রয়:" সন্তুষ্ট করা এবং অনুকূল উপস্থাপন করা; সমঝোতা করা; প্রায়শ্চিত্ত করা; খ্রীষ্টের আত্মত্যাগ এবং মৃত্যুকে ঐশরিক ন্যায়বিচারকে সন্তুষ্ট করা এবং ঈশ্বর এবং মানুষের মধ্যে পুনর্মিলনকে প্রভাবিত করা হিসাবে বিবেচনা করা হয়।" ঈশ্বর পবিত্র এবং প্রবলভাবে মন্দ কাজের বিরোধিতা করেন। ঈশ্বরের ক্রোধ হল পৃথিবীর ন্যায্য ও পবিত্র ক্রোধ যা পৃথিবীর পাপের দিকে পরিচালিত হয়, যখন যীশু খ্রীষ্ট ক্রুশে তাঁর জীবন দিয়েছিলেন, তিনি মানব জাতির সমস্ত পাপ এবং অন্যায়কে নিজের উপর নিয়েছিলেন। তাঁর রক্তের বলি ঈশ্বরের ক্রোধকে সন্তুষ্ট করেছিল। যীশু হলেন আমাদের পাপের ক্ষমা। যারা ঈশ্বরের কাছে তাদের পাপ স্বীকার করে এবং খ্রীষ্টকে ত্রানকর্তা এবং প্রভু হিসাবে গ্রহন করে তাদের ক্ষমা করা হয় এবং তাঁর ক্রোধের পরিবর্তে তারা ঈশ্বরের অনুগ্রহ পান।
গীত সংহীতা ৭:১১-১৩ পদ ; ১ম যোহন ২: ১-২ পদ দেখুন।

পুনর্মিলিত বা পুনর্মিলন: " সম্প্রীতি বা বন্ধুত্ব পুনরুদ্ধার; শান্তি, সম্প্রীতি, বা অনুগ্রহ পুনরুদ্ধার করতে।" শব্দটি স্পষ্টভাবে শিক্ষা দেয় যে পাপীরা ঈশ্বরের শত্রু এবং তাঁর ক্রেঅধের যোগ্য। খ্রীষ্ট ক্রুশে মৃত্যুবরণ করে এবং পৃথিবীর পাপ দূর করে মানব জাতির এবং ঈশ্বরের মধ্যে শত্রুতা মোকাবেলা করেছিলেন। যীশুএজন পাপীর জন্য ঈশ্বরের সাথে মিলেত হওয়া সম্ভব করেছিলেন।
রোমীয় ৫:১০ পদ; ২য় করিন্থীয় ৫:১৮-১৯ পদ দেখুন।

মুক্তি বা উদ্ধার: পরিশোধের মাধ্যমে দখল পুরুদ্ধার করা; মুক্তিপণ, মুক্তি বা বন্দিদশা বাব ন্ধন থেকে উদ্ধার করা; পুনরুদ্ধার বা বিতরন করা।" এদেন উদ্যানের পর থেকে মানবজাতি পাপের দাস হয়ে আছে। যীশু খ্রীষ্ট তাঁর মৃত্যু ও পুনরুত্থানের মাধ্যমে মানবজাতিকে ঈশ্বরের কাছে ফিরিয়ে এনেছেন। বিশ্বাসীরা খ্রীষ্টে মুক্তি পায়, যখন অবিশ্বাসীরা পাপের দাসত্বের মধ্যে থাকে।
মার্ক ১০:৪৫ পদ, ১ম পিতর ১:১৮-১৯ পদ দেখুন।

অনুশোচনা: দুঃখ বা অনুশোচনা অনুভব করা; অতীত বা উদ্দেশ্যমূলক কর্মের ব্যাপারে কারো মন বা হৃদয় পরিবর্তন করা; কেউ যা করেছে বা করা বাদ দিয়েছে তার জন্য অসন্তুষ্টি অনুভব করা।" যখন একজন বিশ্বাসী তাদের পাপের জন্য সত্যিই দুঃখিত হয়, তখন তারা ঈশ্বরের কাছে পাপ স্বীকার করবে, নিজেকে ঈশ্বরের কাছে উৎসর্গ করবে এবং তাঁর অনুগ্রহে চলবে।
মথি ৩:৮ পদ; প্রেরিত ২৬:২০খ পদ; ইফিষীয় ৪:২৮ পদ দেখুন।

ন্যায়পরায়ণ: " যা সঠিক তা করা; ন্যায়পরায়ণ; ন্যায্যতা; ন্যায়সঙ্গত; বিশেষত, ভুল, অপরাধবোধ বা পাপ থেকে মুক্ত; পুণ্যবান; যোগ্য।" শাস্ত্র অনুসারে, ধার্মিক তারাই যারা ঈশ্বরের সাথে চলাফেরা করে। পতিত পাপীদের যীশু খ্রীষ্ট দ্বারা ধার্মিক করা হয়। যারা তাঁর পরিত্রান লাভ করে তাদের প্রতি তিনি তাঁর ধার্মিকতা প্রদান করেন।
আদিপুস্তক ৬:৯ পদ; রোমীয় ৫:১৯ পদ দেখুন।

পাপ: " ঈশ্বরের আইনের লঙ্ঘন; ঐশরিক ইচ্ছার অবাধ্যতা; নৈতিক ব্যর্থতা; একটি অপরাধ।" পাপ ঈশ্বরের বাক্য, কর্তৃত্ব, প্রজ্ঞা,ন্যায়বিচার বা অনুগ্রহের বিরুদ্ধে যে কোন অপরাধ। পাপ বিদ্রোহী হৃদয় বা প্রতারিত মন থেকে আসে এবং মনোভাব, চিন্তাভাবনা, কথা বা কাঝে কাজ করে।
গীতসংহিতা ৫১:১-৪ পদ; ১ যোহন ৩:৪; রোমীয় ১৪:২৩ পদ দেখুন।

সার্বভৌম: "সর্বোচ্চ বা ক্ষমতায় সর্বোচ্চ,অন্য সকলের চেয়ে উচ্চতর,স্বাধীন বা সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী।" ঈশ্বর সার্বভৌম। তিনি সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী,সীমাহীন প্রজ্ঞা এবং তাঁর সৃষ্ট সমস্ত কিছুর উপর পরম কর্তৃত্বের অধিকারী।
গীতসংহিতা ১৩৯:১-১৬ পদ, দানিয়েল ৪:৩৫ পদ, প্রকাশিত বাক্য ৪:১১ পদ দেখুন।

রূপান্তর: "এর রূপ পরিবর্তন করা; প্রকৃতি, স্বভাব,হৃদয় বা এর মত পরিবর্তন করা; ধর্মান্তরিত করা। আমরা যীশু খ্রিষ্টের সাথে একটি ঘনিষ্ট সম্পর্কের মধ্যে চলার সাথে সাথে। তিনি আমাদের জীবনকে পুনর্নির্মান করতে রূপান্তরিত করেন। আমরা যখন তাঁর সাথে অনন্তকালে প্রবেশ করি তখন তাঁর গৌরব প্রতিফলিত করার জন্য সম্পূর্ণ রূপান্তরিত হয়।
১ করিন্থীয় ১৫:৫১-৫২ পদ; ২ করিন্থীয় ৩:১৮ পদ; ফিলিপীয় ৩:২১ পদ; ১ যোহন ৩:২ পদ দেখুন।

সীমালঙ্ঘন বা সীমালঙ্ঘনকারী: "পাপ; একটি আদেশ,একটি আইন, বা কর্তব্য লঙ্ঘন; যে একটি আইন ভঙ্গ করে,অথবা কোন পরিচিত নিয়ম বা সঠিকতার নীতি লঙ্ঘন করে"। ঈশ্বর দশটি আদেশে তাঁর ধার্মিকতার মান প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। যারা তাঁর আদেশ লঙ্ঘন করে তারা সীমালংঘন করে তারা মৃত্যুর যোগ্য। যীশু খ্রিষ্ট পৃথিবীতে এসেছিলেন আইন পূর্ণ করতে এবং তাঁর বিশ্বাসী সকলের কাছে ন্যায্যতা নিশ্চিত করতে। যিশাইয় ৫৩:১২ পদ; মথি ৫:১৭ পদ; রোমীয় ৫:১৮;৭:১২ পদ; ইব্রীয় ২:২ পদ দেখুন

শিষ্যদের নিকট একটি চিঠি

প্রিয় শিষ্য,
আমরা যখন এই শিষ্যত্ব কর্মপুস্তকটি বন্ধ করি, আমি আপনাকে উৎসাহিত করি যে আপনি খ্রিষ্টান হিসাবে বিশ্বাসে বেঁচে থাকার অর্থ কি সে সম্পর্কে আপনি যা শিখেছেন তা প্রতিফলিত করুন। আমি প্রার্থনা করি যে এই অধ্যয়ণ আপনাকে যীশু খ্রিষ্টের সাথে একটি পরিপক্ব, উন্নয়নশীল সম্পর্কের পথ দেখাতে সাহায্য করেছে এবং এটি শিষ্যত্বের জন্য আপনার চোখ খুলে দিয়েছে।

মন্ডলী সেই মহান কর্মভারের দৃষ্টি হারাচ্ছে যা যীশু সমস্ত বিশ্বাসীদেরকে মেনে চরার জন্য ডেকেছেন। মহান কর্মভার অর্পন কী তা সম্পর্কে ক্রমাগত খ্রিষ্টানরা অজ্ঞ হয়ে উঠেছে। বিশ্বজুড়ে মন্ডলীগুলো বিভ্রান্ত, তাদের সদস্যদের যীশুর আদেশ মানতে সজ্জিত না করে তাদের নিজস্ব অভ্যন্তরীন কর্মসূচী বা লক্ষ্যের দিকে মনোনিবেশ করা। যীশু আপনাকে যে আদেশ দিয়েছেন তা থেকে আপনি অজ্ঞ নন:

অতএব তোমরা গিয়া সমুদয় জাতিকে শিষ্য কর; পিতার ও পুত্রের ও পবিত্র আত্মার নামে তাহাদিগকে বাপ্তাইজ কর; আমি তোমাদিগকে যাহা যাহা আজ্ঞা করিয়াছি, সেই সমস্ত পালন করিতে তাহাদিগকে শিক্ষা দেও। আর দেখ, আমিই যুগান্ত পর্যন্ত প্রতিদিন তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি। (মথি:২৮:১৯-২০)।

তাঁর শিষ্যদের একজন হওয়ার জন্য তাঁর আদেশ মেনে চলার জন্য আমি আপনাকে অনুরোধ করছি। আপনি যখন আপনার বিশ্বাসে পরিপক্ক হন, তখন আপনি অন্যের বিশ্বাসে শিষ্য হওয়ার জন্য পরিপক্ক হন এবং জ্ঞান ও বিচক্ষনতার জন্য প্রার্থনা করুন। যখন আপনি প্রস্তুত থাকবেন,ঈশ্বর আপনার জীবনে যাদের স্থান দিয়েছেন তাদের প্রতি আপনার চোখ খুলুন এবং তাদের সক্রিয়ভাবে সন্ধান করুন। এই কর্মপুস্তক আপনাকে সাহায্য করার একটি সহায়ক হাতিয়ার হতে পারে।

পারিবারিক শিষ্যত্ব মন্ত্রনালয়গুলি বিবাহ এবং পিতা-মাতা সম্পর্কেবহুবিধ কর্মপুস্তক প্রদান করে যাতে আপনি ঈশ্বরের বাক্য দ্বারা প্রদত্ত প্রজ্ঞা এবং নির্দেশনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ন করে। বিবাহ এবং অভিভাবকত্ব মন্ত্রক সিরিজ উভয়ই আপনার পরিবারের মাধ্যমে ঈশ্বরের গৌরব আনতে আপরার সহায়ক হাতিয়ার। এগুলি অন্যদের শিষ্য করার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। এই উপকরণ আমাদের ওয়েবসাইটে **www.FDM.world** এ খুঁজে পাওয়া যাবে।

প্রভু আপনাকে আশীর্বাদ করুন।

খ্রিষ্টে আপনার ভাই,

পালক ক্রেইগ কাষ্টার

লেখক পরিচিতি

একজন বোকা। পড়ায় অনীহা প্রকাশ করা একজন ছাত্র। তৃতীয় স্তর পাওয়া সহ উচ্চ বিদ্যালয়ের স্নাতক। একজন অজ্ঞ স্বামী এবং অপমানজনক বাবা। সকলেই এক সময় পালক ক্রেইগ কাষ্টারকে এভাবে বর্ননা করেছিলেন। কিন্তু ঈশ্বরের তার জন্য একটি ভিন্ন পরিকল্পনা ছিল। আমার প্রকাশ্যে কথা বলার ভয় থাকা স্বত্বেও। ১৯৯৪ সালে ঈশ্বর তাকে পূর্নকালীন পরিচর্যা করার জন্য ডেকেছিলেন। তিনি ১৯৯৪ সালে নিযুক্ত হন এবং তখন থেকে চারটি বই লিখেছেন। অনেক পুরুষকে শৃঙ্খলাবদ্ধ;শত শত পরামর্শ; অগণিতকে খ্রিষ্টের দিকে নিয়ে গেছেন; আন্তর্জাতিকভাবে বিবাহ এবং অভিভাবকত্ব সেমিনার এবং পালকদের সম্মেলনের মাধ্যমে হাজার হাজার শিক্ষা দিয়েছেন। সবই ঈশ্বরের কৃপা এবং ক্ষমতায়।
যদিও ক্রেইগ ১৯৭৯ সালে যীশুকে তার জীবন দিয়েছিলেন, তার রূপান্তরের শুরু হয়েছিল যখন সে তার বাক্য মেনে চলতে শুরু করেছিলেন। তিনি সত্যিই বিশ্বাস করেন যে যীশু আমাদের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক চান। তার জীবন চিরতরে পরিবর্তিত হয়েছে কারণ সে এই সম্পর্ক অনুস্মরন করেন এবং খ্রিষ্টের উপর নির্ভরশীল।

উৎসাহিত হোন

যদি আপনি বিশ্বাস করতে সংগ্রাম করেন যে ঈশ্বর আপনার জীবনে এবং এর মাধ্যমে কাজ করতে পারেন, তাহলে পালক ক্রেইগের গল্প দ্বারা উৎসাহিত হোন। আপনার অতীতের পাপ, শেখার অক্ষমতা,কথা বলা ভয় বা শিক্ষার অভাব আপনাকে আপনার জীবনে ঈশ্বরের আহ্বানে বাধ্য হতে বাধা দেবেন না। ঈশ্বর আপনাকে শিষ্য বানাতে চান,আপনি যদি বিবাহিত হন বা আপনার সন্তান থাকে তবে আপনাকে পত্নী এবং অভিভাবক হিসাবে গড়ে তুলতে চান এবং আপনাকে সম্মান করেন। তাঁর অনুগ্রহ সীমাহীন। তিনি আপনাকে ভালবাসেন এবং আপনার মাধ্যমে মহিমান্বিত হতে চান।

আপনার কাছে ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি

ঈশ্বরকে তার প্রচুর প্রতিশ্রুতি এবং বিধানের জন্য ধন্যবাদ। "যীশু খ্রিষ্টের দাস এবং প্রেরিত শিমন পিতর" এর কথা থেকে তাঁর প্রতিশ্রুতির উপর ধ্যান করুন।

যারা আমাদের ঈশ্বর এবং পরিত্রাতা যীশুর ন্যায়পরায়নতার দ্বারা আমাদের সাথে মূল্যবান বিশ্বাসের মত তাদের জন্য পেয়েছেন:
ঈশ্বর এবং আমাদের প্রভু যীশুর জ্ঞানে আপনার প্রতি অনুগ্রহ এবং শান্তি বৃদ্ধি পায়, কারণ তাঁর ঐশ্বরিক শক্তি আমাদের সমস্ত কিছু দিয়েছে জীবন এবং ঐশ্বরিকতার সাথে সম্পর্কিত. তার জ্ঞানের মাধ্যমে তিনি আমাদের মূল্যবান প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যাতে আপনি এর মাধ্যমে ঐশ্বরিক প্রকৃতির অংশীদার হতে পারি, দুর্নীতি থেকে রক্ষা পেতে পারি।
কিন্তু এই কারনেই,সমস্ত পরিশ্রম,আপনার বিশ্বাসের গুনাবলী যোগ করুন, গুনী জ্ঞান, আত্মনিয়ন্ত্রন,অধ্যাবসায়, ধার্মিকতা, ভ্রাতৃত্বপূর্ন দয়া, প্রেম। যদি এই জিনিসগুলি আপনার এবং প্রচুর হয়,তাহলে আপনি আমাদের প্রভু যীশুর জ্ঞানে অনুর্বর বা ফলপ্রসূ হবে না।

পারিবারিক শিষ্যত্ব মন্ত্রক সম্পর্কে

পারিবারিক শিষ্যত্ব মন্ত্রক (এফ ডি এম), ১৯৯৪ সালে প্রতিষ্ঠিত একটি অলাভজনক মন্ত্রনালয়, যার প্রতিষ্ঠাতা এবং পরিচালক পালক ক্রেইগ কাষ্টার। একটি শিষ্যত্বের নকশার মাধ্যমে পরিবারে খ্রিষ্টের দেহকে সমর্থণ, শিক্ষিত এবং প্রশিক্ষিত করার চেষ্টা করে। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য, এফ ডি এম পৃথক অধ্যয়ন, ছোট গোষ্ঠী, একের পর এক শিষ্যত্বের জন্য বই,ভিডিও এবং অনলাইন উপকরন সরবরাহ করে । তারা শিষ্যত্ব,বিবাহ,এবং অভিভাবকত্বের উপর সেমিনার পরিচালনা করে।

এফ ডি এম এর মন্ত্রনালয়ের লক্ষ্য হল খ্রিষ্টান মন্ডলীর শিষ্যত্বের জন্য একটি দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলা এবং তাদের পরিবারের সাহায্য করার জন্য বাইবেলের দৃঢ় কর্মপুস্তক সরবরাহ করা, প্রশিক্ষন দেওয়া এবং সজ্জিত করা। ১৯৯৫ সাল থেকে,হাজার হাজার মানুষ বিবাহ এবং অবিভাবকত্ব ক্লাস সম্পন্ন করেছে, এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র বিদেশে শত শত মন্ডলী এফ ডি এম উপকরন ব্যবহার করে তাদের মন্ডলীকে সেবা করেছে। তাদের মন্ত্রনালয় www.FDM.world এ পাওয়া বিনামূল্যে অনলাইন সম্পদের মাধ্যমে অনেক পরিবারকে সাহায্য করে।

এফ ডি এম সক্রিয়ভাবে রাশিয়া, ইউক্রেন, কিউবা, মেক্সিকো, আফ্রিকা, সিঙ্গাপুর, জাপান এবং চীনের মত দেশে আন্তর্জাতিকভাবে কাজ করে। www.FDM.world এ আরো জানুন।